উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন, বিতর্ক উসকালেন শুভেন্দু » ৫

শেয়ার মার্কেটে প্রতারণায় ধৃত

ভুয়ো শেয়ার মার্কেটের নামে রাজ্য সরকারের কর ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা তছরুপ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। » ৪

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
৩৪°/২৫°	৩০°/২৩°	৩১°/২৪°	৩২°/২১°
সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন

বুমরাহ- বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই » ১২

১৪ বৈশাখ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 28 April 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 338

আসাম রাইফেলসের প্রথম মহিলা সারমেয় প্রশিক্ষক শ্রীলক্ষ্মী পিভি। ট্রেনিংয়ের সময়। - পিটিআই

মাকে পিটিয়ে খুন ছেলের

গৌতম দাস

গাজোল, ২৭ এপ্রিল : নৃশংস হত্যা, তাও আবার নিজের মাকে। গোটা এলাকা, আত্মীয়পরিজনকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে মাকে পিটিয়ে মেরে হত্যার ওই ঘটনা। যে কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ছেলে।

এমন ঘটনা ঘটেছে এমন একটি পরিবারে যারা জমিদার হয়েও দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেছিলেন। সেজন্য ইংরেজ শাসকের রোষানলেও পড়েন দাস সরকার পরিবারের তিন ভাই। মহেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ এবং ভূপেন্দ্রনাথ। বিভিন্ন সময় তাঁরা বন্দি ছিলেন জেলে। বংশের সকলেই ছিলেন প্রজাবৎসল। আর সেই পরিবারের এক সন্তান মাকে পিটিয়ে মেরে পুলিশের হাজতে। ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়।

গাজোলের আলালে ওই হত্যাকাণ্ডে পড়শিরা হতবাক। মা সংগীতা দাস সরকারকে নৃশংস হত্যায় জড়িত ছেলে অভিষেক। অভিযোগ পাওয়ার পর ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। আপাতত আদালতের নির্দেশে সে পুলিশি হেপাজতে। আগামীকাল তাকে আবার আদালতে তোলা হবে। পরিবারের সকলেই চাইছেন ওই জঘন্য ঘটনার জন্যে কঠিনতম সাজা হোক অভিষেকের।

অভিষেকের কাকা পীযূষ দাস সরকারের বক্তব্য, 'দাদা অমরজ্যোতির একমাত্র ছেলে অভিষেক। প্রায় বছর ১৪ আগে তিনি মারা যান। তারপর থেকে বৌদি সংগীতা দাস সরকার ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। দিনের পর দিন উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল অভিষেক। প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ্যপান সঙ্গে ছিল বেহিসাবি জীবনযাপন। দাদা বেঁচে থাকতে তাঁর উপরেও অত্যাচার করত। দাদা মারা যাওয়ার পর মায়ের উপর চলতে থাকে অত্যাচার। গত বছর প্রায় ২৮ লাখ টাকা দিয়ে একটি জমি বিক্রি করেছিল বৌদি। তা থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা নিজে নিয়েছিল অভিষেক। কিন্তু সেই টাকাও নানাভাবে উড়িয়ে দেয়। এরপর টাকার জন্যে মাঝেমধ্যে মাকে মারধর করত।'

পীযূষের আরও অভিযোগ, 'ছেলের অত্যাচারের ভয়ে বৌদি পালিয়ে বেড়াত। বিভিন্ন লোকের বাড়িতে আশ্রয় নিত। গত ২২ এপ্রিল সকালে তাঁকে বেধড়ক মারে অভিষেক। হাত-পা ভেঙে দেয়। প্রচণ্ড রক্তপাত হয়। প্রমাণ লোপাটের জন্য সেই রক্ত ধুয়ে ফেলে। এরপর কয়েকজনের সহযোগিতা নিয়ে মালদা মেডিকেলে মাকে ভর্তি করে। আমার সেজো ভাই দিবাকরকে ফোন করেছিল অভিষেক। বলেছিল মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে বৌদিকে রেফার করা হয় কলকাতায়। আমরা তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছিলাম। সেইসময় খবর আসে বৌদি মারা গেছে।

ক্ষুব্ধ কাকার কথায়, 'জমিদার বংশ হলেও আমাদের কেউ এরকম বেহিসাবি জীবনযাপন করে না। যে ধরনের জঘন্য অপরাধ ও করেছে, তার জন্য সে উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিষেককে। আদালতের নির্দেশে আপাতত পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ঘটনার কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। সোমবার তাকে আবার আদালতে পেশ করা হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবারের কলঙ্ক

- গাজোলের আলালে ওই হত্যাকাণ্ডে পড়শিরা হতবাক
- মা সংগীতা দাস সরকারকে নৃশংস হত্যায় জড়িত ছেলে অভিষেক। অভিযোগ পাওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ
- আপাতত আদালতের নির্দেশে ধৃত পুলিশি হেপাজতে। সোমবার তাকে আবার আদালতে তোলা হবে
- পরিবারের সকলেই চাইছেন ওই জঘন্য ঘটনার জন্যে কঠিনতম সাজা হোক অভিষেকের

সময়ের কথা

উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য

১৯৪৭-এর আগে অবিভক্ত ভারতবর্ষ, এবং স্বাধীনতার পর থেকে খণ্ডিত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি, দাঙ্গাও সময়ের হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা ও তার মধ্য দিয়ে ভারত, পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের সৃষ্টি বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এক সকরুণ স্থায়ী ছাপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম রেখে গিয়েছে। দাঙ্গার রক্তক্ষরণ থেকে এই উপমহাদেশের যেন রেহাই নেই! লাখো-লাখো সাধারণ মানুষের মৃত্যু, হাজার-হাজার অসহায় নারীর ইজ্জত লুট, খুন, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, বল্গাহীন সন্ত্রাস ভারতের আর্থসামাজিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে যেন মুক্তি নেই!

অবিভক্ত ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় কারণে দাঙ্গা ঠিক কত সালে সর্বপ্রথম হয়েছিল তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। ১৯১৭ সালে বিহারের শাহাবাদে এবং ১৯২১ সালে কেরলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভারতের দাঙ্গার ইতিহাসে এক মাইলফলক হয়ে আছে। ১৯৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, নোয়াখালির *এরপর দশের পাতায়*

নারীনিগ্রহ, হত্যায় জেরবার উত্তরবঙ্গ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : গত এক বছরে খুন-ধর্ষণের মতো ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে উত্তরবঙ্গে। সেইসঙ্গে পকসো মামলার সংখ্যাও বেড়েছে। জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, ২০২২-'২৩-এ খুন-ধর্ষণের ৩৮০০ ঘটনার নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে এসেছিল। ২০২৩-'২৪-এ সেই সংখ্যাটা ৬০০০ ছুঁয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে নারী নিগ্রহ এবং খুনের মতো অপরাধের সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকায় উদ্বিগ্ন পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ মহল। কী জন্য 'শান্ত' উত্তরবঙ্গ এমন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে, তার হদিস করতে চাইছে প্রশাসন।

জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবের অধীনে কোচবিহার থেকে মালদা পর্যন্ত আটটি জেলা রয়েছে। ফরেন্সিক ল্যাব সূত্রেই জানা গিয়েছে, এখানে বায়োলজি, টক্সিকোলজি এবং সেরোলজিক্যাল নমুনা পরীক্ষা চালু হয়েছে। মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকে আসা খুন, ধর্ষণ, পকসো মামলার নমুনা ছাড়াও অন্যান্য নমুনার পরীক্ষা করা হয়। রক্তের গ্রুপ ও অন্য নমুনা, খুন করা অস্ত্রে লেগে থাকা রক্ত, সিরাম, ভিসেরা, মানুষের শরীরের চামড়া, চোখের জল, সিমেন, বিষক্রিয়ার নমুনা, অগ্নিকাণ্ডে ঘটনাস্থলের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখানকার ল্যাবরেটরিতে।

গবেষণাগার সূত্রে জানা গিয়েছে, বায়োলজি, সেরোলজি ও টক্সিকোলজি বিভাগ মিলিয়ে ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো। ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০। আর ২০২৪-এ সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০। চলতি বছরের পরিসংখ্যানও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো। তার মধ্যে ৭৫ শতাংশ নমুনাই খুন ও ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের মতো ঘটনার। শুধু তাই নয়, গত এক বছরে পকসো মামলার নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। দুই-তিন বছর আগে পকসো মামলার নমুনা মাসে একটি, বড়জোর দুটি করে আসত। গত এক বছরে প্রতি মাসেই পকসো মামলার নমুনা আসছে মাসে ৫ থেকে ৬টি করে।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির সহকারী অধিকর্তা ও ইনচার্জ ডাঃ মৌসুমি রক্ষিত জানান, নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়ায় কাজের চাপও মারাত্মক বেড়েছে। এমনিতেই ল্যাবরেটরিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মী কম। তার উপর ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নতুন আইনে কোনও মামলায় সাত বছরের ওপর সাজা হওয়ার ধারা থাকলে সেই মামলার *এরপর দশের পাতায়*

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি। - সংবাদচিত্র

পরিসংখ্যানে উদ্বেগ

- ২০২২ সালে বছরে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ৩০০০-এর মতো
- ২০২৩ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮০০
- ২০২৪ সালে সেই সংখ্যা ছুঁয়েছে ৬০০০
- জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে খুন, ধর্ষণ সহ অন্য মামলার নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৫০০টির মতো

১৩০ অস্ত্রের আস্ফালন পাকিস্তানে

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে : মোদি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানের লাগাতার আস্ফালনের জবাবে ফের তাদের নাম না করে প্রত্যাঘাতের হুংকার দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পহলগামের জঙ্গি হানার ঘটনায় তিনি এবং তাঁর সরকারের পাশাপাশি যে দেশের ১৪০ কোটি নাগরিকও প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপের ব্যাপারে সহমত, সেই কথাও ঠারেঠোরে জানিয়ে দিয়েছেন মোদি। সেই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেছেন, কাশ্মীরের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতেই পর্যটকদের ওপর ওই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, 'আমি পীড়িত পরিবারগুলিকে আবার আশ্বাস দিচ্ছি, আপনারা ন্যায়বিচার পাবেন। ন্যায়বিচার অবশ্যই মিলবে। এই হামলার দোষী ও ষড়যন্ত্রকারীদের কঠোরতম সাজা দেওয়া হবে।' শুধু মোদি নন, পাকিস্তানের নাম না করে চড়া সুরে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও। তিনি বলেছেন, 'আমরা কখনও আমাদের প্রতিবেশী দেশকে অপমান করিনি বা তাদের ক্ষতি করিনি। কিন্তু কোনও দেশ যদি শয়তানে পরিণত হয় তাহলে আর কি রাস্তা খোলা থাকতে পারে?' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম না করে ভাগবতের পরামর্শ, 'রাজার কর্তব্য হল মানুষকে রক্ষা করা। সেই দায়িত্ব অবশ্যই পালন করা উচিত তাঁর। গুন্ডাদের শিক্ষা দেওয়াও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

চোখের জলে। পাকিস্তানে থাকা আত্মীয়দের সীমান্তে বিদায় জানাতে গিয়ে।

রবিবার আকাশবাণীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২২ এপ্রিল পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলায় দেশের প্রত্যেক নাগরিক কষ্ট পেয়েছেন। পীড়িত পরিবারগুলির প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়দের মনে গভীর সমবেদনা রয়েছে। যে রাজ্যেরই বাসিন্দা হোন, যে ভাষাতেই কথা বলুন, যাঁরা এই হামলায় নিজেদের পরিজনকে হারিয়েছেন তাঁদের ব্যথা অনুভব করতে পারছেন। আমি বুঝতে পারছি, জঙ্গি হামলার ছবিগুলি দেখে প্রত্যেক ভারতীয়র রক্ত ফুটছে। পহলগামের হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের কাপুরুষ মানসিকতা ফুটে উঠেছে।' তিনদিন আগে বিহারের মধুবনি থেকে জঙ্গি ও তাদের মদতদাতাদের *এরপর দশের পাতায়*

সিন্ধু চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হত্যাকাণ্ডের পর সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। ফলে চুক্তি মেনে সিন্ধু সহ ৬ নদীর জলপ্রবাহের তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করার দায় নেই ভারতের। তার জেরে রবিবার ঝিলম নদীর জলে ভেসে গিয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) একাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েকশো বাড়িঘর।

তবে হতাহতের খবর নেই। পাক সরকারের অভিযোগ, ঝিলমের জলস্তর বৃদ্ধি সম্পর্কে ভারত আগাম তথ্য না দেওয়ায় বন্যা মোকাবিলা করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছে প্রশাসনকে। বন্যা পরিস্থিতিকে ভারতের 'জল সন্ত্রাস' বলে উল্লেখ করেছে পাকিস্তান। ভারত অবশ্য পাকিস্তানের অভিযোগের জবাব দেয়নি।

বাণিজ্য বন্ধের জেরে ওষুধ সংকট

সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করায় ভারতকে পালটা চাপ দিতে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। আর সেটা করতে গিয়ে নতুন করে সংকটে পড়েছে শাহবাজ শরিফের সরকার। পাকিস্তানে জীবনদায়ী ওষুধপত্রের প্রবল ঘাটতি দেখা গিয়েছে। ভারত থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ছাড়াও ওষুধ তৈরির কাঁচামাল আমদানি করে পাকিস্তান। বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় সেই আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ওষুধ সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন পাক সরকারের আধিকারিকরা। ভারতের বিকল্প হিসাবে কানাডা, চিন ও ইউরোপ থেকে ওষুধ আমদানির পরিকল্পনা করেছে ইসলামাবাদ। কিন্তু এর ফলে বাজারে ওষুধের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে পাকিস্তানের ওষুধ সংস্থাগুলি।

এদিকে পিওকের রাজধানী মুজফফরাবাদে বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হচ্ছে। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ঝিলমের জল। *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

জাল আধার বানিয়ে ধৃত বাংলাদেশি দালাল

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৭ এপ্রিল : দশ হাজার টাকা নিয়ে বাংলাদেশিদের আধার কার্ড বানানোর অভিযোগ উঠল হেমতাবাদের চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাটিয়াডুবি গ্রামের একটি ভুয়ো কমন সার্ভিস সেন্টারে। ওই ঘটনায় এক বাংলাদেশি সহ দু'জনকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ দুলাল, বাড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকায়। অপর অভিযুক্তের নাম বিপুলচন্দ্র রায়। বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার দিনাজপুরে।

তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ মাস আগে জাল আধার কার্ড বানিয়ে দেয় অভিযুক্ত মহম্মদ দুলাল। সেই আধার কার্ড কাজে লাগিয়ে পাঁচ মাস ধরে ভারতের হেমতাবাদে বসবাস শুরু করে ওই বাংলাদেশি। চৈনগর সীমান্ত দিয়ে পড়শি দেশে যাওয়ার সময় ওই বাংলাদেশি বিপুলচন্দ্র রায়কে শুক্রবার গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই সাহায্যকারী দালালের নাম পাওয়া যায়। জেরার পর তাকে হেমতাবাদ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর পুলিশ ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে শনিবার রাতভর জেরা করে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য পায়।

ধৃত বাংলাদেশি বিপুলচন্দ্র রায়। - সংবাদচিত্র

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ভারতীয় দালাল সিএসপির মাধ্যমে ১০ হাজার টাকায় রফা করে প্রায় ১০০ জন বাংলাদেশিকে আধার কার্ড তৈরি করে দিয়েছে। যারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে কর্মরত। অভিযুক্ত দালাল দুলাল মহম্মদের বিরুদ্ধে এর আগেও মানব পাচার, গোরু পাচার, মাদক পাচারের অভিযোগ রয়েছে। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা বলেন, 'অভিযুক্ত মহম্মদ দুলালকে রবিবার বিকেলে পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জেরা চলছে।'

এদিন অর্থাৎ রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্ত ভারতীয় দালাল মহম্মদ দুলালকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। বাংলাদেশি নাগরিককে ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়। সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ওই ঘটনায় এক বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। এক ভারতীয় দালালকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

মাছের আঁশে নেলপালিশ, ফুড সাপ্লিমেন্ট

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : সবে উঠোনটা ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করেছেন, হঠাৎ এক হতচ্ছাড়া কাক কোত্থেকে যেন এক প্যাকেটভর্তি মাছের আঁশ ঝপ করে ফেলল আপনার বাড়ির উঠোনে। ব্যস, গিন্নিমা তো রেগে কাঁই। গজগজ করতে করতে ঢেলে দিলেন এক বালতি জল। হতেই থাকে এরকম, তাই না!

তবে এখন থেকে আঁশবৃষ্টি হলে আর রাগ করার প্রয়োজন নেই। সেই আঁশ বিক্রি করে লাখপতি হতে পারেন আপনিও।

ফুড সাপ্লিমেন্ট থেকে শুরু করে নেল পেন্ট, এমনকি রকমারি চুমকি তৈরির ক্ষেত্রেও কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগছে মাছের আঁশ। বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর মাছের আঁশ বিক্রি করেই আয়ের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন স্থানীয় মৎস্যজীবীরা।

নদীর পাড়েই সার দিয়ে শুকাচ্ছে মাছের আঁশ। তারপরে সেগুলো পাড়ি দিচ্ছে বিদেশের মাটিতে। এরফলে মাছের বাজারও থাকছে পরিষ্কার। আঁশও যে ফেলনা নয়, তা প্রমাণ করছে বালুরঘাটের ধীবর গোষ্ঠী।

কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে বালুরঘাটের মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে কুইন্টাল কুইন্টাল মাছের আঁশ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। যা একাধিক প্রক্রিয়া পার করে বিভিন্ন কাজের জন্য দেশের বাইরে রপ্তানি হচ্ছে।

আত্রেয়ী নদীর তীরে আঁশ শুকাচ্ছেন মৎস্যজীবী। - সংবাদচিত্র

রবিবার নদীর পাশে শুকোতে দেওয়া মাছের আঁশের যত্ন করতে দেখা গেল মৎস্যজীবী উত্তম সরকারকে। তার মতে, 'এর মাধ্যমে এক বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে পেয়েছি। এক নতুন আয়ের পথ খুলেছে।'

আত্রেয়ী নদীর মাছের স্বাদ নামকরা। নদীর বড় মাছের আঁশও মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের হদিস দিচ্ছে। বর্তমানে নদীর পাড়ের প্রায় পাঁচজন মৎস্যজীবী মাছের আঁশ শুকিয়ে বাড়তি আয় করছেন। নদীর পাশে দেখা যাচ্ছে তাঁরা মূলত রুই ও কাতলা মাছের আঁশ শুকাতে দিচ্ছেন। সারাদিন শুকানোর পরে বিকেল নাগাদ তুলে নিচ্ছেন। এভাবে প্রায় ১০ কুইন্টাল শুকনো আঁশ জমা হলে কলকাতা থেকে উদ্যোগপতিরা এসে তা সংগ্রহ করছেন। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে প্রথমে গুঁড়ো করা হয় আঁশগুলোকে। তারপর পালিশ করা হয় অথবা বিভিন্ন পাউডার লাগিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। শেষে জাহাজে করে তা পাঠানো হয় বিদেশে। সেখান থেকেই তৈরি হয় ফুড সাপ্লিমেন্ট, নেইল পেন্ট, চুমকি, আরও কত কি! ধীরে ধীরে এই কাজের প্রতি অনেকের আকর্ষণ বাড়ছে। প্রতি কুইন্টাল আঁশের দাম চার হাজার টাকা। কখনও দাম বেড়েও যায়। মৎস্যজীবী শ্যামসুন্দর সরকারের কথায়, 'এর ফলে মাছের বাজারও পরিষ্কার থাকছে, আবার আমাদের বাড়তি আয়ও হচ্ছে।'

পরিবেশকর্মী তুহিনশুভ্র মণ্ডলের নজরে প্রথমে এই বিষয়টি পড়ে। তাঁর মতে, 'মাছের আঁশে কোলাজেন রয়েছে, যা খাদ্য, ওষুধ, কসমেটিক্স শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ব্যাটারি, বৈদ্যুতিক পণ্যতেও কাজে লাগে। আঁশে থাকা হাইড্রোক্সিয়া প্যাটাইট, কাইটিন মূল্যবান উপাদান। এই আঁশ জলজ চাষের পুনর্নবীকরণ যোগ্য উপজাত পদার্থ। কর্মসংস্থানের এই উদ্যোগ দেখে অভিভূত।'

তরমুজ উৎসবের আয়োজন মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : গ্রীষ্মে আম উৎসব, বর্ষায় ইলিশ উৎসব থেকে শুরু করে শীতকালে খাদ্য উৎসবের কথা অহরহ শোনা যায়। কিন্তু এবারে মেখলিগঞ্জ এক অভিনব তরমুজ উৎসবের সাক্ষী থাকল। রবিবার রাজ্যের দীর্ঘতম জয়ী সেতুর পাশের ছটপুজোর ঘাটে এই তরমুজ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডলের উদ্যোগে এই প্রথম এমন উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হল। মহকুমা প্রশাসন ও পুরসভা যৌথভাবে ওই উৎসব পরিচালনা করেছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা নদীর চরে প্রতি বছর উৎপাদিত তরমুজ স্থানীয় বাজারে বিক্রির পাশাপাশি অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়। মেখলিগঞ্জের তরমুজ চাষকে জনপ্রিয় করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনু এদিন বললেন, 'তরমুজের প্রচার, চাষিদের ভালো দাম পাওয়ার বিষয়, সেইসঙ্গে তরমুজের বিভিন্নরকম উপকারিতা নিয়ে যাতে মানুষ জানতে পারেন সেজন্যই তরমুজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উদ্যোগ এবারই প্রথম। সকলের সহযোগিতা পেলে আগামীদিনে আরও বড় করে উৎসবের আয়োজন হবে।'

এদিন মেখলিগঞ্জ পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা তরমুজের টুকরো সহ তরমুজের রস বিনামূল্যে উপস্থিত ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেন। জয়ী সেতুতে বেড়াতে আসা মানুষও উৎসবে যোগ দেন। এমনকি ময়নাগুড়ির শিল্পী এসে সুন্দর সংগীত অনুষ্ঠানও করেছেন। প্রশাসনের

তিস্তার ধারে তরমুজ উৎসব। রবিবার।

তরফে তরমুজ খাওয়ার উপকারিতা, কৃষকরা কীভাবে আরও উন্নত উপায়ে তরমুজ উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি বিষয়গুলি ফ্লেক্স-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক এলাকাবাসী মৈনাক সরকার বলেন, 'এলাকার তরমুজকে রাজ্যের দরবারে তুলে ধরার জন্য এতদিন তেমন কোনও পদক্ষেপ হয়নি। তরমুজ উৎসব এক অভিনব চিন্তা। তিস্তা নদী ও জয়ী সেতুর সৌন্দর্যের সঙ্গে তরমুজ খাওয়া ও গান শোনার আনন্দ নিলাম।'

আরেক বাসিন্দা তমা ভট্টাচার্যের কথায়, 'তরমুজ উৎসবে এসে ভীষণ ভালো লেগেছে। তবে এই উৎসবের প্রচার আরও বেশি হলে মেখলিগঞ্জের পাশাপাশি হলদিবাড়ির মানুষও উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারতেন।' তাঁর কথায় প্রায় একমত এলাকার তরমুজ বিক্রেতারাও। এক বিক্রেতা জাবেদ আলির বক্তব্য, 'তরমুজ উৎসবের আরও প্রচার হলে প্রচুর মানুষ আসতে পারতেন।' এদিনের তরমুজ উৎসবে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার, মেখলিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সঞ্জীব ঘোষ, এসডিআইসিও প্রজ্ঞা সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

যাতায়াত বন্ধে পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে বাইক-টোটো চলাচল

তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে চরম বিশৃঙ্খলা

অনুপ সাহা ও রামপ্রসাদ মোদক

ওদলাবাড়ি ও রাজগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : প্রশাসনিক ঘোষণা মতোই সংস্কারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে সমস্তরকম যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হল রবিবার। এদিন দুপুরে সেতুর সংস্কারের সূচনার পর সেতু দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু, হঠাৎ রাস্তা বন্ধে যাতায়াতকারীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বচসা বেধে যায় তাঁদের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শেষে পুলিশ বাইক এবং টোটো যেতে দিতে বাধ্য হয়।

রাজগঞ্জের দিক থেকে ক্রান্তির দিকে যাওয়ার এই রাস্তা বন্ধে প্রচুর মানুষ এদিন সমস্যায় পড়েন। ভুক্তভোগীদের বক্তব্য, সকালে তাঁরা যখন যান তখন পুলিশ আটকায়নি। ফেরার পথে দেখেন পুলিশ রাস্তা আটকে দিয়েছে। কুরান চাঁদমারির গুল মহম্মদ বলেন, 'আমার আত্মীয় শিলিগুড়িতে বেসরকারি

তিস্তা ব্যারেজ সেতু সংস্কারের কাজ শুরু হতেই বন্ধ যানবাহন চলাচল।

হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, তাকে দেখতে গিয়েছিলাম সকালে। ফেরার পথে দেখি এই অবস্থা।' চালতলার সুবর্ণচন্দ্র দাস বলেন, 'যাওয়ার বেলা পুলিশ আমাদের আটকায়নি। ফেরার পথে এখন এখানে কয়েক ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি।' সেখানে কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, প্রচুর মানুষ উত্তেজিত অবস্থায় রয়েছেন, যেতে না দিলে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে তাই কিছুক্ষণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এদিন দুপুরে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ, মাল ও রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দুই সভাপতি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দেবাশিস মৌলিক প্রমুখের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতু সংস্কার শুরু

> ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।
>
> **-মহুয়া গোপ**
> জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ

হয়। সেতুর মাঝে মঞ্চ বেঁধে কাজ শুরুর আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই সেতুর দু'ধারে ব্যারিকেড করে যানবাহন চলাচল আটকে দেওয়া হয়। যদিও এদিন সেতুর ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করে না দিয়ে একদিক খোলা রেখে সংস্কারের কাজ করার দাবি জানিয়েছেন অনেকেই। দীর্ঘ সময় ধরে সেতুর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে আটকে থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়েছে অনেককে। তপন বাইন নামে গজলডোবার এক দুধ বিক্রেতা বলেন, 'প্রতিদিন সকালে সেতু পেরিয়ে টোটোয় চেপে দুধ নিয়ে শিলিগুড়ি যাই। যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলে দুধ বিক্রি করব কোথায়?' একই অবস্থা অনিল রায়, সুনীল সরকারের মতো কৃষকদেরও।

গজলডোবার বাসিন্দা চিন্ময় বিশ্বাস বলেন, 'টাকিমারি, মিলনপল্লির বহু ছেলেমেয়ে গজলডোবা উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পড়াশোনা করে। তাদের বেশিরভাগই বাস, টোটো, সাইকেলে চড়ে স্কুলে আসে। সেতুর একপাশে পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে এক কিমি সেতু পেরিয়ে আবার গাড়িতে চেপে স্কুলে পৌঁছাতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা হবে।' তিস্তা ব্যারেজ সেতুতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগী, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই যে সমস্যায় পড়বেন তা একপ্রকার নিশ্চিত।

এদিকে সাধারণ মানুষ যে সত্যিই সমস্যায় পড়েছেন তা স্বীকার করেছেন মহুয়া গোপ। এদিন অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেন, 'ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে এই সেতুর ওপর দিয়ে ৬ টনের বেশি ভারী যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। আজ থেকে আবার সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ। চার মাসের মতো লাগবে কাজ শেষ হতে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুটির ভালোমতো সংস্কার হোক এটাই কাম্য।'

যদিও তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এক পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'দীর্ঘ কয়েক দশক তিস্তা ব্যারেজ সেতুর সংস্কার হয়নি। দুর্ঘটনা এড়াতেই সেতুর সংস্কার জরুরি। আগামী ১৪০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলা হবে।'

বিড়ি বাঁধতে না জানলে পাত্র জুটবে না

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : 'ও মা, একটু হেঁটে দেখাও তো।' আগেকার দিনে পাত্রী দেখতে গিয়ে কমবেশি সব মেয়েই এমন পরিস্থিতিতে পরেছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে তাঁদের চুল, চালচলন। এছাড়া রান্না জানে কি না, চাকরি করে কি না, ইত্যাদিও জিজ্ঞাস করা হয়।

তবে, কখনও শুনেছেন, হবু পাত্রীকে কেউ জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি বিড়ি বাঁধতে জানো'?

শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। এই চিত্র উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার আলতাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর সহ একাধিক গ্রামের। যেখানে মেয়েদের বিড়ি বাঁধার কাজটাই স্থানীয় সমাজে মর্যাদাব্যঞ্জক। এমনকি এই কাজটা না জানলে জোটে না বিয়ের জন্য ভালো পাত্রও!

এক বিড়ি শ্রমিক সাবানা খাতুনের কথায়, 'আগে যখন স্কুলে যেতাম, বাবা-মা গোমড়া মুখে বসে থাকতেন। এখন তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছি। কারণ, এখন আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। মা বলেছেন, করণদিঘি থানার আলতাপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলাসপুর গ্রামের এক গ্যারেজ মালিকের সঙ্গে তোর নিকাহর পাকা কথা চলছে। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। বাধ্য হয়ে পেটের ভাত জোটাতে কাজ শিখতে হয়েছে।'

তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মুর্শিদাবাদের এইসব গ্রামে মেয়েদের পড়াশোনার চাইতে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বিড়ি বাঁধার কাজকে। যে যত বেশি বিড়ি বাঁধবে, তার তত ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবে।

এর উলটো ছবিটাও আছে। স্নাতক হয়েও বিড়ি বাঁধার কাজ না শেখায় বিয়ে হচ্ছে না বছর তিরিশের শাকিলা পারভিনের। তিনি এখন বিহারের কিশনগঞ্জে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তিনি

> আমি পড়াশোনা বন্ধ করে বিড়ি বাঁধার কাজ শিখেছি। বিড়ি বাঁধা না শেখার জন্য আমায় এতদিন কেউ বিয়ে করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আমি সংসারের সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে গিয়েছিলাম।
>
> **সাবানা খাতুন** *বিড়ি শ্রমিক*

বলেন, 'আমি শিক্ষা জগতের সঙ্গেই থাকতে চাই। তবে কিছুদিন বাধ্য হয়ে আমাকেও বিড়ি বাঁধতে হয়েছিল।'

গ্রামের এক বয়স্ক বিড়ি শ্রমিক রাশেদা বেগম বলেন, 'এখানকার মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি বিড়ি বাঁধার কাজ শিখে ফেলবে তত মঙ্গল।'

তবে বিড়ি শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে অসন্তোষও। এক হাজার বিড়ি বেঁধে কারও রোজগার ১৭০ টাকা আবার কেউ ২০০ টাকা পান। যেখানে মুর্শিদাবাদের বিড়ি শ্রমিকরা হাজার বিড়ি বাঁধলে প্রায় ২৫০ টাকা পান। এই বৈষম্য দূর করার দাবি তাঁদের।

শনিবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল শিশুদের কোলে নিয়ে মায়েরা বিড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। করণদিঘি ব্লকের বিলাসপুর সহ তিন-চারটি গ্রামের একই ছবি। সহজপাঠ বা অঙ্ক বই নয়, তামাক আর কেন্দুপাতার ডালা নিয়ে দক্ষ বিড়ি শ্রমিক হওয়ার অনুশীলনে মগ্ন গ্রামের খুদেরা।

কিন্তু এভাবে ছোট বয়স থেকে বিড়ির সংস্পর্শে আসলে ক্ষতিও তো হতে পারে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, 'ফুসফুসের একাধিক সমস্যা হতে পারে, রক্তনালীর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও প্রতিদিন তামাকের ঘ্রাণ এর জন্য খাদ্যতন্ত্রের অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও বিড়িতে আসক্তিও তৈরি হতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পালের বক্তব্য, 'করণদিঘি ব্লকের মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে একাধিক প্রকল্পের কাজ করার চেষ্টা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করেছেন। বিড়ি বাঁধতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।'

তবে আপাতত উত্তর দিনাজপুরের প্রত্যন্ত এইসব অঞ্চলে তামাকের উগ্রতা আর কেন্দুপাতার যুগলবন্দিই ভবিতব্য। এর মাঝে নারীর পড়াশোনার অধিকার, সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকা প্রতিদিন একটু একটু করে বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বাতাসে।

গবেষণার জন্য সুইডেনে সুযোগ তরুণের

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : গুগল বলছে, কোচবিহার থেকে সুইডেনের দূরত্ব ৬৪৩৩ কিলোমিটার। কিন্তু কোচবিহার-২ ব্লকের রাজারহাটের বাসিন্দা ডঃ দ্বীপ চন্দ সেই দূরত্ব পাড়ি দেবেন। তিনি সুইডেনের উমিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপের সুযোগ পেয়েছেন। সেখানে কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সম্পর্কিত গবেষণায় যোগ দেবেন। আগামী ৬

মে তিনি সুইডেনের উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত দ্বীপ। ২০১০ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। এরপর এবিএন শীল কলেজ থেকে জুলজিতে অনার্স এবং পরবর্তীতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। তারপর সর্বভারতীয় সিএসআইআরের (নেট) পরীক্ষায় ৬৪ র‍্যাংক করে জুনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসেবে এনআইটি দুর্গাপুর থেকে বায়োটেকনলজি বিভাগে মাইক্রোবায়োম ও ওবেসিটি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেন। ২০২৪ সালে তাঁর গবেষণাপত্র গাট-মাইক্রোপস জার্নালে প্রকাশিত হয়। তারপর এবার একেবারে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ তাঁর মুকুটে নতুন পালক যোগ করল।

তাঁর বাবা দুলাল চন্দ পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। দাদা অঙ্কুশ চন্দ ভেলোর ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজিতে অঙ্কের অধ্যাপক। ছেলের সাফল্যের খুশিতে বাবা-মায়ের চোখে জল। এদিন বাড়িতে বসেই দুলাল বলেন, 'বড় ছেলে বাইরে থাকে। এবার ছোট ছেলেও বিদেশে যাচ্ছে। গর্বে বুক ভরে গেলেও ওদের জন্য চিন্তা হয়।'

২০২০ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মলিকিউলার ইনফেকশন মেডিসিন বিভাগ থেকে ডঃ ইমান্যুয়েল শার্পেনন্টেয়ার 'ক্রিসপার- ক্যাস ৯' সম্পর্কিত আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই এবার উচ্চতর গবেষণায় যাচ্ছেন কোচবিহারের এই তরুণ।

আজ টিভিতে

উইয়ার্ড ওয়ান্ডার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড
রাত ৮.০৮ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ রূপবান কন্যা, ১০.০০ চন্দ্রমল্লিকা, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, সন্ধে ৭.১৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ যুদ্ধ, ১.০০ গেট টুগেদার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অগ্নি, বিকেল ৪.৪৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.৪০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ বদনাম, বিকেল ৫.০০ একাই একশো, রাত ১০.০০ শতরূপা, ১২.৩০ প্রেম আমার-টু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সুদ আসল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওগো বিদেশিনী

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২২ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৪ সিধু দ্য ওয়ারিয়র, সন্ধে ৬.০৩ সর্দার গব্বর সিং, রাত ৮.৩০ মার্কেট রাজ এমবিবিএস, ১১.৩০ রাজা সাহেব কা কমরা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.১৮ স্যামি-টু, দুপুর ২.০৯ হিম্মতওর, বিকেল ৫.০৫ পুলিশ পাওয়ার, রাত ৮.০০ বিজয়-দ্য মাস্টার, ১১.২০ কমান্ডো-টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.২২ ছত্রিওয়ালি, বিকেল ৩.২১

শ্রীমান ভূতনাথ
বিকেল ৪.৪৫ জলসা মুভিজ

সর্দার গব্বর সিং
সন্ধে ৬.০৩ জি সিনেমা এইচডি

আই, রোবট
বিকেল ৪.৫০ মুভিজ নাউ

শুভ মঙ্গল সাবধান, ৫.০৪ এনএইচ ১০, সন্ধে ৬.৫৮ খালি পিলি, রাত ৯.০০ তমাশা, ১১.২৩ দোনো

রমেডি নাউ : সকাল ১০.৫১ ফার্স্ট ডটার, দুপুর ২.২০ বুকস্মার্ট, বিকেল ৫.৩৫ ম্যাক্স, রাত ১০.৩৪ ডেট মুভি, ১১.৪৯ মিউন

তমাশা রাত ৯.০০ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

৩০ বছরে একগুচ্ছ উদ্যোগ রুবির

নিউজ ব্যুরো

২৭ এপ্রিল : গত ২৫ এপ্রিল রুবি জেনারেল হসপিটাল তার ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যারমধ্যে রয়েছে- মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিনামূল্যে মানসিক সুস্থতা ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে, যেখানে রুবি ২৪X৭ অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা যাবে। এছাড়া ৩০ বছরকে স্মরণীয় রাখতে আদ্যাপীঠ আশ্রমের ৮৫০ জন অনাথ এবং অসহায় শিশুর সমস্তরকম চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে রুবির তত্ত্বাবধানে। সেইসঙ্গে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সঙ্গে মিলে ক্যানসার শনাক্তকরণ, নির্ণয় এবং প্রতিরোধের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করবে।

এছাড়াও রুবি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডায়াবিটিস শনাক্তকরণে ৩০০০০ প্রতিরোধমূলক পরীক্ষা চালানোর। ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির তরফে সিস্টার মিচেল, দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠের বিবেক মহারাজ এবং মিসেস রুবি দত্ত। তাঁরা ভারিয়ান ট্রুবিম লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর মেশিনেন ৩.০ সংস্করণ উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠান থেকেই জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রুবি কলকাতায় প্রথম ডিজিটাল পেট স্ক্যান চালু করবে, যেখানে ৩০ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটে পেট স্ক্যান হবে।

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

বিক্রয়

কোচবিহার R. R. N. রোড সংলগ্ন 3.5 কাঠা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রি হবে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ - 94346-13312. (C/115903)

●

বিক্রয় 1000 Sq.Ft. ফ্ল্যাট, শিলিগুড়ির রাজীব মোড়ে। কেবলমাত্র ক্রেতারাই ফোন করবেন (M) : 96099-70044. (C/116083)

অ্যাফিডেভিট

আমি দীপশিখা দাশগুপ্ত চক্রবর্তী 24-04-25 তারিখে APO E.M. কোর্টে দীপশিখা দাশগুপ্ত হইলাম। (U/D)

●

আমার আধার কার্ড নং. 589183272461, পাসপোর্ট নং. B7637293 এবং প্যান কার্ড নং. AXRPA176-7A DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA), DALIA CHAKRABORTY ACHARYA আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। গত 24.4.25, সদর কোচবিহার, J.M. 2nd Court (ফর্ম নং. 94AB 161860) অ্যাফিডেভিট বলে DALIA CHAKRABORTY, DALIA CHAKRABORTY (ACHARYA) এবং DALIA CHAKRABORTY ACHARYA এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে সর্বত্র এবং তথ্যাদিতে আমি DALIA CHAKRABORTY হিসেবে পরিচিত হব। 194 চিত্রকরপাড়া, ওয়ার্ড নং. 14, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/115904)

কিডনি চাই

কিডনি চাই B+, পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক ও ID Proof সহ যোগাযোগ করুন। (M) : 80161-40555. (C/116233)

কর্মখালি

সোনার দোকানের জন্য Sales Girls এবং Sales Boy প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ- 9832046176

●

জলপাইগুড়িতে ঔষধের দোকানে কাজ জানা স্থানীয় কর্মচারী চাই। যোগাযোগ (M) 90022-48132. (C/115830)

●

শিলিগুড়ি সুকান্তনগরে স্কুল দেখাশোনা করার জন্য লোক চাই এবং প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই। (M) 70016-48258. (C/116085)

●

সিকিমের গ্যাংটকে হোটেল ও FMCG ডিস্ট্রিবিউশন কোং-এর জন্য ফ্রেশারদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করছি। কোম্পানির সুবিধা এবং বাসস্থান প্রদান। (M) :- 94341-17292. (C/116083)

●

শপিং মল-এর জন্য গার্ড লাগবে, ডাইরেক্ট জয়েন। শিলিগুড়ি সেভক রোড, 8th পাশ, বয়স 20-45। বেতন - হাতে 10,800/-. 99331-19446. (C/116228)

●

PGTs required for SCG English Academy, Mathabhanga. Sub-Hindi, Chemistry, Biology, Math. Date of interview-30/04/25 at 11 AM. (M) 9474380440, 7027420995(116086)

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদ হতে পারে। নতুন সম্পর্ক নিয়ে সমস্যায়। **বৃষ :** শিক্ষাক্ষেত্রে সামান্য বাধা আসতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। **মিথুন :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের সাফল্যে আনন্দ। কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা। **কর্কট :** দীর্ঘদিনের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। **কন্যা :** সৎ কোনও বন্ধুর পরামর্শে লাভবান হবেন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। **তুলা :** পরিবারের দিক থেকে সামান্য সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষায় সাফল্য। **বৃশ্চিক :** সৎ কাজে ব্যয় করে আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। **ধনু :** অন্যের উপকার করতে পেরে মানসিক শান্তি। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। **মকর :** হিসেবের বাইরে খরচ করে সমস্যায়। ছেলের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা পাকা হবে। **কুম্ভ :** বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতভেদের অবসান। কোমরের ব্যথা ভোগাবে। **মীন :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৪ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৮ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল, ২০২৫, ১৪ বহাগ, সংবৎ ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১১, অঃ ৫।৫৯। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।৪৬। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১১।১৮ আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪৩। কিন্তুঘ্নকরণ দিবা ১১।৫৯ গতে ববকরণ রাত্রি ১০।৪৬ গতে বালবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১১।১৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৫ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।৪৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ১১।১৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৬ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৭ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ২।৪৭ গতে ৪।২৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১১ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৪৫ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫০ গতে ৯।০ মধ্যে ও ১১।১১ গতে ২।৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৮ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দাদার কাঁধে চড়ে নাগাল পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা ...। *রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।*

অবৈধভাবে মজুত কেরোসিন বাজেয়াপ্ত

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ এপ্রিল : পাচারের খবর তো প্রায় রোজই পড়েন খবরের কাগজে। কী নেই সেই পাচারের তালিকায়, মাদকদ্রব্য থেকে শুরু করে গোরু পর্যন্ত সবকিছুই পিছলে যায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। একটি গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণে মজুত কেরোসিন তেল উদ্ধার হতেই পাচারের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

রবিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয় হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের বিডিও তাপস পালের নেতৃত্বে। সঙ্গে ছিলেন কুমেদপুর ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকরাও। এদিনের অভিযানে বাংলা-বিহার সীমানায় ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গোডাউন থেকে বেআইনিভাবে মজুত করে রাখা ৩০টি কেরোসিন তেলের ড্রাম বাজেয়াপ্ত করা হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে ওই গোডাউনে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। যদিও ওই গোডাউন মালিকের কোনও হদিস পায়নি পুলিশ।

সামনেই বিহারের বিধানসভা নির্বাচন। বাংলা-বিহার সীমানায় মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে একাধিকবার বেআইনিভাবে মদ, জ্বালানি তেল, সার পাচার হওয়ার অভিযোগ এসেছে। আর এইসব বেআইনি পাচার রুখতে তৎপর হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ এবং ব্লক প্রশাসন।

> আমরা অভিযান চালিয়ে আজকে ৩০ ড্রাম কেরোসিন তেল বাজেয়াপ্ত করেছি। আমাদের কাছে খবর আছে, এলাকায় আরও দু-তিনটে জায়গায় এভাবে তেল মজুত করা হচ্ছে। তেলের মধ্যে রং মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।
>
> **তাপস পাল**
> বিডিও, হরিশ্চন্দ্রপুর-২

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লক প্রশাসনের কাছে গোপনে খবর আসে ইসলামপুর অঞ্চলে বাংলা-বিহার রাজ্য সড়কের পাশে বাঁধ রোডে একটি জায়গায় বেআইনিভাবে কেরোসিন তেল মজুত করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে, প্রশাসনের চক্ষু চড়কগাছ। ব্লক প্রশাসনের দাবি, 'এত তেল কোনও রেশন ডিলারের কাছেও মজুত থাকে না।' কীভাবে বা কার অনুমোদনে এত তেল এখানে এল সেব্যাপারে তদন্ত করবে ব্লক প্রশাসন।

বিডিও তাপস পাল বলেন, 'আমরা অভিযান চালিয়ে আজকে ৩০ ড্রাম কেরোসিন তেল বাজেয়াপ্ত করেছি। আমাদের কাছে খবর আছে, এলাকায় আরো দু'তিনটে জায়গায় এভাবে তেল মজুত করা হচ্ছে। তেলের মধ্যে রং মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। গত বছর থেকে এই এলাকায় বেশ কয়েকবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বেআইনিভাবে দাহ্য পদার্থ মজুতের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাগুলো সামনে আসছে।' সূত্রের খবর, ওই তেল পাচারের জন্য মজুত করা হয়েছিল।

এপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ নম্বর ব্লকের ফুড সাপ্লাই ইনস্পেকটর হীরক ঘোষ জানান, বিষয়টি তিনি জেলায় জানাবেন।

মহকুমা খাদ্য নিয়ামক আধিকারিক মোহাম্মদ বতিপুর জামাল বলেন, 'বিষয়টি শুনেছি। অবিলম্বে তদন্ত করব। এত তেল বেআইনিভাবে কীভাবে মজুত হল তা খতিয়ে দেখা হবে।'

অবশেষে দুই নাবালিকা উদ্ধার

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : হরিয়ানা থেকে দুই নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গঙ্গারামপুরে। আনুমানিক ৯ এবং ১১ বছর বয়সি দুই বোন গঙ্গারামপুর থানার দোমুঠা এলাকায় দাদুর বাড়িতে থাকত। বাবা-মা ভিনরাজ্যে কর্মরত। প্রতিদিনের মতো শুক্রবার দুই নাবালিকা বাড়ি থেকে বের হয়। তারপর আর তারা বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও তাদের খুঁজে পায়নি। শনিবার রাতে নাবালিকাদের দাদুর বাড়ির লোকজন গঙ্গারামপুর থানার দ্বারস্থ হন। এরপর পুলিশ তদন্তে নেমে হরিয়ানায় দুই নাবালিকার খোঁজ পায়। হরিয়ানা থেকে তাদের নিয়ে আসার তৎপরতা শুরু করেছে। ওই দুই নাবালিকা কি তাদের বাবা মায়ের কাছে যাচ্ছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে, সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রমিকের দেহ ফিরল গ্রামে

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ এপ্রিল : দিল্লিতে বহুতল নির্মাণের কাজে গিয়ে গত সপ্তাহে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার রশিদাবাদ পঞ্চায়েতের পরিযায়ী শ্রমিক তরুণ রবিদাসের (২৫)। শনিবার রাতে মৃত পরিযায়ীর কফিনবন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছায়। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের রশিদাবাদ পঞ্চায়েতের পেমা গ্রামের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাজ করার সময় গত বুধবার রাতে দিল্লিতে বহুতল থেকে পড়ে যান তরুণ। সেখানকার হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে তিনি মারা যান। ময়নাতদন্তের পর শনিবার অ্যাম্বুল্যান্সে করে কফিনবন্দি দেহ গ্রামে পৌঁছায়। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার সহ গোটা গ্রাম। স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য রবিউল ইসলাম পরিবারটি যাতে সরকারি সাহায্য পায় সেই বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন।

ধসে বন্দি তৃণমূল নেত্রী

কুশমণ্ডি, ২৭ এপ্রিল : ছেলে, ছেলের বউ ও তার ভাই এবং বেয়ানকে নিয়ে সিকিম বেড়াতে গিয়ে পাহাড় ধসে এখন মিলিটারির সাহায্য নিয়ে হোটেলে বন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছেন মহিলা তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা মিঠু জোয়ারদার।

টেলিফোনে মিঠু জোয়ারদার জানান, 'বৃহস্পতিবার তখন দুপুর গড়িয়েছে। সিকিমের লাচেন থেকে লাছমি যাবার পথে পাহাড়ে ধসের খবর আসায় আবার লাচেন ফিরে আসি। তিনদিন ধরে হোটেলে বন্দি অবস্থায় কাটাচ্ছি। ছয়শো পর্যটক লাচেনে আটকে আছেন। আজ সকালে মিলিটারিরা আটকে পরা পর্যটকদের ছাতেন বেসক্যাম্পে নিয়ে যায়। নতুন রাস্তা দিয়ে পর্যটকদের নীচে নামানো হয়েছে।'

আত্রেয়ীকে দূষণমুক্ত করতে মডেল প্রকল্প

পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : 'আত্রেয়ীর তো আর ভোটাধিকার নেই, তাই তার দুর্দশায় কারও কিছুই এসে যায় না' এই বলে জেলার পরিবেশবিদরা আক্ষেপ করেন। কিন্তু এইবার হয়তো সেদিন শেষ হতে চলেছে। নদীকে দূষণমুক্ত রাখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির অভিনব উদ্যোগ। পতিরাম কাছাড়িপাড়ায় শুরু হয়েছে একটি আধুনিক বর্জ্য জল পরিশোধন প্রকল্প, যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যানারোবিক বাফল্ড রিঅ্যাক্টর (এবিআর) প্রযুক্তি। ভারতের গ্রামীণ পরিচ্ছন্নতা মিশন (এসবিএম-জি) প্রকল্পের অধীনে প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পটি জেলার মধ্যে প্রথম মডেল প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

ওই প্রকল্পের মাধ্যমে পতিরাম ও আশপাশের এলাকার ড্রেনের নোংরা জল, প্লাস্টিক ও অন্যান্য কঠিন বর্জ্য এবিআর সিস্টেমের সাতটি পৃথক চেম্বারের মধ্য দিয়ে পরিশোধিত হয়ে আত্রেয়ী নদীতে প্রবাহিত হবে। প্রায় ত্রিশ মিটার দীর্ঘ এবং তিন মিটার গভীর এই প্ল্যান্টে প্রতিটি চেম্বার একাধিক স্তরে জলকে

ফিল্টার করবে। ফলে প্লাস্টিক সহ নোংরা আবর্জনার বড় কণাগুলি ধাপে ধাপে আটকে যাবে এবং শেষপর্যন্ত অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জল নদীতে গিয়ে পৌঁছাবে।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার বলেন, 'নদীকে পরিষ্কার রাখতেই গ্রে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের অধীনে এই কাজ করা হয়েছে। এটি আমাদের জেলার জন্য একটি মডেল প্রকল্প।'

বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা-র বক্তব্য, 'ড্রেনের অপরিশোধিত জল পরিশোধন করে নদীতে ফেরানোর লক্ষ্যে এবিআর প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুব শীঘ্রই পতিরাম সহ আরও একটি জায়গায় এইরকম আরও দুটি প্রকল্প করা হবে। আত্রেয়ীকে পরিষ্কার রাখতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।'

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পতিরাম প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের পর আরেকটি এবং ডাঙ্গা পঞ্চায়েতে একটি এই মোট দুটি জায়গায় একইরকমের প্রকল্প শুরু হবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে আত্রেয়ী নদীর দূষণ রোধ করা সহজ হবে এবং এলাকার পরিবেশের উন্নতিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। খুব শীঘ্রই পতিরাম প্রকল্পের উদ্বোধন করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিধবা দিনমজুরের বাড়ি পুড়ে ছাই, জখম ১

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ এপ্রিল : শনিবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক বিধবা দিনমজুরের গোটা বাড়ি। ঘটনার জেরে কার্যত পরিবার নিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই হয়েছে ওই বিধবা দিনমজুরের। ক্ষতিগ্রস্ত বিধবার নাম রুবেদা বেওয়া। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রুবেদার নাতি তাঞ্জারুল হক আংশিক পুড়ে আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত বারোটা নাগাদ ইসলামপুর পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা দিনমজুর বৃদ্ধা রুবেদার বাড়িতে আগুন লেগে যায়। বাতাসের জেরে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির লোকজনের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে গ্রামবাসী ছুটে এসে আগুন নেভাতে তৎপর হন। ঘণ্টা দুয়েকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলে দেখা যায় ওই বৃদ্ধার পুরো বাড়ি ছাই হয়ে গিয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত রুবেদা বলেন, 'আমি, আমার নাতি এবং পরিবারকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ করে বাড়ির চালে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন গোটা বাড়িকে গ্রাস করে নেয়। আমাদের চিৎকারে পাড়ার লোক ছুটে এসে আগুন নেভাতে তৎপর হয়। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার নাতি ঘর থেকে জিনিসপত্র বের করতে গিয়ে ওর পা পুড়ে গিয়েছে। এখন আমাদের পরনের কাপড়টুকু ছাড়া আর কিছু নেই।'

আগুন নেভানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে। - সংবাদচিত্র

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মাসুদ আলম বলেন, 'চাঁদপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকায় রাস্তা খারাপ থাকার জন্য দমকল ঢুকতে পারে না। এই রাস্তার জন্য আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি, কিন্তু প্রশাসন কোনও কর্ণপাত করছে না। এরপরে বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে গোটা গ্রাম ছাই হয়ে যাবে। ওই পরিবার অত্যন্ত দরিদ্র। এখন ওরা সহায়সম্বলহীন হয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে। সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা তাঁরা পাবেন।'

ফাঁসে মৃত্যু তরুণের

পুরাতন মালদা, ২৭ এপ্রিল : পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর পঞ্চায়েতের বাজারপাড়া কালীবাগান এলাকায় রবিবার এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম সঞ্জীব চৌধুরী (২৬)। স্থানীয় একটি ফাস্টফুডের দোকানে তিনি কাজ করতেন। প্রতিবেশীদের দাবি, প্রায় সাত মাস আগে সঞ্জীবের বিয়ে হয়েছিল। পারিবারিক কলহের জেরেই তরুণ আত্মহত্যা করে থাকতে পারে। মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার রাতে সঞ্জীব বাড়িতে একাই ছিলেন। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে বাড়ির ছাদে ফোনে কথা বলতে দেখা যায়। এরপরই রবিবার সকালে শোয়ার ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

২৩০টি জাল নোট আটক

রানিনগর, ২৭ এপ্রিল : বাড়ির মধ্যে গোপন আস্তানা বানিয়ে সেখান থেকে জাল টাকা পাচার করার আগেই বিপুল পরিমাণ জাল নোট সহ পুলিশের জালে গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী। ঘটনায় এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের বাংলাদেশ ঘেঁষা সীমান্ত এলাকা রানিনগর এলাকায়। ধৃতের নাম আউয়াল শেখ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রানিনগর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে রানিনগরের কাতলামারি মাস্টারপাড়ায় আউয়ালের বাড়ি ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায়। ওই অভিযান চলাকালীন বাড়ির ভিতরের গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে সাজানো জাল নোট উদ্ধার হয়। ধৃতের বাড়ি থেকে থেকে ৫০০ টাকার মোট ২৩০টি ভারতীয় জাল টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। ওই টাকার পরিমাণ ১ লক্ষ ১৫ হাজার। তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কারবারিকে সাতদিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে বহরমপুর আদালতে তোলা হবে।

বাগানে ঝুলন্ত দেহের হদিস

নবগ্রাম, ২৭ এপ্রিল : আদিবাসী এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এদিন চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের নবগ্রামের নারায়ণপুর এলাকায়। মৃতের নাম রুবেন সোরেন(২৪)। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে রুবেনের কয়েকদিন থেকে মনোমালিন্য চলছিল। শুক্রবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরনোর পর রাতে আর ফেরেননি। তাঁর পরেই এই কাণ্ড ঘটে। সকালে এলাকার কয়েকজন মানুষ ওই তরুণকে স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলের পিছনে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেন। পুলিশ খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নবগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফুলহরে ডিঙি উলটে নিখোঁজ

রতুয়া, ২৭ এপ্রিল : জমিতে ভুট্টা কাটতে যাবেন বলে রবিবার ছোট্ট টিনের ডিঙি করে ফুলহর পার হচ্ছিলেন তিনজন। মাঝ নদীতে আচমকা ডিঙি উলটে যায়। দু'জন কোনওরকমে সাঁতরে পাড়ে চলে আসেন। একজনের খোঁজ নেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রতুয়া থানার পুলিশ, বিপর্যয়ে মোকাবিলা বাহিনী। খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজকে এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ডিঙি উলটে নিখোঁজ হয়েছেন সাবেদ আলি (৫২)। বাড়ি বিলাইমারি পঞ্চায়েতের রুহিমারি গ্রামে। এদিন সকালে ভাই সাবের আলি ও জামাই আবদুল খালেককে নিয়ে ভুট্টা কাটতে ছোট্ট টিনের ডিঙি করে ফুলহর নদী পার হয়ে চাঁদপুর যাচ্ছিলেন। স্রোতে টাল সামলাতে না পেরে ডিঙি উলটে যায়। ভাই সাবের ও জামাই খালেক কোনওরকম সাঁতরে পাড়ে চলে আসেন। সাঁতার না জানায় মাঝ নদীতে তলিয়ে যান সাবেদ। এখনও পর্যন্ত সাবেদ আলির খোঁজ মেলেনি।

ট্রেনে কাটা পড়ে পরিযায়ীর মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৭ এপ্রিল : কাজের জন্য ভিনরাজ্যে যাবেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন এক তরুণ পরিযায়ী। ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হল। মৃতের নাম সন্তোষ পাশওয়ান (২৫)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের তালসুর গ্রামে। ভিনরাজ্যে যাবেন বলে সন্তোষ শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে ট্রেন ধরার কথা ছিল। গতকাল রাত আটটা নাগাদ কাটিহার যাবেন বলে লোকাল ট্রেনে ওঠেন সন্তোষ। ট্রেনে বেশ ভিড় ছিল। ট্রেন চলতে শুরু করলে পা ফসকে পড়ে যান। ট্রেনের চাকায় কাটা যায় পা। স্থানীয় যাত্রীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি জিআরপিকে খবর দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় সন্তোষ পাশওয়ানকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ওই ট্রেনে ছিলেন সাদিকুল আলম। তিনি বলেন, 'মালদা-কাটিহার প্যাসেঞ্জারে ওঠার সময় ওর পা ফসকে যায়। রেলে কাটা পড়ে পা। অত্যধিক রক্তক্ষরণের জন্য তরুণের মৃত্যু হয়েছে।'

তরুণ পরিযায়ীর মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছেন স্থানীয় শিক্ষক রফিকুল আলম। খারাপ লাগছে এলাকায় কর্মসংস্থান না থাকায় ফলে কিশোর, থেকে তরুণ, বৃদ্ধ সকলেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। ফিরছেন কফিনে। রফিকুল বলেন, 'এলাকায় কাজ নেই। হাজার-হাজার কিশোর, তরুণ এমনকি বৃদ্ধরাও কাজের জন্য ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। আর সাদা চাদরে মুড়ে দেহ এলাকায় ফিরছে। অথচ স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধির কোনও হেলদোল নেই।'

স্থানীয় এক যাত্রী সাদিকুল আলম বলেন, 'ঐ লোকটি মালদা কাটিহার লোকাল প্যাসেঞ্জারে উঠতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যান। রেলে তাঁর পা কাটা যায়। অত্যধিক রক্তক্ষরণের জন্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

বধূকে বিষ খাইয়ে ধৃত শ্বশুর, ননদাই

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৭ এপ্রিল : বাপের বাড়ি থেকে টাকা না আনায় এক বধূকে কীটনাশক পান করিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর ও ননদের স্বামীকে গ্রেপ্তার করল হেমতাবাদ থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম নজরুল মহম্মদ (৬৫) এবং বেলাল হক (৩৩)। বাড়ি হেমতাবাদ ব্লকের তুরিবন এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন, খুনের চেষ্টা সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ওই বধূকে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন বাবার বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু ওই বধূ সেই টাকা নিয়ে আসতে অস্বীকার করায় তাঁকে বেধড়ক মারধর দিয়ে কীটনাশক পান করিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় হেমতাবাদ থানায় ওই বধূর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির ৭ জন সদস্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে দুই জনকে গ্রেপ্তার করে হেমতাবাদ থানার পুলিশ।

রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক ধৃতদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।'

হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামার বক্তব্য, 'অভিযোগের ভিত্তিতে দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

পুলকারচালক খুনে হেপাজতে সাত

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : পুলকারচালক ধুলেনচন্দ্র রায় খুনের ঘটনায় ৭ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার সকালে জমিতে জল দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী কয়েকজনের সঙ্গে বচসা চলাকালীন খুন হন ধুলেন। ঘটনার পর নিহতের স্ত্রী ঝর্ণা রায় কালিয়াগঞ্জ থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্তে নেমে এক মহিলা সহ মোট ৭ জনকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে। ময়নাতদন্তের পর শনিবার রাতে ধুলেনের দেহ কালিয়াগঞ্জ কলেজ সংলগ্ন বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। রবিবার গ্রামের বাড়ি হরেকৃষ্ণপুরে তাঁর দেহ সৎকার করা হয়।

রবিবার ধৃতদের রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ জনকে তিন দিনের পুলিশি হেপাজত ও বাকি ৪ জনের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে প্রমথ দাস নামে দুইজন রয়েছেন। দুই প্রমথ সহ ধৃত কমলেশ দাস, জীবন দাস ও অভিজিৎ দাসের বাড়ি কালিয়াগঞ্জের শেরগ্রামে। এছাড়াও স্বপন ভৌমিক ও পিঙ্কি দাস নামে হেমতবাদ এলাকার দুই বাসিন্দাকেও ওই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জি বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তদন্তের জন্য আদালত কমলেশ দাস, অভিজিৎ দাস ও স্বপন ভৌমিকের তিন দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।'

৩০টির অনুমতি থাকলেও কাটা হল ২০০টি

পতিরাম ফরেস্টে অবাধে বৃক্ষচ্ছেদন

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : ঝড়ে পড়ে যাওয়া এবং মারা যাওয়া মাত্র ৩০টি গাছ কাটার অনুমতির কথা থাকলেও, বাস্তবে পতিরাম ফরেস্টে দুই শতাধিক বড় কাঁচা গাছ কেটে ফেলার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, পঞ্চায়েতে বিরোধী সদস্যদের অন্ধকারে রেখে বেআইনিভাবে গাছ কাটা হয়েছে।

অবৈধভাবে গাছ কাটার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে বালুরঘাট ফরেস্ট রেঞ্জারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করল পতিরামের বিজেপি নেতৃত্ব। লিখিত অভিযোগে পঞ্চায়েতের দুইজন ক্যাজুয়াল কর্মী শুভদীপ দাস এবং প্রদীপ মজুমদারের নাম দিয়ে গাছ চুরিতে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতা থেকে বিজেপি বিধায়ক বুধরাই টুডু ফোনে জানিয়েছেন, তিনি ফিরে এসে এই বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবেন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবেন।

পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ ঘোষ এই মুহূর্তে বিহারে রয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি বাইরে আছি, গিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।'

বিজেপি নেতাদের দাবি, কাটা পড়া গাছগুলির মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকারও বেশি। তিনদিন ধরে চলা এই কার্যক্রমে, গাছ কাটার পর গুঁড়ির অবশিষ্টাংশ পাতা, বালি ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে যাতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি বুঝতে না পারে। আরও গুরুতর অভিযোগ, গাছ কাটা কাজে যুক্ত ব্যক্তি শুভদীপ দাস পতিরাম পঞ্চায়েতের ক্যাজুয়াল স্টাফ, যা অনৈতিক আঁতাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এনিয়ে স্পষ্ট অভিযোগ বিজেপির। তবে অভিযুক্ত স্টাফ বিজেপির দাবি অস্বীকার করেছেন।

বিজেপি নেতা বিশ্বনাথ সাহা, জ্যোতিষ বর্মন, ছোটন চক্রবর্তী, রাজ্জাক মণ্ডলরা জানান, 'দুই শতাধিক বড় গাছ কাটা হয়েছে। এটি উন্নয়নের নমুনা নয়, দুর্নীতির স্পষ্ট প্রমাণ।'

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য নমিতা রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, '৩০টি মরা এবং পড়ে যাওয়া গাছ কাটার বিষয়ে পঞ্চায়েতে কোনও রেজোলিউশন হলেও, বিরোধী সদস্যদের কিছু জানানো হয়নি।'

প্রাক্তন সিপিএম প্রধান নরেন পাহান বলেন, 'একসময় নদীর পাড় বেঁধে এই ফরেস্ট আমরা তৈরি করেছিলাম। দিল্লির পঞ্চায়েত রাজ সম্মেলনে ডাক পেয়েছিলাম। এই ফরেস্ট নিয়ে রাজ্য তথা দেশে সুনাম এসেছিল। এতগুলো গাছ কেটে ফেলার খবরে মর্মাহত হয়েছি।'

এদিকে, ফরেস্ট রেঞ্জার তাপস কুণ্ডু জানিয়েছেন, 'নষ্ট গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী অতিরিক্ত কাঁচা গাছ কাটা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সত্য প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

ইতিমধ্যে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস থেকে পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজ বিকেলে সরেজমিনে তদন্ত করেছে। অভিযুক্ত গাছ ব্যবসায়ী শুভদীপ দাস নিজের পক্ষে দাবি করেছেন, 'আমি শুধু অর্ডার মোতাবেক গাছ কেটেছি। বাকি গাছ কারা কাটল জানি না।' পঞ্চায়েত সেক্রেটারি মৃণাল চৌধুরী বলেন, 'এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব প্রধানের।'

কুমারগঞ্জে দেশি মদ আটক

কুমারগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : কুমারগঞ্জ আবগারি সার্কেল, বালুরঘাট সদর আবগারি সার্কেল এবং কুমারগঞ্জ থানার যৌথ উদ্যোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালিত হয় কুমারগঞ্জ ব্লকের চুড়লকৃষ্ণপুর উদাসী পাড়ায়, ভোঁওর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকায়। অভিযান চলাকালীন অবৈধভাবে প্রায় ৩০ লিটার দেশি মদ, ২২৫ লিটার ফার্মেন্টেড ওয়াশ, দুইটি দেশি মদ তৈরির সরঞ্জাম এবং একটি পাতন যন্ত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সমস্ত অবৈধ সামগ্রী ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়।

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'এই ধরণের অভিযান আমরা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও চলবে। অবৈধ মদ উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

রানিতলায় গ্রেপ্তার এক

রানিতলা, ২৭ এপ্রিল : পুলিশি অভিযানে মুর্শিদাবাদের রানিতলার বালিগ্রাম গোরস্থানপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ১৬ বোতল দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতের নাম আজাহার সরকার। ঘটনায় এদিন ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের রানিতলার হরিরামপুর এলাকায়। ধৃতকে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

পরকীয়ার অভিযোগে স্ত্রীকে মার শিক্ষকের

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : পরকীয়ার অভিযোগে স্বাস্থ্যকর্মী স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর দিয়ে মোবাইল ফোন ও ব্যাগে থাকা টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল অভিযুক্ত শিক্ষক স্বামীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম জয়দেব সরকার (৪০)। তাঁর বাড়ি রায়গঞ্জের দেবীনগর এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এদিন অর্থাৎ রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক স্বামীর সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী স্ত্রীর সাংসারিক অশান্তি চলছিল। অবশেষে স্ত্রী সোমা বিশ্বাস বাবার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। চলতি মাসের ২৫ তারিখে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে কাজ করতে যাওয়ার সময় রাস্তা আগলে ধরে তাকে মারধর করা হয় মোবাইল ফোন ও ভ্যানিটি ব্যাগ কেড়ে নেয়। গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করে। স্থানীয় বাসিন্দা ছুটে আসলে অভিযুক্ত স্বামী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে অভিযুক্ত গৃহশিক্ষক স্বামীকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

ব্যাংক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : মহারাজাহাটে একটি ব্যাংকে ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হল। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ইয়াসিন আলি (৪৭)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিগ্রামে। ধৃতকে শনিবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শুক্রবার রাতে রায়গঞ্জ থানার মহারাজাহাট এলাকায় একটি ব্যাংকের শাটার ভেঙে ডাকাতির উদ্দেশ্যে একদল দুষ্কৃতী গ্যাস কাটার সহ একাধিক সামগ্রী নিয়ে ব্যাংকের ভিতরে প্রবেশ করে। ব্যাংকের লকার ভাঙার চেষ্টা করলে বিকট শব্দে ব্যাংক সংলগ্ন বাসিন্দারা একজোট হয়ে ব্যাংকের সামনে গেলে দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এদিন ভোররাতে একজনকে গ্রেপ্তার করে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

বোল্লাকালীর রুপোর মুখমণ্ডলের উন্মোচন

পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : শতাব্দীপ্রাচীন বোল্লা রক্ষাকালী মন্দিরে ভক্তদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। সারাবছর ভক্তরা যাতে বোল্লা রক্ষাকালীর মুখ দর্শন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে মন্দির কমিটির উদ্যোগে রুপোর তৈরি মুখমণ্ডল স্থাপন করা হল। রবিবার পুজো ও মহাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে রুপোর মুখমণ্ডল প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। ওই মুখমণ্ডলের উচ্চতা প্রায় দেড় ফুট এবং ওজন সাড়ে তিন কেজি। ওই মুখমণ্ডল তৈরিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় চার লক্ষ টাকা। মন্দির কমিটির ম্যানেজার মানস চৌধুরী জানান, 'ভক্তদের আবেগ ও দাবি মেনেই আজ অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে মায়ের রুপোর মুখ প্রতিষ্ঠা করা হল।'

এতদিন রাসপূর্ণিমার পরের শুক্রবার বাৎসরিক পুজোর সময় ছাড়া বোল্লাকালীর মুখদর্শন করা যেত না। বাকি সময় ভক্তরা শুধুমাত্র শিলামূর্তিতেই পুজো দিতেন। এবার থেকে ভক্তরা সারাবছর ধরে বোল্লাকালীর মুখমণ্ডলীর দর্শন করতে পারবেন। তবে বাৎসরিক প্রতিমা নির্মাণের সময় রুপোর মুখমণ্ডল সাময়িক সরিয়ে নেওয়া হবে। ওই মুখমণ্ডলীর উন্মোচনের সময় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার প্রমুখ।

অভিযানে গ্রেপ্তার ৫৭

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে মোট ৩৫ জনকে বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার করল পতিরাম ও কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। পতিরাম থানার বাউল, নাজিরপুর, কদমতলি, কামালপুর, খাঁপুর, পার পতিরাম, বোল্লা সহ বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার সারারাত ধরে অভিযান চালিয়ে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার সকালেও ৬ জন জুয়াড়ি সহ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পতিরাম থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে গত ৩৬ ঘণ্টায় পতিরাম পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে ৪৪ জন। অন্যদিকে, কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ শুক্রবার রাতভর অভিযান চালিয়ে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। এদের বিরুদ্ধে বেআইনি মদ খেয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

সোনার গয়না চুরি

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না চুরি হল গঙ্গারামপুর থানার দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা অজিত নন্টর বাড়িতে। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে ওই এলাকায়। দুর্গাপুর শ্মশান এলাকায় অজিতের একটি হোটেল রয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী ও স্ত্রী হোটেলে ছিলেন। সুযোগ বুঝে চোর অজিতের বাড়িতে ঢুকে ওই সব সামগ্রী নিয়ে পালায়। অজিত ও তাঁর স্ত্রী বাড়িতে আসলে বিষয়টি নজরে পড়ে।

খবর দেওয়া হয় গঙ্গারামপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অজিত বলেন, 'ভাতের হোটেল চালিয়ে সংসার করি। ওইদিন সন্ধ্যায় আমরা হোটেলে ছিলাম। রাতে বাড়ি ফিরে চুরির ব্যাপারটি বুঝতে পারি।'

শংসাপত্র

রতুয়া, ২৭ এপ্রিল : সার, বীজ ও কীটনাশক বিক্রেতা ডিলারদের এক বছর প্রশিক্ষণের পর শুক্রবার মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে জেলার ৪০ জন উত্তীর্ণ বিক্রেতা ডিলারদের হাতে তুলে দেওয়া হল শংসাপত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের প্রধান সামন্ত লায়েক, সিএডিসির প্রধান ডাঃ পার্থ রায়চৌধুরী, মালদা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাঃ রাকেশ রায়, মালদা কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের বিজ্ঞানী ভবানী দাস, ডঃ শুদ্ধসূচি দাস, ডঃ পারমিতা ভৌমিক প্রমুখ।

আরাধনা...। রবিবার বোল্লায়। - মাজিদুর সরদার

শেয়ার মার্কেটে প্রতারণায় ধৃত

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : ভুয়ো শেয়ার মার্কেটের নামে রাজ্য সরকারের কর ফাঁকি দেওয়ার পাশাপাশি কোটি কোটি টাকা তছরুপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য রায়গঞ্জে। ওই ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন রায়গঞ্জ শহরের রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা অসীম দে। পেশায় তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ওই ঘটনায় হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ভিকি শর্মা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদিন অর্থাৎ রবিবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। গতকাল অর্থাৎ শনিবার অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাঁর সন্ধান পায়। পুলিশ জানিয়েছে, কলকাতা সহ দেশের একাধিক শহরে ভুয়ো শেয়ার মার্কেট খুলে রাজ্য সরকারের কর ফাঁকি দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখায় একটি সংস্থা।

ওই সংস্থার তরফে পরে অন্য নামে একটি ভুয়ো কোম্পানি খোলা হয়। তাদের সদর দপ্তর মুম্বইয়ে। কলকাতাতেও তাদের অফিস রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে একটি গ্রুপ খুলে ব্যবসা শুরু করে প্রতারকরা। চালু হয় ভুয়ো শেয়ার মার্কেটের কারবার। রায়গঞ্জের বাসিন্দা অসীম দে তার অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে দফায় দফায় চার কোটির বেশি টাকা দেন এই শেয়ার মার্কেটে। পরে তিনি টাকা তুলতে চাইলে গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে টালবাহানা শুরু করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। প্রতারিত হয়েছেন বুঝে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রায়গঞ্জের বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী অসীম দে। পুলিশ তদন্তে নেমে ওই ভুয়ো শেয়ার মার্কেটের কয়েকজনের নাম ও ফোন নম্বর আর অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে তদন্ত শুরু করে। একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। গোটা প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে একাধিক প্রতারকের নামের হদিস পাওয়া যায়।

এদিন অর্থাৎ রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'শেয়ার মার্কেটের নাম করে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগে ভিকি শর্মা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।' এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ অধিকারিক জানান, ওই প্রতারণাচক্রে একাধিক প্রভাবশালী জড়িয়ে রয়েছে। তাদের নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা সমস্ত কিছু বের করা হয়েছে। এর শিকড়ে যেতে সময় লাগবে।

ঘটনাক্রম

- হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে একটি গ্রুপ খুলে ব্যবসা শুরু করে প্রতারকরা। চালু হয় ভুয়ো শেয়ার মার্কেটের কারবার
- রায়গঞ্জের বাসিন্দা অসীম দে তার অ্যাকাউন্ট নম্বর থেকে দফায় দফায় চার কোটির বেশি টাকা দেন এই শেয়ার মার্কেটে
- পরে তিনি টাকা তুলতে চাইলে গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে টালবাহানা শুরু করে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ
- প্রতারিত হয়েছেন বুঝে সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রায়গঞ্জের ওই বাসিন্দা

দু'বছরেও বিচার পেল না মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : যেন চোখের পলকে দুবছর অতিক্রান্ত। ২০২৩ সালের এই দিনের অভিশপ্ত রাতেই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন নিরাপরাধ মৃত্যুঞ্জয়। আজও সেই মৃত্যুর বিচার চেয়ে আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা-মা এবং স্ত্রী। স্বামীকে হারিয়ে দুই বছর পরেও গৌরীর কানে সেদিনের গুলির আওয়াজ বাজে। চকোলেটের বায়না আর করে না মৃত্যুঞ্জয়ের ছোট ছেলে। রাধিকাপুর অঞ্চলের চাঁদগাঁওয়ের বর্মন পরিবারের চোখের জল আজ শুকিয়ে গিয়েছে। কিন্তু, মৃত্যুঞ্জয়কে এভাবে হারানোর ক্ষত এখনও শুকায়নি তাঁর পরিজনদের কাছে।

রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় একটি যজ্ঞের আয়োজন করেন মৃত্যুঞ্জয়ের বাবা রবীন্দ্রনাথ বর্মন। যন্ত্রণাভরা গলায় বৃদ্ধের অভিব্যক্তি, 'ছেলের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তের নাম দিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে। কই অভিযুক্ত তো গ্রেপ্তার হল না। মামলার গতিপ্রকৃতি ঠাওর করতে পারছি না। তবে কি ছেলেটা আমার বিচার পাবে না?'

মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিস্থলে যজ্ঞ। রবিবার কালিয়াগঞ্জে। - সংবাদচিত্র

এই মুহূর্তে বিধানসভার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর চেষ্টায় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কক্ষে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছেন মৃত্যুঞ্জয়ের স্ত্রী গৌরী। তবে, ছেলের লেখাপড়ার জন্য শিলিগুড়িতে থাকেন তিনি। ক্লেশভরা কণ্ঠে জানালেন, 'সবই ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। বিচার উনি করবেন।'

এদিন শান্তিযজ্ঞ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল। তাঁর বক্তব্য, 'আমার একটাই চেষ্টা থাকবে যাতে, মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবার সঠিক বিচার পায়।'

উল্লেখ্য, দুবছর আগে এক নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে ওঠে কালিয়াগঞ্জ। সেসময় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা কালিয়াগঞ্জ থানায় ভাঙচুর চালায়। অগ্নি সংযোগ করে। একাধিক পুলিশ জনতার মারের শিকার হন। তারপর ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করে। সেসময় গভীর রাতে পুলিশি অভিযানে গ্রামের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে গুলি করার অভিযোগ ওঠে তৎকালীন কালিয়াগঞ্জ থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে। কিন্তু বিচারের আশায় এখনও দিন গুনছে বর্মন পরিবার।

কীটনাশক পানে বৃদ্ধ দম্পতির মৃত্যু

পরাগ মজুমদার

নবগ্রাম, ২৭ এপ্রিল : ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। ছুটিতে বাড়ি এসে শেষপর্যন্ত বাবা-মায়ের মৃতদেহ কাঁধে বইতে হল সেনাবাহিনীতে কর্মরত জওয়ান ছেলেকে। ওই বৃদ্ধ দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অনুমান তাঁরা কীটনাশক পান করেছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম এলাকায়। মৃতদের নাম শক্তি হালদার (৬৫) ও সাধনা হালদার (৫৯)। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

এই বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে পারিবারিক অশান্তির কারণেই ওই দম্পতি আত্মঘাতী হয়েছেন।' যদিও সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, নবগ্রাম থানার গুড়াপাশলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন শক্তি হালদার। তাঁদের একমাত্র ছেলে মলয়। ছেলের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন বাবা- মা। কৃষি মজুর বাবা চাইতেন ছেলে বড় হয়ে চাকরি করবে। বাবার ইচ্ছেপূরণ করে ছেলে মলয় হালদার এখন মণিপুরে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ান হিসেবে কর্মরত। দু'মাসের ছুটিতে মণিপুর থেকে শনিবার বাড়ি ফিরেছেন মলয়। ছেলের বাড়ি ফেরার সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই বাবা- মায়ের যুগল মৃত্যুতে রহস্য দানা বেঁধেছে এলাকায়।

অবশ্য মৃতের ভাই ক্ষেত্রনাথ হালদারের মন্তব্য, 'আমার একটু শরীর খারাপ ছিল। দাদা বলল মলয়কে নিয়ে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আয়। তারপর কি এমন হল যে তাঁদের আত্মঘাতী হতে হল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সম্ভবত ওই দম্পতি ঘরে থাকা কীটনাশক পান করেছিলেন। ছেলে ঘটনাটি জানতে পেরে প্রতিবেশীদের ডেকে প্রথমে তাঁদের নবগ্রাম ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হতে থাকায় বহরমপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তবে বৃদ্ধ বাবা-মাকে একসঙ্গে কেন আত্মঘাতী হতে হল এই প্রশ্নের জবাব মেলেনি পরিবারের তরফে। অবশ্য সূত্রের খবর, প্রতিবেশী এক মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ান মলয়। ওই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে জেদ ধরেছিলেন মলয়। তাতে জোর আপত্তি তুলেছিলেন তাঁর বাবা-মা। রাতে এই নিয়ে ছেলের সঙ্গে বাবা-মায়ের চরম বচসা হয়। তারপরেই দম্পতি চরম সিদ্ধান্ত নেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সভা

কুমারগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করে কিশোরী মেয়েদের অকাল গর্ভধারণের সংখ্যা কমাতে শনিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা আয়োজিত হল কুমারগঞ্জ ব্লকের কনফারেন্স হলে। দক্ষিণ দিনাজপুর ডিআরডি সেলের উদ্যোগে এবং কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এদিনের গুরুত্বপূর্ণ সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে প্রধান, উপপ্রধান, আইসিডিএস কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কর্মচারী, শক্তি বাহিনীর তরফে বিভিন্ন স্তরের কর্মী সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ দিনাজপুর ডিআরডি সেলের ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর অমর্ত্য দেবনাথ, ওসি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ওসি হেলথ কাশিব সাবির, কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস, শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমান প্রমুখ।

বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, 'আজকের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুব দ্রুত বিস্তারিত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে আহত ৭

বৈষ্ণবনগর, ২৭ এপ্রিল : রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদের জেরে দুই পক্ষ একে অপরকে কোপাল। যা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার পুরাতন ১৭ মাইল গ্রামে। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার রাতে। ইতিমধ্যেই দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

১৭ মাইল গ্রামের বাসিন্দা পঙ্কজ মণ্ডলদের সঙ্গে শ্রীমন্ত মণ্ডলদের দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। জমির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার বিবাদ চরম আকার নেয়। স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় বেশ কয়েকবার বিবাদ মেটানোর চেষ্টা হলেও সেই বিবাদ মেটেনি। পরবর্তীতে সালিশি বসিয়েও বিবাদ মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম্য সালিশির সিদ্ধান্তও মেনে নেয়নি দু'পক্ষ।

এরপর বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই রাস্তায় জল ফেলাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে ব্যাপক ঝামেলা হয়। সে সময় শুধুমাত্র মহিলারাই ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে দুপক্ষের পুরুষেরা বাড়িতে এলে ফের ঝগড়া শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে। তখনই একে অপরকে উদ্দেশ্য করে লাঠি হাঁসুয়া দিয়ে একে অপরের দিকে ধেয়ে যায়। ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। দু'পক্ষের অন্তত ৭ জন জখম হয়েছে। দুই পক্ষই শুক্রবার লিখিত অভিযোগ করলে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

দক্ষিণ দিনাজপুর স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগ

যক্ষ্মামুক্ত জেলা গড়তে ২৫০ জনকে দত্তক

রূপক সরকার ও বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

বালুরঘাট ও পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : যক্ষ্মা রোগ দূর করতে ওষুধের সঙ্গে প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই রোগে আক্রান্তরা পুষ্টিকর খাবার পান না। তাঁদের জন্য এবার এগিয়ে এল জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

জেলায় প্রায় ২৭০০ জন যক্ষ্মারোগী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২৫০ জনকে দত্তক নিল জেলা প্রশাসন আধিকারিক থেকে সাধারণ মানুষ। আগামী ছ'মাস আগে তাঁরা ২৫০ জনের মুখে পাঁচশো টাকার পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী তুলে দেবেন। যাঁরা দত্তক নিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা ডাঃ সুদীপ দাস। জেলা শাসক তিনজন যক্ষ্মারোগীর ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা পাঁচজনের দায়িত্ব নিয়েছেন। জেলাকে এই রোগ থেকে মুক্ত করে তুলতে ওষুধের পাশাপাশি পুষ্টিযুক্ত খাবার তুলে দিতে এই উদ্যোগ। উদ্যোগে শামিল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসেস এগজিকিউটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের, দক্ষিণ দিনাজপুর শাখা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বালুছায়া অনুষ্ঠান ভবনে যক্ষ্মামুক্ত জেলা গড়ে তুলতে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শাসক এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক হরিশ রসিদ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের যক্ষ্মার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক বাসুদেব মণ্ডল প্রমুখ।

এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, 'এর আগে আমরা যক্ষ্মা নির্ণয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছি। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে এই রোগে আক্রান্তদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। বেশিরভাগ রোগীই অপুষ্টিতে ভোগেন। তাই এই উদ্যোগ। নিক্ষয় মিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মানুষ, হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সিংহোম ও ল্যাবগুলিও আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আমরা আগামীতে সব রোগীর দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।'

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরকে যক্ষ্মামুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধের পাশাপাশি পুষ্টিযুক্ত খাবারের প্রয়োজন সব থেকে বেশি। তাই নিক্ষয় মিত্রের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ জন রোগীর পুষ্টিকর খাবারের দায়িত্ব নেওয়া হল।'

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসেস এগজিকিউটিভ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, দক্ষিণ দিনাজপুর শাখার ৩৬ জন সদস্য এদিন একজন করে টিবি রোগীর ছয় মাসের জন্য পুষ্টিকর খাবারের দায়িত্ব নিয়েছেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক সঞ্জয় পণ্ডিত জানিয়েছেন, 'টিবি রুখতে শুধু ওষুধ নয়, প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার অপরিহার্য। আমরা এই দায়িত্ব নিয়েছি। ভবিষ্যতেও পাশে থাকব।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মান অভিমান।। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ শিবির

হিলি, ২৭ এপ্রিল : সীমান্তের পড়ুয়াদের ডিফেন্সের চাকরির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হল পুলিশ। হিলিতে বিশেষ শিবিরের মাধ্যমে ডিফেন্সে চাকরির জন্য তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করবে হিলি থানার পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই লক্ষ্য নিয়ে পথপ্রদর্শক বলে একটি প্রকল্পের শুভ সূচনা করলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। অনুষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ শিবিরে জন্য এদিন বিশেষ পোশাকের উন্মোচন করা হয়। ওই শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ করে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'হিলি রিমোট এরিয়ায় রয়েছে। এখানকার পড়ুয়াদের চাকরি প্রশিক্ষণের জন্য অনেক দূরে যেতে হয়। সেই জন্য ঘরের কাছে যেন তাঁরা প্রশিক্ষণ পায়, তাই আমরা তাঁদের সহযোগিতা করতে হিলি থানায় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্যোগ নিয়েছি। পথপ্রদর্শক প্রোজেক্টের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের সেন্টাল আর্মড ফোর্স ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর, কনস্টেবল পদে চাকরি পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪০ জনকে ফিজিক্যাল ট্রেনিং ও অ্যাকাডেমিক ট্রেনিং করানো হবে।'

শিক্ষকদের স্কুলে স্বাগত অভিভাবকদের

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : শিক্ষকের অভাবে লাটে উঠেছিল পড়াশোনা। স্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে প্রধান শিক্ষককে ঘরে আটকেছিলেন গ্রামবাসীরা। তারপরেই স্কুলে তিনজন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। ধন্যবাদ জানাতে শিক্ষকদের মিষ্টিমুখ করিয়ে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মান জানালেন অভিভাবকরা।

প্রায় একসপ্তাহ আগে বালুরঘাট ব্লকের শালগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে ক্লাস হয়নি। তাই স্কুলে তালা মেরে বিক্ষোভ করেন অভিভাবকরা। অবশেষে প্রধান শিক্ষক মারফত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের কাছে আবেদন জানানো হয়। তারপরেই দুজন শিক্ষক ওই স্কুলে কাজে যোগ দেন। কিছুদিন আগেই আরেকজন শিক্ষিকা ওই স্কুলের পড়াশোনার উন্নতির জন্য নিযুক্ত হন। এদিন সরকারি নিয়মে অভিভাবক – শিক্ষকদের মত আদান প্রদানের বৈঠক ডাকা হয়েছিল। যেখানে অভিভাবকরা শিক্ষকদের ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানান। পাশাপাশি, শিক্ষকদের তৎপরতার জন্য তাদের মিষ্টিমুখ করান অভিভাবকরা।

অভিভাবক মমতা বর্মন জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে শিক্ষক ছিল না। ফলে প্রতিটি বিষয়ে ক্লাস হচ্ছিল না। তাই আমরা শিক্ষকের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম। তারপরে তিনজন শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় আমরা খুশি। শিক্ষক নিযুক্তির পরে যাতে পড়াশোনা ভালোভাবে হয়, তাই আমরা শিক্ষকদের সম্মান জানিয়েছি।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রণবকুমার প্রামাণিক বলেন, 'গ্রামের অভিভাবকরা সন্তানদের পড়াশোনার বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তাই শিক্ষকের অভাবে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আমি শিক্ষক নিয়োগের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদার সহযোগিতায় স্কুলে তিনজন নতুন শিক্ষক এসেছে। এর ফলে পঠনপাঠনে অনেক সুবিধা হবে।'

রাস্তার সূচনা

বৈষ্ণবনগর ও সামসী, ২৭ এপ্রিল : গোপালগঞ্জ ও সাহাবানচকে রাস্তা খারাপ হওয়ায় বাসিন্দাদের চলাচলে সমস্যা হত। অসুবিধার কথা শুনে বিধায়ক চন্দনা সরকার। জেলা পরিষদের সদস্য হওয়ার সুবাদে রাস্তা মেরামতির জন্য পরিষদে আবেদন জানান। সাহাবানচেকর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২১ লক্ষ টাকা। অপরদিকে গোলাপগঞ্জ শ্মশান থেকে নাসটোলা পর্যন্ত রাস্তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫৬ লক্ষ টাকা।

চাঁচল- ২ নম্বর ব্লকের মালতীপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে এনায়েতনগর পর্যন্ত প্রায় ৭ কিমি রাস্তার কাজ শুরু হল শুক্রবার। রাস্তার কাজের সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সী। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ওই রাস্তা নির্মাণ হবে। কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসী খুশি।

সেচের অভাবে বিপর্যস্ত আনারস চাষ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ২৭ এপ্রিল : এলাকার অর্থনীতি বদলে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল আনারস চাষে। কিন্তু শুধুমাত্র সেচ ব্যবস্থার অভাবে বামনগোলায় সেই সুস্বাদু ফলের চাষ বর্তমানে হারিয়ে যাওয়ার মুখে। আগে বামনগোলার বিভিন্ন এলাকায় ৩৫ হেক্টরেরও বেশি জমিতে আনারস চাষ হত। বর্তমানে সেই চাষ নেমে এসেছে মাত্র পাঁচ ছয় বিঘাতে। এই নিয়ে আক্ষেপের শেষ নেই আনারসচাষি থেকে এলাকার মানুষজনের। অভিযোগ, সেচ ব্যবস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের একটু সহযোগিতা পেলেই বামনগোলায় এই আনারস চাষ ঘুরে দাঁড়াতে পারত।

প্রসঙ্গত, মালদা জেলার বরিন্দ এলাকা বামনগোলার আনারস এক সময় স্বাদ ও গুণগতমানে জনপ্রিয় ছিল। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল মালদা জেলাজুড়ে।

ক্ষতিগ্রস্ত আনারস। রবিবার বামনগোলায় তোলা সংবাদচিত্র।

কারণ, বামনগোলার মাটি ও আবহাওয়া আনারস চাষের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। তাই প্রায় কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে আনারস চাষে উৎসাহ বাড়ছিল এলাকায়। বরিন্দ এলাকা হিসেবে পরিচিত বামনগোলার হরিশঙ্করপুর, সামসাবাদ, নালাগোলা, তেঁতুলমোড়া, গঙ্গাপ্রসাদ কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকার চাষিরা আনারস চাষে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। সরকারি বিভিন্ন সুযোগসুবিধার আশ্বাসে আনারস চাষে এলাকার অর্থনীতি বদলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন বামনগোলার আনারসচাষিরা।

কিন্তু হঠাৎই যেন আনারস চাষে শুরু হল ছন্দপতন। ব্যাপকতা বাড়ার বদলে কমতে কমতে এখন প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে এসে পৌঁছেছে আনারস চাষ।

এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আক্ষেপ ঝরে পড়ল বামনগোলা আনারসচাষি সমিতির সম্পাদক নবদ্বীপ দেবনাথের গলায়, 'কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে বামনগোলায় আনারসচাষিদের উৎসাহে আনারস চাষের পরিধি বেড়েই চলছিল। কিন্তু আনারস চাষের জন্য মাটি উপযুক্ত থাকলেও প্রয়োজনীয় সরকারি সেচ ব্যবস্থার খুবই অভাব।'

তাঁর মতে, 'ব্যয়বহুল হওয়ায় চাষিদের ব্যক্তিগতভাবে সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে জল দেওয়ার সামর্থ্যও নেই। এখন বৃষ্টিই আনারস চাষে একমাত্র ভরসা। মূলত সেকারণেই চাষিরা আনারস চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন।'

এব্যাপারে তিনি দায়ী করেন রাসায়নিক সার, ওষুধ, কীটনাশকের মূল্যবৃদ্ধিকেও। তাঁর দাবি, সরকারিভাবে অনুদানযুক্ত কম সুদে ঋণ পেলে উৎসাহ ফিরে আসতে পারে আনারসচাষিদের মধ্যে।

তাঁর অভিযোগ, সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস পেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

তবে সরকার আনারসচাষিদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যাগুলোর সমাধানে উদ্যোগী হলে আবার হয়তো বামনগোলায় আবারও ঘুরে দাঁড়াবে আনারস চাষ, আশা নবদ্বীপ দেবনাথের।

আনারস চাষের সমস্যার বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়েছিল বামনগোলার কৃষি দপ্তরে। বামনগোলা ব্লকের কৃষি আধিকারিক ইন্দ্রনীল শর্মা চৌধুরী বলেন, 'আনারস চাষের বিষয়টা উদ্যানপালন দপ্তরের অধীনে। আনারসচাষিরা যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

আজ দীঘায় মুখ্যমন্ত্রী

৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। সেজন্য সোমবারই সেখানে পৌঁছে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ওই এলাকা।

অভিযুক্ত সৎবাবা

মায়ের অনুপস্থিতিতে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল সৎবাবার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল বারুইপুর থানার পুলিশ। পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

স্বামীকে কোপ

পূর্ব বর্ধমানে তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মেটাতে ডাকা সালিশি সভায় স্বামীকে ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপালেন স্ত্রী। রক্তাক্ত অবস্থায় স্বামীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা।

চলবে ঝড়-বৃষ্টি

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কয়েকদিন চলবে ঝড়বৃষ্টি। ৬টি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। বুধবার পর্যন্ত সতর্কতা জারি।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে ভিন্নমত

শুভেন্দুর দাবি, নিশ্চিহ্ন করা হোক পাকিস্তানকে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম কাণ্ডে শহিদ শ্রদ্ধাঞ্জলি কর্মসূচি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার শুভেন্দু বলেন, 'যেভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে হিন্দু নিধন করা হয়েছে, এর বদলা নিতেই হবে সরকারকে। সমস্ত ভারতবাসী চায় জঙ্গি এবং পাকিস্তান দুটোকেই নিশ্চিহ্ন করে দিক সরকার। পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।'

কাশ্মীর থেকে মুর্শিদাবাদ হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে জেহাদি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যজুড়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করল বিজেপি। সেই কর্মসূচিরই অঙ্গ হিসেবে এদিন কাঁথিতে শুভেন্দু অধিকারী, বহরমপুর শহরে প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

কাঁথিতে পহলগাম কাণ্ডে ২৬ জন হিন্দু পর্যটক ও মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত দুই হিন্দু সহ নাগরিকের জন্য মোট ২৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিল হয় উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার থেকে শুরু করে স্টার থিয়েটার পর্যন্ত। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, সজল ঘোষ, তমোঘ্ন ঘোষ সহ উত্তর কলকাতার বিজেপি নেতৃত্ব। দক্ষিণ কলকাতার নাকতলা শিবমন্দির থেকে নেতাজিনগর মোড় পর্যন্ত মিছিল হয় বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে। সোনারপুরে মিছিল করেন লকেট।

> পুলওয়ামা কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হয়েছিল, এবারেও সেভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে সরকার।
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

কাশ্মীরের দখল চান অভিষেক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকি নয়। পাকিস্তান যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার সময় এটা। পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার এটাই প্রকৃত সময় বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও পর্যন্ত পহলগাম হামলার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেও পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার দাবি কেউ তোলেননি। রবিবার অভিষেক এই দাবি তুলে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও অভিষেকের এই বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরকার কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানকে যা জবাব দেওয়ার তা কেন্দ্রীয় সরকার দেবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই জাতীয় দাবি তুলে সস্তায় প্রচার চাইছেন।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেছেন, 'কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনও পদক্ষেপকে কংগ্রেস যে সমর্থন করবে তা তাঁরা জানিয়েছেন। এর বেশি আমি কিছু বলব না।'

> এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার।
>
> **-অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

পহলগামে নিহত ২৮ জনের মধ্যে এরাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। ওই পরিবারগুলির পাশে রাজ্য সরকার আছে বলে আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের পাশে তিনি রয়েছেন বলে জানিয়ে দিলেও কী পদক্ষেপ করতে হবে তা নিয়ে মমতা স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কিন্তু এদিন অভিষেক কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করে তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'গত কয়েকদিনে আমি সংবাদমাধ্যম ও কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা দেখছি। পহলগামে ওই নজিরবিহীন জঙ্গি হামলার পিছনে যা যা ত্রুটি আছে, তা খতিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা যেন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে উপযোগী একটা প্রচার চালাতে বেশি ব্যস্ত। আমাদের এখন এই ধরনের সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। এখন আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা প্রতীকী হুমকির সময় নয়। সময় এসেছে, সেই ভাষাতেই জবাব দেওয়ার, যা তারা বোঝে। এখনই সময় পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) পুনরুদ্ধার করার। ব্যাস এটাই।'

বাবা বেবি ও... *এসপ্ল্যানেডে রবিবার আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।*

প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানি আজ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারের ঘরে-বাইরে অস্থিরতা চলছেই। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিকের ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। স্বভাবতই আবার ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের মামলায় চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবত সোমবার এই মামলার শুনানি শুরু হলেও রায় জানা যাবে না। তবুও রবিবার সরকারি মহলের খবর, এ ব্যাপারে সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মহল।

৭ এপ্রিল এই মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিচারপতি সৌমেন সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে এই মামলা থেকে সরে যান। ফলে শুনানি পিছিয়ে যায়। মামলা চলে যায় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের কাছে। প্রধান বিচারপতি নতুন করে শুনানির তারিখ সোমবার ঘোষণা করেছেন। এইজন্য নতুন বেঞ্চও গঠন করে দিয়েছেন তিনি। মামলার শুনানি হবে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চে।

গত ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে ২০১৬ সালের রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগও হয়। আর সেই নিয়োগ নিয়েই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। শুরু হয় মামলা। ২০২৩ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (বর্তমানে বিজেপি সাংসদ) ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আর সেই রায়ের বিরুদ্ধেই ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে রাজ্য। তারই শুনানি এদিন হওয়ার কথা। আর তাই নিয়েই রাজ্যের শিক্ষামহলে নতুন করে উদ্বেগ, আশঙ্কা, চরম কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে অতিসম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমনিতেই বিপাকে পড়েছে রাজ্য সরকার, শিক্ষা দপ্তর ও এসএসসি। হাইকোর্টে ডিভিশন বেঞ্চের শুনানির পর মামলার ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে, তা নিয়ে সরকারি মহলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৪২ হাজার নিয়োগের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আপিলের পর স্থগিতাদেশ পেয়েছে। এই একই মামলা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ কোন পথে যায় সেদিকে দৃষ্টি রয়েছে রাজ্যের শিক্ষামহলে।

নবান্নে সরকারের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশের আশঙ্কা, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও যদি প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিলের রায়কে মান্যতা দেয়, তাহলে সরকারকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। যদিও তা হলে সরকার নিঃসন্দেহে আবার এই বাতিল মামলা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেই মনে করছেন তাঁরা।

বহিষ্কৃত হয়েই বিস্ফোরক বংশগোপাল

বিজেপির সঙ্গে হাত দলের একাংশের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে বিজেপির সঙ্গে সমঝোতার অভিযোগ তুললেন সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। দলের মহিলা নেত্রীর উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদকে বহিষ্কৃত করেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তারপরেই রবিবার তিনি দাবি করেন, 'দলেরই একাংশ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পর তৃণমূল আমাকে হয়তো গালিগালাজ করেছে, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত করেনি। যতটা চক্রান্ত আমার দল আমার বিরুদ্ধে করেছে।'

এদিন দলীয় শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন তুলে তাঁর অভিযোগ, এক তরুণ নেতার কার্যকলাপ দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়নি দল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বংশগোপাল। তার সংযোজন, 'পার্টির তদন্তে আস্থা রেখেছিলাম। আর আমাকে দল থেকে বহিষ্কারের খবর আমি জানতে পারলাম না। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানতে হল। তাহলে দলীয় শৃঙ্খলা কোথায়? কলকাতা থেকে এই জেলায় যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন, তাঁদের সঙ্গে বিজেপির তলে তলে আঁতাত রয়েছে।' তিনি অন্যদলে যোগ দেবেন কি না, সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,'তৃণমূল, সিপিআই, নকশাল সবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো। আপাতত সমাজের কাজ করে যাব।'

এদিকে, অভিযোগকারিণী ওই মহিলা 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'উনি যা মন্তব্য করছেন তা দুর্ভাগ্যজনক। আসলে আমাদের দলে সকলে খারাপ নন। বংশগোপালের মতো কয়েকজন রয়েছেন।'

নির্বিঘ্নে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবার নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ১ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী এদিন ওএমআর শিট মারফত পরীক্ষায় বসলেন। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম পত্রের পরীক্ষা ও দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা হয়। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে সারাদিনের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে ও বাইরে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পরীক্ষায় ই-চিটিং রুখতে 'রেডিওফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর' ব্যবহার করার পাশাপাশি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে পরীক্ষার্থীদের পেনও দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য শিয়ালদা ডিভিশন এবং হাওড়া বিভাগের সকল ইএমইউ ট্রেন রবিবার বিকাল ৪টে পর্যন্ত চালানো হয়েছে। পথে বাড়তি সমস্যা সমাধানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। সরকারি বাসের সংখ্যাও এদিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গরমে যাতে পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ না হয়ে পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের একাধিক রাস্তায় ঠান্ডা জলের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

বীরভূমে দলীয় বৈঠকে সাংসদ শতাব্দী রায় ও অনুব্রত মণ্ডল। রবিবার। -সংবাদচিত্র

সোমবার ব্রাত্যর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে অনিশ্চয়তা

কালীঘাট অভিযানের ঘোষণা 'অযোগ্য'দের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : রবিবাসরীয় সকাল। ঘড়িতে তখন প্রায় ৮টা। আগেই ঘোষিত হওয়া রবিবারের কালীঘাট অভিযান কর্মসূচি তখন স্থগিত করলেন 'অযোগ্য' চাকরিহারারা। তার পরিবর্তে সোমবার এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলেন। হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে 'ইউনাইটেড টিচিং অ্যান্ড নন টিচিং ফোরাম'-এর সদস্যরা বলেন, 'রাজ্যের একাধিক প্রান্ত থেকে চাকরিপ্রার্থীরা আসবেন। অতি কম সময়ে কালীঘাট অভিযান আয়োজন করা মুশকিল বলেই আমরা সোমবার এই অভিযানের পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই কর্মসূচির জন্যই রবিবার রাত থেকে 'অযোগ্য' চাকরিহারাদের জমায়েত শুরু হয়েছে এসএসসি ভবনের সামনে। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাঁরা দুপুর সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে কালীঘাটের উদ্দেশে পদযাত্রা করবেন। সেই সংক্রান্ত চিঠি তাঁরা ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে তাঁদের সোমবারের বৈঠক আদৌ হবে কি না, সেই নিয়ে রবিবার রাত পর্যন্ত অনিশ্চয়তায় রয়েছেন অযোগ্য চাকরিহারারা।

'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬' আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশনের প্রক্রিয়া নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছে রবিবার। মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের প্রতিনিধিদল দিল্লিতে আইনজীবীদের সঙ্গে রিভিউ পিটিশন এবং ওকালতনামা স্বাক্ষরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবীদের পরামর্শও তারা নিয়েছে। মঞ্চ জানায়, 'স্বতন্ত্রভাবে যদি কেউ রিভিউ পিটিশন করতে চান তাতে মঞ্চ বাধা দেবে না। তবে পিটিশনারদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছড়াচ্ছেন, তাঁদেরকে আমাদের একতা না ভাঙার অনুরোধ করছি।' মঞ্চের মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধিদল এদিন নিজেদের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে বৈঠক করে। জেলাভিত্তিক ক্ষেত্রে ও কলকাতায় শীঘ্রই ওকালতনামা স্বাক্ষর করা শুরু হবে মঞ্চের তরফে । প্রতিটি জেলায় 'যোগ্য' শিক্ষকদের দফায় দফায় বৈঠক চলছে। বেশিরভাগ 'যোগ্য' শিক্ষকই সোমবার থেকে স্কুলে ফিরছেন।

অবশ্য শিক্ষাকর্মীদের ভাতা প্রদানের ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, 'কোন অধিকারে টাকা দেওয়া হবে শিক্ষাকর্মীদের? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? ৩০-৩৫ বছর বয়সে বেশিরভাগ জনই চাকরি পেয়েছেন। অবসরের বয়স পর্যন্ত ভাতা দেওয়া হবে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন ততদিন ভাতা দেওয়া হবে?' শিক্ষকদের ভাতা কেন দেওয়ার কথা ঘোষণা হয়নি সেই নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছেন দিলীপ।

বিতানের বাড়িতে এনআইএ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি নিহতদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ চেয়ে নিচ্ছেন তদন্তকারীরা। রবিবার বৈষ্ণবঘাটার বাসিন্দা নিহত বিতান অধিকারীর বাড়িতে যায় এনআইএ-র তিন সদস্যের দল। তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে আইজি পদমর্যাদার অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করেছে এনআইএ। তাদের কাছে প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে পাওয়া বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিহতদের সঙ্গে ঘটনার সময় যে পরিজনেরা ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এদিন বিতানের স্ত্রীর থেকে জঙ্গিহানার সময় ঠিক কী কী ঘটেছিল তার বিবরণ জানতে চাওয়া হয়। তাঁর স্ত্রীর বয়ানও রেকর্ড করা হয়।

শনিবারই এনআইএ-র টিম বাংলায় নিহত পর্যটকদের বাড়িতে যাওয়া শুরু করে। বেহালার বাসিন্দা নিহত সমীর গুহর বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হয়। লালবাজারেও খানিকক্ষণের জন্য যায় এনআইএ-র টিম। এদিন বিতানের বাড়িতে পৌঁছেছেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পুরুলিয়ায় ঝালদায় নিহত মণীশ রঞ্জনের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা।

কসবায় সিপিএমের বৈঠকে কামড়াকামড়ি

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দলীয় শৃঙ্খলাই যেখানে বামপন্থী দলের মূল আদর্শ, সেখানে নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্রমাগত বিড়ম্বনা বাড়ছে সিপিএমে। রক্তারক্তিতে শেষ হয়েছে কসবায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দলীয় বৈঠক। কারও মাথা ফেটেছে, কারও হাতে সেলাই পড়েছে, আবার কারও কপালে ব্যান্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে হয়েছে। এমনকি জেলা নেতৃত্বকে স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের অশালীন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। এভাবেই কসবায় ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক মাঝপথে ভঙ্গ হয়। মেঝেতে ছড়িয়ে থাকে লাল রক্ত ও ভাঙা জিনিসপত্র। দলের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও নেতাদের আকচাআকচিতে ক্ষুব্ধ দলের শীর্ষ নেতারা। ইতিমধ্যেই কসবার ঘটনায় অবগত সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্ব। বিষয়টি নিয়ে জেলা কমিটির কাছে বিস্তারিতভাবে জানানো হচ্ছে।

শনিবার রাতে ওই এলাকায় সিপিএমের এরিয়া কমিটির দপ্তরে বৈঠক চলছিল। সেই সময় দু'পক্ষের মধ্যে বচসা গড়ায় কামড়াকামড়ি পর্যন্ত। আহত হন একাধিক নেতা-কর্মী। এর আগেও কসবায় এরিয়া কমিটির বৈঠকে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। তাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক সিপিএম নেতা। সেবার ২০ দিন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখতে হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এবার তাঁকে কামড়ানো হয়েছে। বিষয়টি অবশ্য সিপিএমে নতুন নয়। মাস কয়েক আগেই টালিগঞ্জ এরিয়া কমিটির সম্মেলনে তরুণ সদস্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জেলা সম্মেলনে নতুন জেলা কমিটি ঘোষণার পর মতপার্থক্যে একদল নেতা-কর্মীদের কমিটি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। এর আগে হুগলি জেলার সম্মেলনে বিবাদের সময় সিপিএম নেতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ফলে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, দল ক্ষমতায় থাকাকালীন নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ দেখা যেত। কিন্তু এখন তুচ্ছ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হচ্ছে নেতা-কর্মীদের মধ্যে। দলীয় লাইনচ্যুত হচ্ছেন তাঁরা। যা রীতিমতো বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। জানা গিয়েছে বিষয়টি ইতিমধ্যেই জেলা কমিটির কাছে জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমি বিষয়টি সম্পর্কে জানি না।' এই বিষয়ে কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

দীঘার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে শুভেন্দুর চিঠি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : দিঘায় নবনির্মিত জগন্নাথধামের উদ্বোধনের আগেই বিতর্ক উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ায় জগন্নাথধাম তথা মন্দিরের বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার কথা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই আমন্ত্রণকে ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত।

রাজ্য সরকারের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আমন্ত্রণপত্রটি বিরোধী দলনেতাকে পাঠিয়েছেন মন্দির নির্মাণের দায়িত্বে থাকা পশ্চিমবঙ্গ হাউসিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের (হিডকো) ভাইস চেয়ারম্যান হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এই আমন্ত্রণপত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলে হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে সমাজমাধ্যমেও সেই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। চিঠিতে দ্বিবেদীর কাছে শুভেন্দুর প্রশ্ন, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন, নাকি জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে? হিডকোকে দিঘায় যে নির্মাণের বরাত দিয়েছিল রাজ্য সরকার, সেই সরকারি নথিতে এই নির্মাণকে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল। অথচ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে যে আমন্ত্রণপত্র সরকারিভাবে পাঠানো হয়েছে সেখানে কেবলমাত্র 'জগন্নাথধাম' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। এই বিষয়টিকেই নির্দেশ করে এদিন শুভেন্দু রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, 'এই সরকার মিথ্যাবাদীর সরকার। সরকারি নথিতে জগন্নাথধাম সংস্কৃতি কেন্দ্র হিসেবে উল্লিখিত থাকলেও আমন্ত্রণপত্রে কৌশলে সংস্কৃতি কেন্দ্র কথাটি উল্লেখ করা হয়নি।'

পরিবারের পাশে বিএসএফ

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাতে আটক হওয়ার পর ৪ দিন কেটে গিয়েছে। তিনবার পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করেছে বিএসএফ। কিন্তু বিএসএফ জওয়ান হুগলির রিষড়ার বাসিন্দা পূর্ণমকুমার সাউ এখনও ছাড়া পাননি। পাকিস্তানি রেঞ্জার্সের হাত থেকে তিনি কবে ছাড়া পাবেন, তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। রবিবারই বিএসএফের সাউথ বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের পদস্থ কর্তারা রিষড়ায় পূর্ণমকুমার সাউয়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ এই পরিবারের পাশে রয়েছে বলে তাঁদের জানায় তারা।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ বৈশাখ ১৪৩২

সংকট ও কর্তব্য

জঙ্গি হামলায় পহলগামে ২৬ পর্যটক এবং এক টাট্টুওয়ালার মৃত্যু কাশ্মীর তথা ভারতের ইতিহাসে আরও একটি কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পহলগামকে ভারতের 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বলার যুক্তিসংগত কারণ আছে। নিহতদের মধ্যে সদ্যবিবাহিত এক তরুণ ছিলেন, যিনি ভিসা না পাওয়ায় ইউরোপে না গিয়ে মধুচন্দ্রিমা করতে পহলগামে গিয়েছিলেন। সেখানেই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছে তাঁর।

নিহতের তালিকায় রয়েছেন আমাদের রাজ্যের তিনজন। কলমা পড়তে পারছে কি না, সেই পরীক্ষা নিয়ে বেছে বেছে পুরুষদের গুলি করে হত্যা করেছে জঙ্গিরা। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ভারতে থাকাকালীন ঘটল এই হামলা। দিনদুপুরে সেনা পোশাকে পাঁচ-ছ'টা লোক হত্যালীলা চালিয়ে বৈসরণের সবুজ গালিচাকে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল। তারা পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এল, আবার অপারেশন সেরে নির্বিকার ফিরে গেল।

এখন নিরপেক্ষ তদন্তে রাজি বলে বিবৃতি দিলেও সন্দেহের তির কিন্তু পাকিস্তানের দিকেই। প্রশ্ন উঠেছে, প্রতিরক্ষা খাতে ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়, এত জওয়ান-কমান্ডো নিয়োগ হয়, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে কেন তার ফল মেলে না? কেনই বা ঘটনার মুহূর্তে একজন জওয়ানকেও সেখানে দেখা যায়নি? দু-এক মিনিটে পুরো গণহত্যাপর্ব সাঙ্গ হয়েছে- এমন তো নয়।

অথচ এখন কড়াকড়ির দরুন পহলগাম সহ গোটা কাশ্মীরে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ টপকে মাছি গলার উপায় নেই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পহলগাম ঘুরে এসেছেন। বিহারের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পহলগাম কাণ্ডের প্রেক্ষাপটে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন। দিল্লি, মুম্বই সহ ভারতের বেশ কিছু শহরে এখন চূড়ান্ত সতর্কতা। দেশজুড়ে নজরদারি।

কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, বিভিন্ন রাজ্যে কাশ্মীরি পড়ুয়াদের কলেজ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে কাশ্মীরি শ্রমিকদের। অন্যদিকে, সীমান্তে তৎপরতা বাড়ছে সেনার। ভারত-পাকিস্তানের প্রায় সবরকম সম্পর্ক আপাতত ছিন্ন। এমাসেই ভারত ছাড়তে বলা হয়েছে পাকিস্তানিদের। দুই দেশই পরস্পরের বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়ে যাচ্ছে। ভারত সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করেছে। পাকিস্তান সিমলা সহ সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখার হুমকি দিয়েছে।

রাস্তাঘাটে সর্বত্র আলোচনা এখন একটিই- যুদ্ধ কী লাগছে! যেন যুদ্ধ লাগাতে পারলেই সব সমাধান হয়ে যাবে। এর আগেও যতবার জম্মু-কাশ্মীরে বড়সড়ো জঙ্গিহানা হয়েছে, ততবার যুদ্ধের জিগির তোলা হয়েছে। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ভারত সফরের প্রাক্কালে অনন্তনাগে জঙ্গিহানায় ৩৬ শিখের মৃত্যু, ২০১৬-য় পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে জঙ্গিহানা ও ২০১৯ সালে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে ভয়াবহ হামলার সময়েও পালটা আক্রমণের দাবি উঠেছিল।

পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে হামলা চালালেই বদলার প্রসঙ্গ ওঠে। এটাও ঘটনা যে, একবার প্রত্যাঘাত করতে পাকিস্তানে ঢুকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চালিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। এবার হামলায় জড়িত ৯ জঙ্গির বাড়ি ইতিমধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছেন জওয়ানরা। আসলে কার্গিল যুদ্ধ হোক বা ২৬/১১-র মুম্বই হানা, পাকিস্তান নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে বারবার। সুতরাং পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া অবশ্যই জরুরি।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরকারের পাশে থাকে। মনে রাখতে হবে, এই মুহূর্তে আরেক প্রতিবেশী বাংলাদেশও তীব্র ভারতবিরোধী। একদিকে ঢাকার বিরোধিতা, অন্যদিকে ইসলামাবাদের উপদ্রব। সারাক্ষণ যদি দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সামলাতে হয়, তাহলে ভারতের নিজস্ব উন্নয়ন, বিজ্ঞান গবেষণা, মহাকাশ অভিযান কখন হবে? এই উপমহাদেশে বড় দেশ হিসেবে ভারতের দায়দায়িত্ব বেশি।

পহলগামের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রসংঘ দুই দেশকেই সংযম দেখাতে বলেছে। দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে ইরান। তাই পাকিস্তানকে চাপে রাখার পাশাপাশি ভারতকে কূটনৈতিক বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা দেখাতে হবে। দেশের সংকটের মুহূর্তে এটা মাথায় রাখতে হবে মোদি-শা'দের।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

বনের বাইরে, মানুষের মাঝে কেন বন্যপ্রাণী

ইদানীং গ্রাম-শহরে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড ও ভালুক। হাতি ঢুকল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেন এমন হচ্ছে?

বিমল দেবনাথ

একদিন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলাম শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উলটো দিকে পাকা নালার পাশে। একটা দাঁড়াশ সাপ বেরিয়ে মানুষের পায়ের ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণে চলে গেল। কেউ দেখল না।

হল্লা করলে হুড়োহুড়িতে জখম হত মানুষ। মারা যেতে পারত সাপটা। অধৈর্য ও অজ্ঞ মানুষের জন্য বন্যপ্রাণ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত হয়। কিন্তু সাপটা কেন এল জনবহুল এলাকায়? ইকোলজির ভাষায় কারণ হতে পারে 'নিস'। 'নিস'-এর যথার্থ বাংলা তর্জমা করা কঠিন। বন্যপ্রাণীদের বন থেকে বেরিয়ে আসার পেছনে আছে হ্যাবিট্যাট, নিস, হোমরেঞ্জ ও ইকোলজির গূঢ় তত্ত্ব। ইকোলজি, ইকোসিস্টেম এখন আর অবোধ্য নয়। হ্যাবিট্যাট হল কোনও প্রাণীর আবাসস্থল বা ঠিকানা। হোমরেঞ্জ বলতে বোঝায় আবাসস্থলের চৌহদ্দি। জিনগত বৈশিষ্ট্য ও যাপনের প্রয়োজনে প্রাণীদের আবাসস্থলের চৌহদ্দি ছোট-বড় হয়। বাস্তুতন্ত্রে 'নিস' অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।

ধরা যাক শিলিগুড়ির মতো একটা বন লাগোয়া শহরে হঠাৎ শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব বেড়ে গেল। পিছনে থাকতে পারে শঙ্খচূড় সাপের 'নিস'-এর হেরফের। শঙ্খচূড় শুধু সাপ খায়। বনে সাপের সংখ্যা কমে গেলে শঙ্খচূড়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। বিজিতরা বাঁচার জন্য ছোটে এদিক-ওদিক। কে মরতে চায় সুন্দর ভুবনে? ঢুকছে শহর, গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আর একটা হতে পারে শহরে বাড়বাড়ন্ত জঞ্জাল, আবর্জনার জন্য বেড়ে গিয়েছে ইঁদুরের সংখ্যা। গন্ধ পেয়ে বনের সর্পকুল আস্তানা গেড়েছে শহরে। সাপের খোঁজে শঙ্খচূড় ঢুকছে শহরে। এভাবেই গ্রাম বা শহরের খুব কাছাকাছি চলে আসছে হাতি, বাইসন, লেপার্ড বা ভালুক। ক'দিন আগে কী হইচই হয়ে গেল একটি হাতির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়া নিয়ে।

একটা বনে নানা ধরনের বন্যপ্রাণী বসবাস করতে পারে। বাসস্থান এক হলেও প্রত্যেক প্রজাতির 'নিস' আলাদা। তৃণভোজী, মাংসাশীদের খাদ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাখিরা পোকা ও গাছের ফল খায়। কেউ বাচ্চা প্রসব করে, কেউ ডিম পাড়ে। কেউ ডিম পাড়ে গাছের কোটরে, কেউ মাটিতে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক প্রজাতির সম্পর্ক ভিন্ন, পেশা আলাদা। বাসস্থান একটা প্রজাতির ঠিকানা হলে, নিস হল তার পেশা। একটা আবাসস্থলে একই নিস প্রজাতির প্রাণী বেশি সংখ্যায় থাকলে প্রতিযোগিতা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বেশি হয়। বন্যপ্রাণীরা সন্ধান করতে থাকে নতুন বাসযোগ্য বনভূমির। আবাসস্থল সুঠাম থাকলে প্রাণী হোমরেঞ্জের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। মানুষের মতো প্রতিটা প্রাণী নিজের হোমরেঞ্জকে সুরক্ষা দিতে চেষ্টা করে। যার যত বড় হোমরেঞ্জ তার তত বেশি সমস্যা। সব থেকে বেশি সমস্যা পাখিদের। পাখিদের বলা হয় বনের স্বাস্থ্য-সূচক। যত ভালো বন তত বেশি পাখি।

বর্তমানে স্থলজ বন্যপ্রাণীদের মধ্যে ইউরেশিয়ান লিংক্স-এর হোমরেঞ্জ সর্ববৃহৎ। এটা একটা মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল। মর্দা বিড়ালের হোমরেঞ্জ প্রায় ২৬০০ বর্গ কিলোমিটার, মহিলার ১৪০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গের হাতিদের হোমরেঞ্জ কম নয়। মাদি হাতিরা দল নিয়ে প্রায় ৫৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা দখলে রাখে। মর্দা হাতিরা দখলে রাখে প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার। উত্তরবঙ্গে হাতির মুক্তাঞ্চল ছিল প্রায় ৩০০০ বর্গকিমি বন। বর্তমানে খণ্ডিত বনগুলোর মোট এলাকা প্রায় ১৯০০ বর্গকিমি। বাদবাকি বিখণ্ডিত বনের মাঝে চা বাগান, কৃষিজমি ও বসতি।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান স্থাপনের আগে এই এলাকা ছিল অখণ্ড বনভূমি। চা বাগান স্থাপনের পরে গড়ে ওঠে নতুন নতুন বসতি। পতিত জমি যা ছিল হাতিদের উঠোন সেগুলো হয়ে গিয়েছে আবাদি জমি। উন্নয়ন হাতিদের পথ টুকরো টুকরো করে দিলেও সেসব থেকে যায় তাদের স্মৃতিতে। বংশের পর বংশ সেই স্মৃতি ধরে হাতিরা হোমরেঞ্জের মধ্যে হাঁটে। এই পথকে বলা হয় 'করিডর'। উত্তরবঙ্গে হাতিদের মোট করিডর ছিল ৫৯টা। ৪৭টা করিডরের মালিক চা বাগান ও রায়ত। ২৬টা করিডরে বসবাস করে মানুষ। করিডরের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার। মানুষ বসবাস করে প্রায় ৫৮ কিলোমিটারের ওপর এবং প্রায় ৭ কিলোমিটারের ওপরে আছে মিলিটারি ক্যাম্প।

করিডরগুলো বাস্তুতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত হলেও, নেই কোনও আইনি বৈধতা। হাতির রাস্তার মালিক হাতি নয়। স্বাভাবিকভাবে করিডর ব্যবস্থাপনার ওপরে বন দপ্তরের কোনও আইনি অধিকার নেই। জমির মালিকের ইচ্ছায় করিডরে গড়ে উঠছে নতুন নতুন বসতি, ঘরবাড়ি, উঁচু বাঁধ, রাস্তা ইত্যাদি। মানুষের জন্য ফোর লেন, সিক্স লেন সড়ক হচ্ছে, ব্রডগেজ রেললাইন বসছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিমাল'-হাতির করিডরের আইনি বৈধতার দাবি শোনা যায় না।

আইনি বৈধতা না থাকলে, শুধু মাত্র বাস্তুতান্ত্রিকভাবে করিডর চিহ্নিত করে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানো যাবে না। হাঁটতে গিয়ে হাতি মরছে রেল ইঞ্জিনের ধাক্কা খেয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ও বিষ খেয়ে। হাতির মুখোমুখি হয়ে মানুষ মরছে নিজের ঘরে, রাস্তায়। মৃত্যুর কারণ শুধু উন্নয়ন নয়, উন্নয়নকামীদের সদিচ্ছার অভাব। মানুষ এখনও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সহাবস্থানে সচেতন হয়ে ওঠেনি। একটা দাঁড়াশ সাপ শত শত মানুষের পায়ের চাপ থেকে বেঁচে যেতে পারে কিন্তু একটা মানুষ বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হলে নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলে নিজের ভুলে। বন্যপ্রাণীরা প্রকৃতির সুশৃঙ্খল সন্তান। হোমরেঞ্জ ছেড়ে বাইরে যায় না। মানুষই তাদের বাসভূমি দখল করে বসে আছে।

এটা বোঝার জন্য ইতিহাসবিদ হতে হয় না। নিজের এলাকার অতীত খুঁজলেই বোঝা যায়। রবি ঠাকুর বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর...' আমরা পারিনি। বরং গুরুত্ব কমানো হয়েছে বনের। বন্ধ হয়েছে বনে ঢোকার প্রবেশমূল্য। উঠে গিয়েছে স্থানীয় মানুষের হস্তশিল্প গ্রহণ ও লোকসংস্কৃতি উপভোগের বাধ্যতা। কাজ হারিয়ে দরিদ্র মানুষ আবার সরাসরি নির্ভর হচ্ছে বনজের ওপর। নষ্ট হচ্ছে বনের বাস্তুতন্ত্র। উত্ত্যক্ত বন্যপ্রাণী চলে আসছে লোকালয়ে।

সামঞ্জস্যহীন উন্নয়নও সীমিত করছে বন্যপ্রাণীদের হোমরেঞ্জ, হ্যাবিট্যাট। নষ্ট হচ্ছে নিস, বাস্তুতন্ত্র। উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির যে ক্ষতি হয় সেটার কিছুটা পূরণ করার কথা বলা থাকে প্রকল্পে। ক্ষতিপূরণের কাজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত বন্যপ্রাণীর কথা ভেবে প্রয়োগ হচ্ছে কি না, সেটা কতটা খুঁটিয়ে দেখা হয় জানে না আমজনতা। নিকোবরে যে আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে তার জন্য গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যানের একটা অংশের তকমা ছিনিয়ে নিয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কাটা হবে। ক্ষতিপূরণ হিসাবে গাছ লাগানো হবে হরিয়ানাতে! রামের ক্ষতিপূরণ পাবে শ্যাম। কী করা যাবে! 'জায়েন্ট লেদারব্যাক টার্টল', 'নিকোবর মেগাপড'-এর মতো অনেক বন্যপ্রাণী তো মানুষের ভাষায় দাবি জানাতে পারে না। শুধু নিকোবর সমুদ্রবন্দর স্থাপন প্রকল্প নয়, খোঁজ নিলে দেখা যাবে প্রায় সব প্রকল্পের পেছনে একই ঘটনা।

উত্তরবঙ্গে চা বাগান নিয়েও চলছে আজব প্রকল্প। ইকোট্যুরিজমের নামে ভেসে আসছে 'রিয়েল এস্টেট' ব্যবসার কথা। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি হস্তান্তর করার আগে ভাবা হচ্ছে কি হাতির করিডরের বিষয়? করিডর নষ্ট হলে হাতিরা নতুন নতুন করিডর বের করে নেবে। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মচারীর অভাবে বনভূমি, বন ও বন্যপ্রাণকে সঠিক সুরক্ষা দিতে পারছে না বন দপ্তর। এই সবকিছুর মধ্যে আছে ছোট-বড় সব বন্যপ্রাণীর নিজ ভূমিতে পরবাসের যন্ত্রণার কারণ। বন্যপ্রাণীরা আছে নিজের জায়গায়, আমরাই ওদের জায়গা দখল করে আছি। কথাটা উপলব্ধি করে বন্যপ্রাণীদের প্রতি সহিষ্ণু হলে মঙ্গল সবার।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৮২

অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিকের জন্ম আজকের দিনে।

২০২১

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক অনীশ দেব।

আলোচিত

এবার শুধু সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নয়। যে ভাষা ওরা জানে, সেই ভাষাতেই পাকিস্তানিদের জবাব দিতে হবে। এখন সময় এসেছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করার। গত ক'দিন ধরে মূলধারার গণমাধ্যম ও কেন্দ্রের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে মনে হচ্ছে, পহলগামে হামলার গভীর তদন্তের পরিবর্তে তারা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্বার্থে প্রচারে বেশি মনোযোগী।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পহলগাম নিয়ে যখন দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যুদ্ধং দেহি পরিস্থিতি, তখনও রিলের ভূত পিছু ছাড়ছে না কিছু মানুষের। এক কাশ্মীরি মহিলা গাছের মগডালে উঠেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে বলিউডের বিখ্যাত 'ঝাল্লা ওয়াল্লা' গানে কোমর দুলিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

বিয়েতে কনের সাজে নববধূর দেখা মেলাই স্বাভাবিক। অথচ অনুষ্ঠানে ডাইনোসরের বেশে ঢুকলেন বধূ। বর হাসতে হাসতে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। নাচতেও দেখা যায় তাঁদের। সেই খোলস থেকে বেরিয়ে আসেন বধূ। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন
জনমত

অব্যবস্থা কলকাতা স্টেশনে

আমি প্রায় নিয়মিত জলপাইগুড়ি-কলকাতা যাতায়াত করে থাকি। কলকাতা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ২ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মেও বসার ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এসকালেটার ৯০ শতাংশ সময় বিকল থাকে। লিফট নেই। ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে কোনও লিফট বা চলমান সিঁড়ি নেই। বয়স্ক মানুষের পক্ষে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ২, ৩, ৪, ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি ও লিফটের ব্যবস্থা করা জরুরি।

আরজি করের দিক থেকে স্টেশনে আসার জন্য অটো বা টোটো সার্ভিস নেই। ফলে প্রায় এক কিমি পথ হেঁটে এসে ট্রেন ধরতে হয়। শিয়ালদা বা হাওড়ায় সে অসুবিধে নেই। কলকাতা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জনপ্রিয় রুটে বাস চালানোর ব্যবস্থা নেই, যা খুবই জরুরি।

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিলে উত্তরবঙ্গের মানুষের উপকার হবে।

বিদ্যুৎ রায়, নিউটাউনপাড়া, জলপাইগুড়ি।

ফেরত চাই ভারতীয় কৃষককে

১৬ এপ্রিল সীমান্ত সংলগ্ন নাগর সিংমারি গ্রামে কর্মরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশি পাচারকারীর। এই ঘটনার জেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে উকিল বর্মন নামে এক ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। পরবর্তীতে তাঁকে বিজিবি উদ্ধার করে হাতিবান্ধা থানায় তুলে দেয়। পুলিশ ফেরত না পাঠিয়ে অনুপ্রবেশকারী আরোপ লাগিয়ে লালমণিরহাট আদালতে পাঠায় অপহৃত কৃষককে।

অপহৃত কৃষকের প্রতি বাংলাদেশ পুলিশের এই কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাই। এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও নির্দোষ অপহৃত কৃষককে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়নি। ভারতীয় নাগরিক তথা ওই কৃষককে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শুভঙ্কর শর্মা, বামনপাড়া, শীতলকুচি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জার্মানিতে শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী

জার্মানিতে কার্যত সবার অজান্তেই প্রয়াত হলেন নির্বাসিত কবি দাউদ হায়দার। যিনি ৫১ বছর ফিরতে পারেননি বাংলাদেশে।

আলপনা ঘোষ

নির্বাসিত বাংলাদেশি কবি, বন্ধু দাউদ হায়দারের বার্লিনে প্রয়াণের খবর শুনে মনে পড়ে গেল তাঁর 'তোমার কথা' কবিতার সেই স্মরণীয় লাইনগুলো।

'মাঝে মাঝে মনে হয়/ অসীম শূন্যের ভেতর উড়ে যাই।/ মেঘের মতন ভেসে ভেসে, একবার/ বাংলাদেশ ঘুরে আসি/ মনে হয়, মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে/ চিৎকার ক'রে বলি;/ আকাশ ফাটিয়ে বলি-/ দ্যাখো সীমান্তে ওই পাশে আমার ঘর/এইখানে আমি একা, ভিনদেশি'।

১৯৮৩ সালে রচিত 'তোমার কথা' কবিতায় মাতৃভূমির জন্য নির্বাসিত কবি দাউদের যে যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে, সেই বেদনার অন্ত ঘটল অবশেষে স্বজনহীন ভিনদেশের মাটিতে।

পাঁচ দশকেরও বেশি সময় আগে দাউদ সেই যে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, আর কোনও দিন ফিরে যাননি ভূমি মায়ের কোলে। শুধু মাত্র একটি কবিতা লেখার অপরাধে বিতাড়িত হয়েছিলেন তিনি স্বভূমি থেকে। সেটা ১৯৭৪ সাল। আমৃত্যু নির্বাসনে কাটিয়েছেন। যতদিন কিংবদন্তি সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় জীবিত ছিলেন, কলকাতায় এলে তাঁর জন্য অবারিতদ্বার ছিল কবির আলয়ে। পুত্র জ্ঞানে স্নেহ করতেন তিনি এই নির্বাসিত তরুণ কবিকে।

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের নির্দেশে দাউদকে তুলে দেওয়া হয়েছিল একটি কলকাতাগামী উড়োজাহাজে। কবির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল মুজিব সরকার। ১৯৭৬ সালে দাউদ পাসপোর্ট নবীকরণের জন্য কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে জমা দিলে

এরশাদ সরকার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়ার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাসপোর্ট ছাড়া কোনও দেশই দাউদকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে।

কবির এই দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নোবেল বিজয়ী জার্মান কবি গুন্টার গ্রাস। তিনি জার্মান সরকারের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে নির্বাসিত কবির রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেন। রাষ্ট্রসংঘের অনুমতিপত্রই হল তখন কবির দেশান্তরে ঢোকার ছাড়পত্র। জার্মানি যাওয়ার পর থেকে বেশ কিছুদিন তিনি রেডিও চ্যানেল 'ডয়েচে ভেলে'র একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

দাউদের সঙ্গে আমার পরিচয় আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের সুবাদে। শংকর তখন যে কাগজের সম্পাদক, সেখানে দাউদ বার্লিন থেকে প্রায়শই লিখতেন। কলকাতায় এলে বাঁধাধরা ছিল আমাদের বাড়িতে আসা। ভারী স্নেহ করতেন শংকর অনুজ এই প্রবাসী কবিকে। কত গল্প, কত কবিতা পাঠ হত সে সব দিনে।

২০০৯ সালে যেদিন শংকর চলে গেলেন চিরতরে, তার পরদিন রাতে দাউদ এসে হাজির আমাদের বাড়িতে। সেদিনই বার্লিন থেকে কলকাতায় ফিরেছেন দাউদ। খবরের কাগজেই পেয়েছিলেন দুঃসংবাদ। তাই এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। শংকরের কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলাম, দাউদের চোখ ভর্তি জল।

দাউদ দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতার সম্পাদক ছিলেন সত্তর দশকের শুরুতে। ১৯৭৩ সালে লন্ডন সোসাইটি ফর পোয়েট্রি দাউদ হায়দারের একটি কবিতাকে 'বেস্ট পোয়েম অফ এশিয়া' স্বীকৃতি দিয়েছিল।

জার্মানিতে কী নেই? সব ছিল। শুধু ছিল না দাউদের ইছামতী নদী। দেশে ফেরার জন্য শিশুর মতো চোখের জল ফেলেছেন তিনি সকলের অন্তরালে। আজ সে সবের অবসান ঘটল। যেখানেই থাকুন, শান্তিতে থাকুন কবি দাউদ হায়দার।

(লেখক সাংবাদিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৬

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্য প্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪১২৫

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

ঘরে ঢুকে সমাজকর্মীকে খুন করল জঙ্গিরা

পহলগাম হত্যার তদন্তে এনআইএ

শ্রীনগর, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার তদন্তে নামল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি (এনআইএ)। রবিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবারের হামলার পরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন এনআইএ আধিকারিকরা। তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এদিন এনআইএ-র এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। একজন আইজি, ডিআইজি ও এসপির নেতৃত্বে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তদন্ত চালাবেন এনআইএ আধিকারিকরা।

পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করার পর কাশ্মীরিদের বড় অংশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। উপত্যকার নানা জায়গায় জঙ্গিদের কঠিন শাস্তির দাবিতে মিছিল হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে দায় স্বীকার করলেও পরে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে এসেছে জঙ্গিগোষ্ঠী দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন টিআরএফ মঙ্গলবারের হামলার জন্য উলটে ভারতকেই দায়ী করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে এনআইএকে দায়িত্ব দিয়ে পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের মুখোশ খুলে দিতে চাইছে কেন্দ্র।

বিশেষ সূত্রে খবর, পাইনের জঙ্গল ও খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় পৌঁছেছিল জঙ্গিরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা। দলে সম্ভবত ৫ জন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ৩ জন পাকিস্তানের নাগরিক। ২ জন স্থানীয়। হামলা চালানোর সময় তারা ২টি মোবাইল ছিনতাই করে।

একনজরে

- ২২ ঘণ্টা হেঁটে পহলগামের বৈসরণে পৌঁছেছিল জঙ্গিরা
- বিশেষ ধরনের মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেছিল তারা
- রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি
- জঙ্গি আদিলকে আত্মসমর্পণের আবেদন মায়ের
- সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় সমাজকর্মী

তার মধ্যে একটি মোবাইল নিয়েছে এক পর্যটকের কাছ থেকে। অপর মোবাইলটি একজন স্থানীয় বাসিন্দার।

পহলগাম তদন্তে গতি আসার সঙ্গে উপত্যকায় যৌথ বাহিনীর অভিযানও তীব্রতর হচ্ছে। চলছে চিরুনি তল্লাশি। একের পর এক জঙ্গির বাড়ি আইইডি বা বুলজোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রবিবার পর্যন্ত ভাঙা হয়েছে ৯ জঙ্গির বাড়ি। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিল ঠোকার ও আসিফ নামে পহলগামে হামলাকারী দলের দুই জঙ্গির বাড়িও। মাথার ছাদ হারালেও ছেলের কাজকে সমর্থন করতে পারেননি আদিলের মা শাহজাদা। তিনি বলেন, '২০১৮'র ২৯ এপ্রিলের পর থেকে আদিলের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ নেই। বদগামে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বলে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। তিনদিন পরে আমরা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করি।' আদিলের কাছে তাঁর কাতর আর্জি, 'তুমি আত্মসমর্পণ করো। আমাদের এবার অন্তত শান্তিতে থাকতে দাও।'

জঙ্গিদের সাহায্য করার অভিযোগে ১৫ জন কাশ্মীরি 'ওভারগ্রাউন্ড ওয়ার্কার'কে চিহ্নিত করা হয়েছে। জঙ্গি-খোচর সন্দেহে প্রায় ২০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সেনা-পুলিশের সক্রিয়তার মধ্যেই উপত্যকায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। শনিবার গভীর রাতে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামবাসীকে গুলি করে মেরেছে তারা। নিহতের নাম রসুল মাগরে। কান্দিখাস এলাকার বাসিন্দা সমাজকর্মী মাগরেকে কেন জঙ্গিরা খুন করল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবারও নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা। টানা গোলাগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলওসি সংলগ্ন গ্রামগুলিতে।

মোদি-শরিফের সঙ্গে কথা ইরানের প্রেসিডেন্টের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের চরম টানাপোড়েনের মধ্যেই তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা ক্রমশ পেকে উঠছে। সেই তালিকায় রাশিয়া, চিনের মতো বড় শক্তির পাশাপাশি ইরানের নামও উঠে আসছে। ইসলামাবাদ এই ব্যাপারে রাজি থাকলেও সেই মধ্যস্থতায় নয়াদিল্লি কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে চরম ধোঁয়াশা রয়েছে। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা জানান ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ান। পহলগামে নিহতদের প্রতি গভীর শোকপ্রকাশও করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, জঙ্গি হামলায় দোষী এবং মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা ইরানের প্রেসিডেন্টকে সাফ জানিয়ে দেন মোদি। বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেন মোদি। দুই রাষ্ট্রনেতাই সাফ জানিয়ে দেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একচুল পিছু হটা হবে না। মোদির সঙ্গে কথা বলার খানিকটা পরেই ইরানের প্রেসিডেন্টকে ফোন করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সেই ফোনালাপে ভারতের তরফে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে সরব হন তিনি। শরিফ তাঁকে বলেন, জলকে অস্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। যা পাকিস্তানের পক্ষে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানও যে সন্ত্রাসবাদের শিকার সেই কথাও ইরানের প্রেসিডেন্টকে জানিয়ে দেন শরিফ।

ইরানের পাশাপাশি রাশিয়া এবং চিনকে পহলগামের ঘটনায় মধ্যস্থতাকারীকে হিসেবে জড়াতে চায় ইসলামাবাদ। রুশ সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ বলেন, 'আমি মনে করি, রাশিয়া বা চিন অথবা কোনও পশ্চিমী শক্তি এই সংকটকালে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারত ও মোদি সত্যি বলছে কিনা সেটাও তদন্ত করতে পারে তারা।' পহলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের আদৌ হাত রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই বলেও দাবি করেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা, নিহত ৯

ভ্যাঙ্কুভার, ২৭ এপ্রিল : ফিলিপিন্সের জাতীয় উৎসব চলার মাঝে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে একটি চারচাকা হুড়মুড় করে ঢুকে পিষে দিল বহু মানুষকে। প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আহত অনেকেই। মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তেও পারে। শনিবার রাতে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারের রাস্তায় এই কাণ্ড ঘটিয়েছে একটি কালো রঙের এসইউভি। হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এই ঘটনা জঙ্গিহানা নাকি দুর্ঘটনা তাও জানা যায়নি।

ভ্যাঙ্কুভার পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, রাস্তায় ছড়ানো-ছিটোনো অবস্থায় পড়ে রয়েছে একাধিক মৃতদেহ। পুলিশকে উদ্ধৃত করে ভ্যাঙ্কুভারের মেয়র কেন সিম বলেছেন, 'অনেকে মারা গিয়েছেন। আহতও হয়েছেন অনেকে। আমরা মর্মাহত। ব্যথিত। ফিলিপিনো সম্প্রদায়ের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।'

ফিলিপিনোদের জাতীয় বীর দাতু লাপুর স্মরণে স্থানীয় ফিলিপিনো সম্প্রদায় প্রতি বছর এই সময় উৎসবের আয়োজন করে। শনিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল উৎসব।

অমৃতসরের কাছে ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে পাকিস্তানিদের ভিড়। দেশে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। রবিবার। -পিটিআই

আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে ভিড়, ভাঙছে পরিবার

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : সরকারি হিসাব বলছে গত ৪৮ ঘণ্টায় পঞ্জাব সীমান্তে আটারি-ওয়াঘা চেকপোস্ট দিয়ে ২৭২ জন পাকিস্তানি নাগরিক ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে পাকিস্তান থেকে ভারতে ফিরেছেন ৬২৯ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ১৩ জন কূটনীতিক।

পহলগাম হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই একে অন্যের নাগরিকদের দ্রুত ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তার জেরে ভিড় জমেছে আটারি-ওয়াঘা সীমান্তে। আর এতে চরম সমস্যায় পড়েছে বেশ কয়েকটি পরিবার। কোথাও স্বামী-স্ত্রী, আবার কোথাও মা-সন্তানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সাধারণ পাকিস্তানিদের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। একাধিক পাকিস্তানিকে কেঁদে ফেলেছেন।

আবার যে দম্পতিদের একজন অন্য দেশের নাগরিক তাঁরাও পড়েছেন সংকটে। যেসব পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বিয়ের সূত্রে এদেশে রয়েছেন তাঁদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানবাসী ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও। মাসখানেক আগে ভারতীয় মায়ের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে দিল্লিতে মামারবাড়ি এসেছিল ১১ বছরের জৈনব এবং বছর ৮-এর জানিশ। বাবা পাকিস্তানি হওয়ায় জৈনব ও জানিশ জন্মসূত্রে সেদেশের নাগরিক। ভারত পাক নাগরিকদের ভিসা বাতিল করায় জৈনব ও জানিশ পাকিস্তানে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যাওয়ার সময় ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে দুই শিশুকে। কাঁদতে কাঁদতে জানিশ বলেছে, 'মাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।' জৈনবের প্রশ্ন, 'মাকে ছেড়ে আমরা কী করে থাকব?' উত্তর মেলেনি।

৫৫ বছর বয়সি ওড়িশার সারদা কুকরেজার সমস্যা বোধহয় আরও জটিল। আদতে পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের বাসিন্দা সারদা ১৯৮৭-তে ভারতে চলে এসেছিলেন। বিয়ে করেছেন ওড়িশার এক ব্যক্তিকে। ভারতে ৩৮ বছর কাটিয়ে দিলেও এখনও তাঁর পাকিস্তানি পাসপোর্ট রয়ে গিয়েছে। যদিও সারদার দাবি, এদেশের আধার কার্ড রয়েছে তাঁর। ভোটও নাকি দিয়েছেন। পহলগাম হামলার জেরে সেই সারদাকে পাকিস্তানে ফেরত যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বোলাঙ্গির জেলাপ্রশাসন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি নিয়ে সংসার করা সারদার আর্তি, 'অনেক বছর আগে পাকিস্তান ছেড়ে চলে এসেছি। ওখানে আমার কেউ নেই। এত বছরে পাকিস্তানে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। এখন আমাকে সেদেশে ফেরত পাঠালে কোথায় যাব?' প্রশাসনের দরজায় দরজায় হত্যে দিচ্ছে তাঁর পরিবার।

ক্যামেরাবন্দি... রবিবার মুম্বইয়ের বাইকুলা চিড়িয়াখানায় পর্যটকরা।

ফেরত পাঠাতে তৎপর কেন্দ্র

দিল্লি-মহারাষ্ট্রে হদিস ১০ হাজার পাকিস্তানির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগাম হামলার জেরে বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানিদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে কেন্দ্র। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা পাকিস্তানি নাগরিকদের চিহ্নিত করে দ্রুত ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর ওই নির্দেশ পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে তৎপরতা। প্রতিটি রাজ্যে খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে পাকিস্তানি নাগরিকদের। এর মধ্যেই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, দিল্লি ও মহারাষ্ট্র মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। দুই জায়গাতেই প্রায় ৫০০০ করে পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছে। মহারাষ্ট্রের তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র নাগপুরেই রয়েছে ২৪৫৮ জন পাকিস্তানি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিদেশি আঞ্চলিক নিবন্ধন দপ্তরের (এফআরআরও) তালিকাটি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে পাঠানো হয়েছে, যা পরে বিভিন্ন জেলার পুলিশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে যাচাই ও শনাক্তকরণের জন্য। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মধ্য ও উত্তর-পূর্ব দিল্লির জেলাগুলিতে। ওই স্থানগুলিতে পাকিস্তানি নাগরিকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও আইবি-র আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই নাগরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এবং দ্রুত তাদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার জন্য। একাধিক পাকিস্তানি নাগরিক ইতিমধ্যেই দিল্লি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে খবর। একটি হিসেব বলছে, দিল্লির মজনু কা টিলা এলাকায় প্রায় ৯০০ এবং সিগনেচার ব্রিজের কাছে ৬০০-৭০০ জন পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, সময়সীমা পেরিয়ে গেলে যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে

> কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে দিল্লিতে প্রায় ৫০০০ পাকিস্তানি নাগরিক বসবাস করছেন। কেউ মেডিকেল ভিসায়, কেউ ট্যুরিস্ট, কেউ বা লং টার্ম ভিসায় ভারতে রয়েছেন। গোয়েন্দাদের প্রস্তুত করা তালিকা ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে লং টার্ম ভিসাধারী পাকিস্তানি নাগরিকদের ভবিষ্যৎ কী হবে? নিয়ম অনুযায়ী, বিবাহ সূত্রে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা নাগরিকদের প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য লং টার্ম ভিসা (এলটিভি) প্রদান করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক বা দুই বছরের জন্য সেই ভিসার নবীকরণ করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, ভারতে স্থায়ী হওয়ার পর তারা তাদের পাকিস্তানি পাসপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পরিবর্তন না হওয়ায় খাতায়-কলমে তারা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবেই বিবেচিত। এখন প্রশ্ন হল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের অবস্থান কতটা নিরাপদ? ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ায় কি তাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি বিবাহ সূত্রে আসা এবং দীর্ঘদিন ভারতে বসবাসের কারণে তাদের জন্য আলাদা কোনও নীতি গৃহীত হবে?

ভারত-বিরোধী মন্তব্যে ধৃত ১৯ : পহলগামের বৈসরনে পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী মন্তব্যে গ্রেপ্তার হলেন ১৯ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪ জন অসমের। চারজন ত্রিপুরার ও একজন মেঘালয়ের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বিধায়ক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার অসমের এআইইউডিএফ-র বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। তিনি বলেছেন, '২০১৯-এর পুলওয়ামার মতো পহলগামের ঘটনা সরকারি চক্রান্ত।' তাঁকে পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। অসম থেকে ধৃতের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহম্মদ জাবির হুসেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার শিক্ষার্থী মহম্মদ বাহাউদ্দিন, আইনজীবী মহম্মদ জাভেদ মজুমদার প্রমুখ। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজনে ধৃতদের ওপর জাতীয় সুরক্ষা আইন প্রয়োগ করা হবে।'

ত্রিপুরা থেকে ধৃত চারজনের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সজল চক্রবর্তী রয়েছেন। মেঘালয় থেকে ধৃত সাইমন শিল্লার ভারত বিরোধী মন্তব্য গুয়াহাটির একটি নিউজ চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

দাবি সিবালের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি জানালেন রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি ২৫ এপ্রিল বলেছিলাম এই শোকের পরিস্থিতিতে দেশ যে ঐক্যবদ্ধ আছে সেটা বোঝাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হোক। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আর্জি জানাচ্ছি, তারা যেন সরকারকে মে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য আবেদন জানায়।' পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ বাড়াতে বিভিন্ন দেশে শাসক ও বিরোধী সদস্যদের নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন সিবাল। অন্যদিকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর নিশানা করেছেন পিপিপি চেয়ারপার্সন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারিকে। সিন্ধু নিয়ে ভারতীয়দের রক্ত বইবে বলে যে হুমকি তিনি দিয়েছেন তার জবাবে থারুর বলেন, 'পাকিস্তান যদি কিছু করে তাহলে জবাব পাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি রক্ত বয় তাহলে আমাদের তুলনায় ওঁদের তরফেই বেশিরভাগ রক্ত বইবে।'

বন্দর-শহরে বিস্ফোরণে মৃত বেড়ে ২৮

তেহরান, ২৭ এপ্রিল : ইরানের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বন্দর শাহিদ রাজাইতে শনিবারের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮। আহত হয়েছেন ৭৫০ জন। আগুন নেভাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবল বাতাসের কারণে কর্মীরা আগুন নেভাতে বেগ পেয়েছেন। বাতাসের দাপটে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অকুস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের সরকারি কার্যালয় ও স্কুল চত্বরে ধোঁয়া ঢুকে পড়ায় সেগুলি বন্ধ রাখা হয়েছে। ৫০ কিলোমিটার দূর থেকেও শোনা গিয়েছে বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগুন লাগার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন একটি সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিপজ্জনক ও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের ডিপো থেকে আগুনের সূত্রপাত। এক প্রথমসারির মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির সূত্র উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের পিছনে রয়েছে সোডিয়াম পারক্লোরেট, যা ক্ষেপণাস্ত্রে কঠিন জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০

ভোপাল, ২৭ এপ্রিল : মধ্যপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১০ জনের। রবিবার বিকেলে মন্দসৌর জেলার কাছারিয়া গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের সঙ্গে উদ্ধারকার্যে নেমেছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ১৩ জন যাত্রী সমেত একটি গাড়ির উল্টোদিক থেকে আসা বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

৫১ বছর নির্বাসনে থেকে বার্লিনেই প্রয়াত কবি দাউদ

বার্লিন, ২৭ এপ্রিল : তাঁর কলম থেকেই বেরিয়েছিল 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ' কবিতা। ঝলসে উঠেছিল, 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়, কালো বন্যায়', যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে কবির বিরুদ্ধে মামলা হয়। আটক হন। পরে মুক্তি পান। বাংলাদেশের সেই বর্ণময় কবি, লেখক ও সাংবাদিক দাউদ হায়দার আর নেই। চিরকুমার দাউদের মৃত্যু হয়েছে জার্মানিতে। বয়স হয়েছিল ৭৩। শনিবার বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত ১টা ৩০ মিনিটে বার্লিনের এক বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

দাউদ হায়দারের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর ভাইঝি শাওন্তী হায়দার। বেশ কিছুদিন থেকে শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন কবি। গত ডিসেম্বরে সিঁড়িতে পড়ে যান। মাথায় আঘাত লাগে। হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি হওয়ার পর বাড়িতে ফিরলেও আর সুস্থ জীবনে ফিরতে পারেননি দাউদ হায়দার।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাবনায় জন্ম দাউদ হায়দারের। তিনি একাধারে কবি। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিকও। তাঁর কবিতা 'কালো সূর্যের কালো জ্যোৎস্নায়...' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে তিনি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, এমন অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়। ১১ মার্চ গ্রেপ্তার হন। ২০ মে মুক্তি পেলেও কবিকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার। পরের দিন একেবারে শূন্য হাতে বাংলাদেশে বিমানের একটি উড়ানে কলকাতায় চলে আসেন।

দাউদ এক জায়গায় লিখেছেন, ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন মাত্র ৬০ পয়সা নিয়ে। সঙ্গে ছিল দুটি কবিতার বই, একজোড়া শার্ট, প্যান্ট, চটি ও টুথ ব্রাশ। গুন্টার গ্রাস যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কল্লোলিনী চষেছিলেন দাউদ। তারপরেই চলে যান জার্মানি। সব এখন অতীত।

বাংলাদেশের কবি দাউদ হায়দার। -ফাইল ছবি

বাংলাদেশকেও জল বন্ধের হুঁশিয়ারি

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামের ঘটনার জবাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিয়েছে মোদি সরকার। এই নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে হওয়া গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি ভুলে ভরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। গোড্ডার সাংসদ বলেন, 'গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল। ১৯৯৬ সালে কংগ্রেস সরকারের ভুল ছিল ওই চুক্তি।' তাঁর বিষোদগার, 'আমরা আর কতদিন সাপদের জল দিয়ে যাব? এবার ওদের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গের আপত্তিতে তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি এখনও আটকে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নিশিকান্ত বলেন, 'বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বারবার বলেছেন, বাংলাদেশকে আমরা যেন জল না দিই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা জলচুক্তির বিরোধিতা করেছেন। বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত না সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে সাহায্য করা বন্ধ করছে, ততদিন ওদের জল দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত আমাদের।'

> বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। গঙ্গার জল দেওয়া নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ভুল ছিল।
>
> **নিশিকান্ত দুবে**

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিজেপির এই বিতর্কিত সাংসদ। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ রুখতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।'

ইউনূস জমানায় বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন এবং ভারতবিদ্বেষের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও তা বন্ধ হয়নি। ঢাকার তরফে পহলগাম হামলার নিন্দা করা হয়েছে ঠিকই, তবে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা যেভাবে বেড়েছে, তাতে উদ্বিগ্ন নয়াদিল্লি। পশ্চিম সীমান্তের পাশাপাশি পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা পরিস্থিতিও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম বড় মাথাব্যথা। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে জল দেওয়া বন্ধ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে নিশিকান্ত দুবে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে তিক্ততা আরও বাড়িয়ে তুললেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সুস্থ থাকুন

বড়দেরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন

শিশুদের ক্ষেত্রে সচেতনতা অনেকটা বাড়লেও প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার বিষয়ে আমরা এখনও ততটা সচেতন নই। অথচ সময়মতো ভ্যাকসিন দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদেরও অনেক রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এরকমই কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে লিখেছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শ্রেয়সী সেন**

তখন ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ, ব্রিটেনে গুটিবসন্ত মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইবার মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশের বেশি মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই সময় ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার লক্ষ করেছিলেন, গোপালকরা যাঁরা একবার গোবসন্ত অর্থাৎ কাউপক্সে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের কিন্তু আর গুটিবসন্ত অর্থাৎ স্মলপক্স হচ্ছে না।

গোবসন্ত তুলনায় কম বিপজ্জনক রোগ। ডা জেনার পরিকল্পনা করে কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে অল্প পরিমাণে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করালেন। সত্যিই তাঁদের মধ্যে গুটিবসন্ত রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠল। এভাবেই তৈরি হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম সফল প্রতিরোধক ভ্যাকসিন।

তারপর কেটে গিয়েছে দুই শতাব্দীর বেশি সময়। ১৯৮০ সালে টিকাকরণের মাধ্যমে স্মলপক্স পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। ভ্যাকসিনের মাধ্যমে পোলিও ভাইরাসও দু'-একটি দেশ বাদে সারা পৃথিবী থেকেই অবলুপ্তির পথে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় শিশুদের মোট ১২টি প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে যক্ষা, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি, হাম, রোটাভাইরাস, মাম্পস, জাপানিজ এনসেফ্যালাইটিস, পোলিও এবং নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন। প্রতি বছর ২.৯ কোটি গর্ভবতী মহিলা ও ২.৬৭ কোটি নবজাতক এই টিকাকরণ কর্মসূচির আওতায় আসছে।

যাইহোক, প্রাপ্তবয়স্করা যেসব টিকা নিতে পারেন তার মধ্যে রয়েছে -

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা

৬০ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেরই বছরে একবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রতি বছরই কিছু না কিছু জিনগত চরিত্র পরিবর্তন করে, তাই প্রতি বছরই নতুন করে ভ্যাকসিন আসে। এই ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় সাম্প্রতিকতম ভ্যাকসিনটিই নিতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই এই ভ্যাকসিন পরোক্ষভাবে এইসব রোগের থেকেও সুরক্ষা দেয়।

নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন (পিসিভি/পিপিএসভি)

এই ভ্যাকসিন শিশু ও বয়স্কদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের সার্বিক টিকাকরণ কর্মসূচিতে এই ভ্যাকসিন অন্তর্গত হলেও বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই টিকা সরকারিভাবে উপলব্ধ নয়। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে সবারই যদি সম্ভব হয় এই ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার।

বর্তমানে এই ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ দেওয়া হয়। প্রথম বছর PCV13-এর একটি ডোজ এবং এক বছর পরে 23Valent ভ্যাকসিনের একটি ডোজ।

হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন

হেপাটাইটিস-বি'এর জীবাণু শুধু জন্ডিসের জন্য দায়ী নয়, দীর্ঘস্থায়ীভাবে লিভারের ক্ষতি করে, লিভার সিরোসিস এবং লিভার ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। যাঁরা ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তারি বা নার্সিংয়ের ছাত্রছাত্রী, ল্যাবরেটরি বা ব্লাড ব্যাংকে যাঁরা কর্মরত, সবার এই ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত।

এই ভ্যাকসিনের তিনটি ডোজ

প্রথম ডোজের এক মাস পরে দ্বিতীয় ডোজ নিতে হবে, আর ছয় মাস পরে তৃতীয় ডোজ। যাঁরা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাঁদের এই ভ্যাকসিন দেওয়ার আগে HbsAg পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন। এই পরীক্ষা করে বোঝা যায় তাঁরা ইতিমধ্যেই হেপাটাইটিস-বি'তে আক্রান্ত কি না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, সব মানুষের এই পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া আবশ্যক নয়।

চিকেনপক্স বা ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন

যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি জীবনে কখনও চিকেনপক্সে আক্রান্ত হননি বা ছোটবেলায় এর টিকা নেননি, তাঁরা এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন। এর দুটি ডোজ। এই দুই ডোজের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৮ দিনের ব্যবধান রাখতে হবে।

চিকেনপক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি কেউ এই ভ্যাকসিন নিয়ে নেন, তাহলে তাঁর এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়।

এমএমআর (মাম্পস-মিজেলস-রুবেলা) টিকা

এই ভ্যাকসিন তিনটি রোগ থেকে রক্ষা করে – হাম, মাম্পস এবং জার্মান মিজলস (রুবেলা)। এই ভ্যাকসিন সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই নিতে পারেন, যদি শৈশবে এই টিকা না পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রেও দুটি ডোজ অন্তত ২৮ দিনের ব্যবধানে নিতে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ভ্যাকসিন দেওয়া থাকলে সন্তানদের মধ্যে কনজেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। গর্ভস্থ শিশু রুবেলায় আক্রান্ত হলে শিশুটির চোখ, কান ও হার্টের বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটি থাকে।

সার্ভিকাল ক্যানসার ভ্যাকসিন

বর্তমানে অনেক কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা এই ভ্যাকসিন সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। প্রতি বছর ভারতে গড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মহিলা সার্ভিকাল ক্যানসারে আক্রান্ত হন এবং ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা হিসেবে এটি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

৯ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই টিকা নেওয়া যায়। ১৫ বছরের আগে নিলে দুটি ডোজ এবং তার বেশি বয়সে নিলে তিনটি ডোজ লাগে। আমরা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিলেও এটি পুরুষদেরও কিছু কিছু ক্যানসার প্রতিরোধ করতে পারে।

টাইফয়েড ভ্যাকসিন

এই ভ্যাকসিন প্রধানত বড়দের ক্ষেত্রে ট্রাভেলর্স ভ্যাকসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কুম্ভমেলা, গঙ্গাসাগরমেলা প্রভৃতি যেসব জায়গায় প্রচুর জনসমাগম হয়, সেখানে যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো এই ভ্যাকসিন নিতে পারেন।

এছাড়া আরও কিছু ভ্যাকসিন প্রাপ্তবয়স্কদের দেওয়া যায়। যেমন, মেনিনগোকক্কাল ভ্যাকসিন, হারপিস-জস্টার ভ্যাকসিন, কলেরা, জলাতঙ্কের টিকা, টিডিএপি ভ্যাকসিন প্রভৃতি বিশেষ পরিস্থিতিতে দেওয়া হয়।

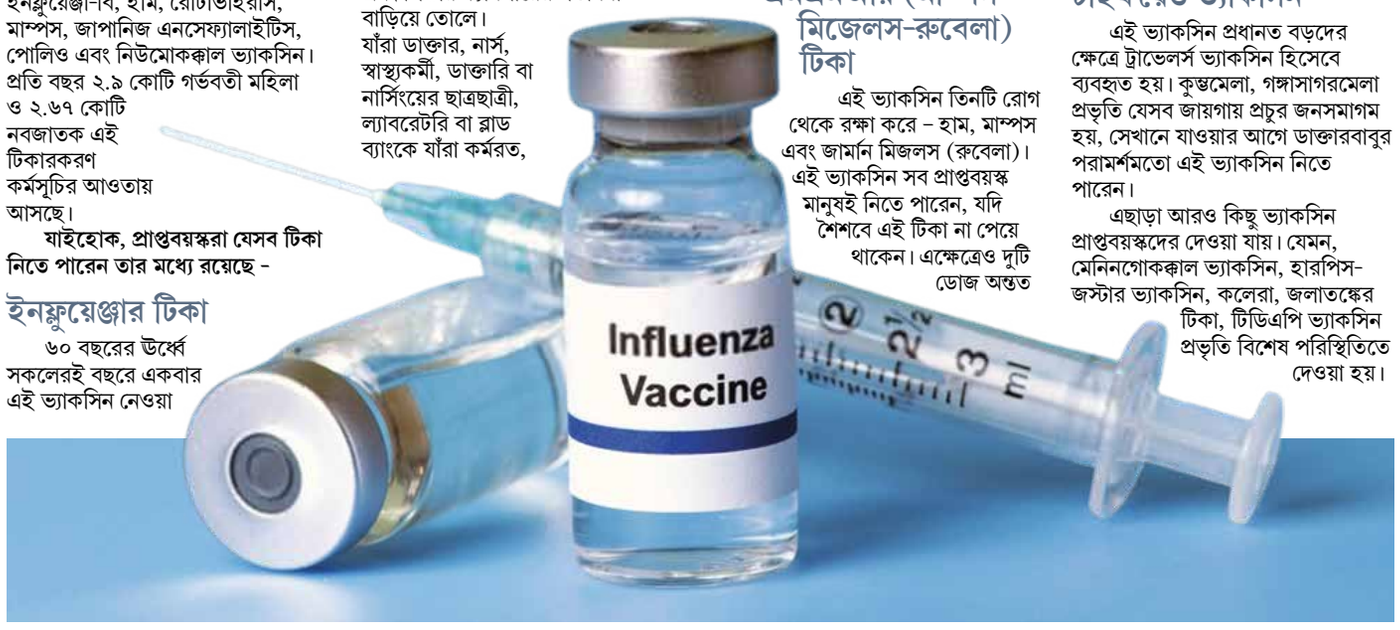

গরমে হাতের চামড়া ওঠার সমস্যা

আমাদের ত্বকের বাইরের দিককার সূক্ষ্ম স্তর প্রতি ২৮ দিন পরপরই বদলে যায়। অর্থাৎ আমাদের সবারই চামড়া ওঠে ২৮ দিন অন্তর। তবে তা এতটাই সূক্ষ্মভাবে যে আমরা বুঝতে পারি না। তবে বিভিন্ন কারণে কখনও চামড়া ওঠার হার স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যায়।

গরমে রোদের তীব্রতা ও জলশূন্যতার প্রভাবে ত্বক শুষ্ক হতে পারে। চামড়া উঠতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত ঘামের কারণে রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকের স্বাভাবিকতা ব্যাহত হতে পারে। এই কারণেও চামড়া ওঠার হার বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া জুতো-মোজার ভেতরে অনেকেরই পায়ের তালু ঘামে। কারও বাঁ হাতের তালু খুব ঘামে। গরমের সময় হাত-পায়ের তালুর চামড়াও উঠতে পারে অতিরিক্ত।

স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে চামড়া উঠতে পারে বেশি। পারফিউম বা বডি স্প্রে ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাবেও এমনটা হতে পারে। স্নানের জলে জীবাণুরোধী রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করা হলেও এ ধরনের সমস্যা হতে পারে। সোরিয়াসিস, কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস ও এগজিমা আক্রান্তদেরও চামড়া ওঠার সমস্যা দেখা দেয়।

প্রতিকারের উপায়

ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন অবশ্যই। এমন ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন, যা মাখার পর চিটচিটে হবে না। সেরামাইডযুক্ত ময়েশ্চারাইজার ভালো। ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে পারেন।

পর্যাপ্ত জল খাবেন। ত্বকের সুরক্ষায় ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ও ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। সবুজ শাকসবজি, তাজা ফলমূল, নানা ধরনের বাদাম, বীজ প্রভৃতি পুষ্টিকর খাবার খাবেন।

প্রতিবার হাত পরিষ্কার করার পর হ্যান্ড ক্রিম লাগিয়ে নেওয়া আবশ্যক। ঘাম হলে মুছে ফেলুন। ত্বক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

এসব বিষয় মেনে চলার পরেও সমস্যা না মিটলে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের হাওয়ায়ও ত্বক শুষ্ক হয়ে বেশি বেশি চামড়া উঠতে পারে। তার ওপর শীতকাল চলে গেলে অনেকেই ময়েশ্চাইরাইজার ব্যবহার করেন না। তাই ত্বকের শুষ্কতা ও চামড়া ওঠার সমস্যা হতেই পারে।

অতিরিক্ত চামড়া ওঠার অন্য কারণ

বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হলে কিংবা ভিটামিন ই-সমৃদ্ধ খাবার

গরমে বেল কেন খাবেন

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে বেলের শরবত বেশ উপকারী। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাকা বেলে আছে মেথানল নামের একটি উপাদান, যা ব্লাড সুগার কমাতে দারুণ কাজ দেয়। এছাড়া অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান, ভিটামিন-এ, সি সহ প্রচুর খনিজ উপাদান রয়েছে। প্রচণ্ড গরমে এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে ঠান্ডা ও মনকে চাঙ্গা করতে পারে।

খাওয়ার উপকারিতা

- বেল কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, নিয়মিত খেলে পেট পরিষ্কার থাকে
- আলসারের ওষুধ হিসেবে বেলের জুড়ি মেলা ভার
- বেলের শরবত শরীরকে হাইড্রেটেড রাখার পাশাপাশি অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়
- নিয়মিত বেল খেলে মুক্তি পাবেন আরথ্রাইটিসের সমস্যা থেকে
- এনার্জি বাড়াতে বেল কার্যকরী। ১০০ গ্রাম বেল ১৪০ ক্যালোরি এনার্জি দেয়
- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বেল
- বেলে মেথানল নামে একটি উপাদান রয়েছে, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখে
- ত্বকে কোলাজেন গঠনে সহায়তা করে বেলের শরবত। ফলে ত্বক অকাল বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত থাকে

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুর হাইস্কুলপাড়ার সাগ্নিক সরকার (১০) লেখাপড়ার পাশাপাশি কবিতা পাঠে সুনাম অর্জন করেছে। জিতেছে একাধিক পুরস্কার।

নাতনির দেখভালে লুচি-সবজি বিক্রি বৃদ্ধার

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৭ এপ্রিল : দুপুর তখন প্রায় একটা বাজে। খিদে পেয়েছিল খুব। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবছি কী খাওয়া যায়, তখনই চোখে পড়ল তাঁকে।

দেখে মনে হল, ৬০ পেরিয়েছে বয়স। লুচি-সবজি বিক্রি করছিলেন বৃদ্ধা। নিলাম তাঁর কাছেই এক প্লেট।

'এই চাঁদিফাটা রৌদ্রে এভাবে ঘুরে ঘুরে লুচি-সবজি বিক্রি করছেন। এই বয়সেও এত পরিশ্রম? বার্ধক্য ভাতার...,' প্রশ্নের মাঝপথেই থামালেন বৃদ্ধা, 'কিছুদিন আগে বাড়ির মালিক আমাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আর বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন করতে বলেন। উনিই আবেদনের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এখনও সেসব কিছুই পাইনি।'

ভাড়া থাকেন বুঝি? পেশাদারিত্বের খাতিরে নয়, এমনিই কৌতূহলে জিজ্ঞেস করলাম।

কথা বলে জানতে পারলাম, মালদা শহরের সর্বমঙ্গলাপল্লিতে ভাড়া থাকেন আরতিদেবী। স্বামী অপূর্বরঞ্জন চক্রবর্তী খাবারের দোকানে কাজ করেন। প্রায় ১০ বছর আগে দুর্ঘটনায় তাঁদের ছেলে-বৌমার মৃত্যু হয়। সেই সময় থেকেই একমাত্র নাতনিকে

আদালত চত্বরে লুচি বিক্রি করছেন আরতিদেবী। - সংবাদচিত্র

আগলে রেখেছেন ওই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি নাতনির পড়াশোনার খরচ চালাতে গত তিন বছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় লুচি বিক্রি করছেন এই প্রৌঢ়া।

আরও দুটো লুচি চেয়ে নিলাম। ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধার সঙ্গে কথায় কথায় উঠে এল তাঁর প্রাত্যহিক রোজনামচা। ভোর তিনটে থেকেই জীবন সংগ্রাম শুরু হয় তাঁর। ওই কাকভোরে উঠে বাড়ির কাজকর্ম সেরে লুচি-সবজি তৈরি করেন তিনি। প্রতিদিন প্রায় ৮০-৯০টা লুচি নিয়ে রাস্তায় বের হন বিক্রি করতে। সন্ধেবেলায় বিক্রি করেন সিঙ্গারা। এভাবেই পেট চলছে তিনজনের। কখনও রথবাড়ি বাজার, আবার কখনও বাসস্ট্যান্ডে বিক্রি করেন।

হাত-পায়ে আর সেই জোর নেই আগের মতন। পায়েও রয়েছে সমস্যা। নিত্য অভাবের সংসারে থাকার মধ্যে রয়েছে শুধু অদম্য মনোবল। আর সেই মনোবলকে সামর্থ্য করেই জীবনসমুদ্রে নৌকার হাল ধরেছেন আরতি চক্রবর্তী। বাপ-মা হারা নাতনিটাকে মানুষ করতেই হবে যে।

আরতিদেবীর কথায়, 'প্রায় ১০ বছর আগে ২১ দিনের নাতনিকে আমার কাছে রেখে, ছেলে-বৌমা চেন্নাইয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় দুর্ঘটনায় ছেলে-বৌমার মৃত্যু হয়। সেই থেকে নাতনিকে মানুষ করছি। স্বামী খাবারের দোকানে কাজ করে দৈনিক একশো টাকা পান। কিন্তু এই টাকাতে সংসার কীভাবে চলবে, কীভাবে নাতনিকে পড়াশোনা করাব? তাই গত তিন বছর ধরে আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লুচি-সবজি বিক্রি করছি।'

দাম মেটাতে মেটাতে না চাইতেও প্রশ্নটা করে ফেললাম, 'আর এত রৌদ্রে যদি মাথা ঘুরে পড়ে যান, তখন কে দেখবে?' প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর রোদ গনগনে আকাশের ওপার থেকে ভেসে এল একটুকরো বিষণ্ণতা, 'কী করব বাবা, কিছুই করার নেই। নাতনিটাকে তো মানুষ করতে হবে...।'

রৌদ্রতপ্ত রাস্তার বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস, 'তরীখানা বাইতে গেলে/ মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে...।'

জল জমা রুখতে উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : শহরের জল জমার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রায়গঞ্জ পুরসভা। পুরসভার ২৩ এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী একটি স্লুইস গেট দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিক এবং জঞ্জাল আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে ছিল। অবশেষে, সেই স্লুইস গেট সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা।

পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন সন্দীপ বিশ্বাস জানান, 'বর্ষার সময় বীরনগর, রাসবিহারী চত্বর, রবীন্দ্রপল্লি, শক্তিনগর, নেতাজিপল্লি সহ বন্দর এলাকার বেশ কিছু নীচু জায়গায় জল জমে যায়। ফলে নাকাল হতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। জল জমার কারণে জনজীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। এই পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান করতে পুরসভা দ্রুত স্লুইস গেটের জঞ্জাল সাফাই এবং নিকাশিনালা সংস্কারের কাজ শুরু করতে চলেছে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে এই বর্ষার আগেই কাজ শেষ করা যায়। স্লুইস গেট ঠিকঠাক কাজ করলে জল দ্রুত বেরিয়ে যাবে এবং জল জমার সমস্যা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।'

শহরবাসীরা পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কাকলি সাহা বলেন, 'কাজ দ্রুত শেষ হলে বহুদিনের জল জমার দুর্ভোগ থেকে আমরা মুক্তি পাব।'

কেরিয়ার গড়তে ভিড় শিক্ষামেলায়

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কেরিয়ার তৈরি করতে প্রয়োজন সঠিক পদক্ষেপ। সেই লক্ষ্য নিয়েই রবিবার দুপুরে রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্রে বসেছিল প্রথম শিক্ষামেলা। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জের ১৫টিরও বেশি স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন কলেজ পড়ুয়ারা অংশ নেয়।

আয়োজক সংস্থার পক্ষে বিনয় ছেত্রী বলেন, 'আমাদের মূল উদ্দেশ্য, পিছিয়ে পড়া জেলাগুলোর পড়ুয়াদের সামনে নানা ধরনের কর্মমুখী কোর্স উপস্থাপন করা। এখানে এলে পড়ুয়াদের যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, তেমনি তারা আগামীদিনের লক্ষ্য ঠিক করতে পারবে।

কালিয়াগঞ্জ মিলনময়ী স্কুলের ছাত্রী বাসন্তী মোদক বলে, 'আমি কলা বিভাগের ছাত্রী। কলা বিভাগে পড়াশোনা করে জীবনে কী কী করতে পারব, কী ধরনের কোর্স করলে চাকরির নিশ্চয়তা আছে, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত শুনে ভীষণ উপকৃত হলাম।' আয়োজকদের পক্ষে ডঃ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, '৩৫টি স্টলে ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।'

সচেতনতা শিবির

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : সাইবার প্রতারণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এই অনলাইন অপরাধ রুখতে সচেতনতা শিবির করল রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনি। রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব নেতাজিপল্লিতে অবস্থিত সেবা এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে ওই সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। রায়গঞ্জ মহিলা সম্মিলনির সম্পাদিকা কল্পনা রায় বলেন, 'সাইবার প্রতারণা রুখতে গেলে সচেতনতা সবচেয়ে বেশি জরুরি। তাই সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে।'

রবিবাসরীয় অবসরে মোবাইলে মগ্ন তরুণ-তরুণী। মালদার রাজমহল রোডে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে। - স্বরূপ সাহা

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিপর্যস্ত বাঁধের গেট

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৭ এপ্রিল : রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিকল হয়ে পড়েছে শুভঙ্কর বাঁধে প্রবেশের ঘূর্ণন গেটটি। মরচে পড়ে গিয়েছে গেটটিতে। বিয়ারিংয়ে ধুলোর আস্তরণ জমেছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণকারীরা।

বাঁধের মুখে লাগানো গার্ডরেলের নীচ দিয়ে পারাপার করতে গিয়ে অনেকে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। এবার সেটি সংস্কারের দাবি তুলছেন মালদা শহরবাসী।

পলাশ সাহা নামে এক ব্যক্তির বক্তব্য, 'কয়েকদিন আগে গার্ডরেলের নীচ দিয়ে বাঁধে ঢুকতে গেলে আমার জামা ছিঁড়ে যায়। গেটটির তাড়াতাড়ি সংস্কার প্রয়োজন।' বেনুগোপাল দাস নামে এক পথচারী বলেন, 'মাস ছয়েক ধরে বাঁধে প্রবেশের এই গেট বিকল হয়ে রয়েছে। এতে আমাদের খুব অসুবিধার মুখে পড়তে হয়। এমনকি গার্ডরেলের তল দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকেই আহত হচ্ছেন।'

মালদা শহরকে মহানন্দা নদীর জল থেকে বাঁচাতে ইংরেজ আমলে ওই বাঁধটি দেওয়া হয়। মালদা শহরে প্রাত ও সান্ধ্যভ্রমণকারীদের জন্য বাঁধের এই অংশ মুক্তক্ষেত্র। প্রতিদিন অনেক মানুষ বাঁধে হাঁটাহাঁটি করেন। বছর পাঁচেক আগে বাঁধের ধারে

ভ্রমণকারীদের শরীরচর্চার জন্য ওপেন লাইট জিমখানাও তৈরি হয়েছিল। পাশাপাশি বাঁধের ধারে বসার জন্য পুরসভার উদ্যোগে চেয়ার ও আই লাভ মালদা ফলক বসানো হয়।

সেচ দপ্তরের তরফে বাঁধের ওপরে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এজন্য গার্ডরেল দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে। তবে পথচারীদের চলাচলের জন্য গার্ডরেলের পাশে ঘূর্ণন গেট বসানো হয়। এই গেট দিয়ে শহরবাসী বাঁধে চলাচল করে। তবে কয়েকমাস ধরে গেটটি আর ঘোরে না। তার নীচ দিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা হচ্ছে সকলের।

চেয়ারম্যান বলেন, 'গার্ডরেলটি সেচ দপ্তরের তরফে বসানো হয়েছিল। তাই সংস্কারের দায়িত্বও তাঁদের। তাঁরা সমাধানের ব্যবস্থা না করলে পুরসভা উদ্যোগ নেবে।'

দিঘার লাইভের প্রস্তুতি

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : ৩০ এপ্রিল দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন হবে। মুখ্যমন্ত্রী ওই মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। যাঁরা সেখানে যেতে পারবেন না, তাঁদের জন্য উদ্যোগ নিল গঙ্গারামপুর পুরসভা। উদ্বোধনের দৃশ্য পুর নাগরিকদের সামনে তুলে ধরতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো হবে। ইতিমধ্যে জোরকদমে তার প্রস্তুতি শুরু করেছে পুর কর্তৃপক্ষ।

এবিষয়ে চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'রাজ্য সরকার দিঘাতে জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি করেছে। ৩০ এপ্রিল মন্দির উদ্বোধন হবে। এটি আমাদের জন্য খুব আনন্দের বিষয়। বিশেষ ওই দিনটির সাক্ষী থাকতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে মন্দির উদ্বোধন দেখানো হবে। পুরসভার তরফে এনিয়ে মাইকিং করা হয়েছে।'

শহরবাসী সনাতন চক্রবর্তীর কথায়, 'পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দিঘায় মন্দির তৈরি হয়েছে। উদ্বোধনের দিন যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু খুব ভিড় হবে বলে যেতে পারব না। পুরসভার তরফে জায়ান্ট স্ক্রিনে উদ্বোধন দেখানো হবে। সেই পবিত্র মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে চাই।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	–	১৯
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	২৭
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২১
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩৯
ও নেগেটিভ	–	০

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১৪
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	৪
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৬
ও নেগেটিভ	–	০

বিকল্প ক্যাম্পাস খোঁজার দায়িত্ব জেলা শাসকের

আগামী শিক্ষাবর্ষের পরিকাঠামো চালুর আশ্বাস

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : যতক্ষণ স্থায়ী ভবন তৈরি হচ্ছে না, ততদিনের জন্য প্রয়োজন বিকল্প অস্থায়ী ক্যাম্পাস। উপাচার্যের কাছে এমন চিঠি পেয়েই এদিন সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করে ওই বিকল্প অস্থায়ী ক্যাম্পাস জোগাড়ের দায়িত্ব নিলেন জেলা শাসক। শনিবার দুপুরে জেলা শাসকের চেম্বারেই অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য প্রণব ঘোষও। বৈঠকে বেশ কয়েকটি ভবন অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আলোচনায় উঠে এসেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত হবে এমন ভবন খুঁজে দেবেন বলে জেলা শাসক নিজেই দায়িত্ব নিয়েছেন বলে দাবি করেন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। আগামী নতুন শিক্ষাবর্ষের আগেই এই অস্থায়ী ক্যাম্পাস পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী উপাচার্য। আর নতুন ক্যাম্পাস মিললে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত মানোন্নয়নে একধাপ এগোনো যাবে বলে আশাবাদী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এর আগে বালুরঘাটের মাহিনগরের প্রস্তাবিত জমিতেই ভবন গড়ার আর্জি নিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রণব ঘোষ। শুধু তাই নয়, পূর্ত দপ্তরের কাছে পাওয়া ডিপিআর ও প্রায় ৪০

> জেলা শাসক বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকেই জেলা শাসক বিকল্প ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে দায়িত্ব নিয়েছেন।
>
> **প্রণব ঘোষ,** উপাচার্য
> দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোটির আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে চিঠি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এখন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দপ্তর থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিএড কলেজের পরিত্যক্ত হস্টেলে ওই বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। তবে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে বলে জেলা শাসকের কাছে একটি অস্থায়ী ভবন পেতে আবেদন জানিয়েছিলেন উপাচার্য। আর জেলা শাসক এনিয়ে এদিন বৈঠক ডাকেন। জেলা শাসক উপাচার্য ছাড়া বৈঠকে পূর্ত দপ্তর, শিক্ষা বিভাগের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই বর্তমানে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জমির পাশেই থাকা কৃষি দপ্তরের একটি ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস গড়া নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও শহরের বেশ কয়েকটি ভবনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা যেতে পারে বলে আলোচনা হয়। এদিন জেলা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে বৈঠকের পর দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রণব ঘোষ বলেন, 'স্থায়ী ভবন তৈরির অর্থ বরাদ্দ এখনও পাইনি। একটি উপযুক্ত বিকল্প ক্যাম্পাস না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা যাচ্ছে না। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন আরও বিষয় চালু করা সহ নানা কাজ বাকি। তাই ক্লাস ও ক্যাম্পাসের জন্য নতুন জায়গা পেতে জেলা শাসককে চিঠি দিয়েছিলাম। এদিন জেলা শাসক বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকেই জেলা শাসক বিকল্প ক্যাম্পাসের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে দায়িত্ব নিয়েছেন।'

শহর পরিচ্ছন্ন রাখতে ডাস্টবিন বিলি পুরসভার

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বালুরঘাট শহরজুড়ে দেওয়া হয়েছে পচনশীল ও অপচনশীল ডাস্টবিন। বালুরঘাট পুরসভার তরফে শহরে ১০০টি করে পচনশীল ও অপচনশীল ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। আরও ২০০টি ডাস্টবিন শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট ও ফলের দোকানের সামনে দেওয়া হবে।

পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে বালুরঘাট শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এমন উদ্যোগ। বালুরঘাট শহরে দিন-দিন জনসংখ্যা বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে খাওয়ার ও ফলের দোকান। এমন পরিস্থিতিতে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে বালুঘাট পুরসভা। আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য পুরসভার তরফে স্বয়ংক্রিয় মেশিন নিয়ে আসা হয়েছে।

প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করার জন্য দেওয়া হয়েছে ব্যাটারিচালিত গার্বেজ ভ্যান। এমনকি পুজোর সামগ্রী ফেলার জন্য রয়েছে আলাদা ব্যাটারিচালিত ভ্যান।

তবুও শহরের যত্রতত্র আবর্জনা দেখা যাচ্ছে। তাই শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বালুরঘাট শহরের ২৫টি ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে বসানো হয়েছে ডাস্টবিন। যেখানে একসঙ্গে পচনশীল ও অপচনশীল ডাস্টবিন রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওই কাজ শুরু হবে। এবিষয়ে শহরবাসী নারায়ণ পাল বলেন, 'শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নীল ও সবুজ ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এই ডাস্টবিনগুলি ব্যবহার করলে শহর পরিচ্ছন্ন থাকবে।'

পুরসভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের এমসিআইসি মহেশ পারখের বক্তব্য, 'প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪০০টি ডাস্টবিন শহরে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই ২০০টি ডাস্টবিন শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বসানো হয়েছে। যেখানে পচনশীল এবং অপচনশীল আবর্জনা ফেলার আলাদা ভাগ রয়েছে। বাকি ২০০টি ডাস্টবিন খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে।'

কাজ শুরু নাগরিক কমিটির

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির সূচনা হল রবিবার। শহরের মিলনি ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্বলন ও কাশ্মীরে নিহত শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন মল্লিক, প্রাক্তন অধ্যাপক শ্যামল মুখোপাধ্যায়, প্রাণগোপাল সাহা, কিষ্টু মুর্মু, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, নারায়ণ চন্দ্র দাস প্রমুখ।

এবিষয়ে গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক স্বাধীন মল্লিক জানান, 'গঙ্গারামপুর শহরজুড়ে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করবার জন্যই আমাদের এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন উন্নয়ন জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘটলেও গঙ্গারামপুরে সেভাবে কিছুই হচ্ছে না। এনিয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

রাস্তার ধারের গাছের গুঁড়ি সরাতে তৎপর পুলিশ

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : গঙ্গারামপুর শহরের মধ্যে রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ধারে গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। এতে দুর্ঘটনা বাড়ছে। তাই এবার রাস্তার ধার থেকে গাছের গুঁড়ি সরাতে অভিযানে নামল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

শহরবাসী মাধব সরকার অভিযোগ করে বলেন, 'রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখায় রাস্তায় চলতে খুব সমস্যা হয়। এজন্য অনেক সময় দুর্ঘটনা হয়েছে। তবে পুলিশ প্রশাসনের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

বধূ প্রমীলা দাস বললেন, 'মাঝেমধ্যে শহরে দুর্ঘটনার খবর শুনতে পাচ্ছি। এটা খুব খারাপ বিষয়। প্রশাসনের আরও আগে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল।' শহরের রাস্তা ও জাতীয় সড়কের ধারে কিছু মানুষজন ইট, বালি, পাথর ফেলে রেখেছে। আবার কোথাও গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। শহরজুড়ে দেখা গেল এমন ছবি।

বুধবার বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্গাপুর শ্মশান এলাকায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় তিন বছরের এক শিশুর। বৃহস্পতিবার ফের ওই এলাকায় টোটো ও ভুটভুটির সংঘর্ষে তিনজন জখম হন। ঘটনার পরে রাজ্য ও জাতীয় সড়কের ধারে গাছের গুঁড়ি ফেলার জন্য দুর্ঘটনার অভিযোগ ওঠে। শহরের কালীতলা, বোড়ডাঙ্গি, শিববাড়ি রোড়, কাদিঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়েছে অনেক গাছের গুঁড়ি।

রাস্তার ধার থেকে গুঁড়িগুলি সরিয়ে ফেলতে অভিযান শুরু করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় রাস্তার ধারে গাছের গুঁড়ি রাখা রয়েছে, সেগুলি সরিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রায়গঞ্জে নিয়ম ভেঙে রোজই চলছে নীল-সবুজ টোটো

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তরফে টোটোর রং অনুযায়ী চলাচলের বিষয়ে বিধিনিষেধ জারি করা হলেও বাস্তবে সেই নির্দেশিকা মানা হচ্ছে না। রায়গঞ্জ পুরসভার বিরুদ্ধে উঠছে টোটো রেজিস্ট্রেশনের নামে টাকা আদায় করার অভিযোগ।

সূত্রের খবর, টোটো রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিটি চালকের কাছ থেকে ৭০০ টাকা এবং ফর্ম পূরণের জন্য আরও কিছু টাকা আদায় করেছে পুরসভা। শহরের বাসিন্দা যাদব চৌধুরী বলেন, 'নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, শহরের ভিতরে নির্দিষ্ট ৩ দিন চলবে নীল টোটো এবং অন্য ৩ দিন চলবে সবুজ রংয়ের টোটো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রংয়ের ভেদাভেদ না মেনেই, প্রতিদিন সব রংয়ের টোটো চলাচল করছে সর্বত্র। এতে দুর্ঘটনার পাশাপাশি বাড়ছে যানজট।'

> নির্দেশিকায় বলা হয়েছিল, শহরের ভিতরে নির্দিষ্ট ৩ দিন চলবে নীল টোটো এবং অন্য ৩ দিন চলবে সবুজ রংয়ের টোটো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, রংয়ের ভেদাভেদ না মেনেই, প্রতিদিন সব রংয়ের টোটো চলাচল করছে সর্বত্র। এতে দুর্ঘটনার পাশাপাশি বাড়ছে যানজট।
>
> **যাদব চৌধুরী,** শহরের বাসিন্দা

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন টোটোচালকরা। টোটোচালক পার্থ দাস বলেন, 'নির্দেশিকার যদি বাস্তবায়নই না হয়, তাহলে কেন টাকা নিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানো হল?' কেউ কেউ পুরসভাকে কটাক্ষ করে বলছেন, এটা নিছক টাকা তোলার ফাঁদ। নয়তো এত বিশৃঙ্খলা হত না।

বিধিনিষেধ অমান্য করে রায়গঞ্জে অবাধে চলছে নীল-সবুজ টোটো। - সংবাদচিত্র

পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রং ও চলাচলের নির্দেশিকা মানা হচ্ছে কি না তা দেখার দায়িত্ব পুলিশের। পুরসভা শুধু রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছে। তবে পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'শহরের টোটোচালকদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কিন্তু আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টোটোগুলির রেজিস্ট্রেশন সেভাবে শেষ হয়নি। যেহেতু আমাদের পুর বোর্ড সাধারণ মানুষের রুটিরুজির অসুবিধা তৈরি করতে চায় না, তাই নিয়ম চালু হতে একটু সময় নেওয়া হচ্ছে।'

সাপ কামড়ানোর পর ঝাড়ফুঁক, বধূর মৃত্যু

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম শিবানী দেবশর্মা (২৮)। বাড়ি ইটাহার থানার ভেলাগাছি গ্রামে। শুক্রবার উঠোনে সন্ধ্যাবাতি দিয়ে ঘরে যাওয়ার সময় একটি বিষধর সাপ শিবানীর বাম পায়ে ছোবল দেয়। পরিবারের সদস্যরা ওই সাপটিকে হাঁড়িবন্দি করে শিবানীকে পাশের গ্রামে এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়ফুঁক চলে। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমশ আশঙ্কাজনক হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন শিবানীকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে যান। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শনিবার বিকেলে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

শ্বশুর মহেন্দ্র সরকার বলেন, 'ওঝার কাছে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়ফুঁক করতে গিয়ে সময় নষ্ট হয়েছে। সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে এলে হয়তো বৌমাকে বেঘরে মরতে হত না।'

তরুণের বিষপান

মালদা, ২৭ এপ্রিল : প্রতিবেশী গৃহবধূর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে ফেলেছিলেন পরিবারের সদস্যরা। তিরস্কার করেছিলেন ছেলেকে। সেই থেকেই নিজের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন তরুণ। আলাদা থাকতে শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই সেই সম্পর্কের কথা এলাকায় জানাজানি হয়ে যায়। অবশেষে পরিবারের সামনেই বিষপান করেন তিনি। ১৮ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে রবিবার সকালে মৃত্যু হয় ওই তরুণের।

ঘটনাটি মালদা শহর সংলগ্ন একটি গ্রামের। মৃত তরুণের দেহ ময়নাতদন্তের জন্যে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। ওই তরুণের বাবা জানান, গত ৯ এপ্রিল হঠাৎ ছেলে বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করে, আমরা কাকে কি বলেছি। আমরা কাউকে কিছু না জানানোর কথা ওকে জানাই। কিন্তু ওর রাগ শান্ত হয়নি। ও বাড়িতে ভাঙচুর শুরু করে। প্রতিবাদ করায় হঠাৎ ও আমাদের সামনেই বিষপান করতে শুরু করে। আমি নিজে ওর হাত থেকে বোতল কেড়ে ফেলে দিই। ততক্ষণে ছেলে অনেকটা বিষপান করে নিয়েছিল। তড়িঘড়ি ছেলেকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করি। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছেলের মৃত্যু হয়।

মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে এই ঘটনায় আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অল্পে রক্ষা

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : একটি চলন্ত ট্র্যাক্টরের চাকা খুলে গিয়ে ধাক্কা লাগল ছোট চার চাকা গাড়িতে। ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ট্র্যাক্টরের চালক থেকে ছোট গাড়ির যাত্রীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। দুটি গাড়িকেই উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে বালুরঘাট থানায়।

মোবাইল উদ্ধার

তপন, ২৭ এপ্রিল : বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দিলেন তপন থানার পুলিশ। রবিবার উদ্ধার হওয়া মোবাইল বিলি কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি প্রদীপ সরকার, তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা প্রমুখ। এদিন প্রায় ৪৫টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

হাঁটুজলে নদী পারাপার। রবিবার মালদা শহরে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

ঘরে আটকে আগুন, ঘুম ভাঙায় প্রাণরক্ষা

বিপ্লব হালদার

গঙ্গারামপুর, ২৭ এপ্রিল : রাতে বাইরে থেকে ঘর আটকে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুরে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গারামপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুর জামতলার বাসিন্দা রঞ্জন সন্ন্যাসীর বাড়িতে। বাড়িতে রয়েছেন দুই ভাই, মা, স্ত্রী এবং সন্তান। প্রতিদিনের মতো গতকাল রাতেও খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়েন।

পরিবারের দাবি, গভীর রাতে বাড়ির লোকজন হঠাৎ মোটরবাইক পড়ে যাওয়ার শব্দ শোনেন। শব্দে তাদের ঘুম ভাঙে। বাইরে কিছু একটা হয়েছে অনুমান করে দরজা খুলতে যান। দেখেন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। কোনওরকমে দরজা খুলে সকলে বাইরে বেরিয়ে দেখেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় হইচই শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ও দমকল। রঞ্জন সন্ন্যাসীর বাড়িতে আসেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক অশোক বর্ধন, গঙ্গারামপুর টাউন মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ প্রমুখ।

রঞ্জন সন্ধ্যাসীর অভিযোগ, 'গতকাল রাতে আমাদের বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয়। তারপর তিন জায়গায় দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে পুড়ে গিয়েছে বেশ কিছু জিনিসপত্র। কোনওরকমে ঘর থেকে বাইরে এসে প্রাণে বাঁচি।' তাঁর অনুমান, পুরোনো শত্রুতার জন্য আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা আগুন লাগাল পুলিশ তদন্ত করে বের করুক।

রঞ্জনের স্ত্রী ইতি সন্ন্যাসী বলেন, 'গতকাল রাতে মোটরবাইক পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙে। ঘর থেকে বাইরে আসব। দেখি, আমাদের বাইরে থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে। জানলা খুলে দেখি. এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। প্রাণ বাঁচাতে কোনওরকমে বাইরে বেরিয়ে দেখি একটি ঘর সহ আরও দুই জায়গায় আগুন জ্বলছে। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা এসে আগুন নেভায়। আমাদের যারা পুড়িয়ে খুন করার চেষ্টা করেছিল, পুলিশ তদন্ত করে তাদের গ্রেপ্তার করুক।'

শনিবারের ঘটনায় আতঙ্কিত রঞ্জনদের প্রতিবেশী অঞ্জলি হালদার। বলেন, 'রাতে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পাই। বাইরে গিয়ে দেখছি রঞ্জনদের বাড়িতে তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে। কোনওরকমে আগুন নেভানো হয়। আমরা আতঙ্কে রয়েছি।

ঘটনার নিন্দা করেছেন বিজেপির গঙ্গারামপুর টাউন মণ্ডল সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ। বলেন, 'রাজ্যে আইনের শাসন নেই। পুলিশকে মানুষ ভয় পায় না। সে কারণে দুষ্কৃতীরা অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। নারায়ণপুর জামতলায় যে ঘটনা ঘটেছে সেটা অত্যন্ত ভয়ানক ঘটনা। এর নিন্দা জানাবার ভাষা নেই। ঘটনার পর থেকে মানুষ আতঙ্কে আছে।'

গঙ্গারামপুর টাউন তৃণমূল সভাপতি বিপ্লব সেন বলেন, 'ঘটনা শুনে আমরা পুলিশকে জানিয়েছি। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

চুক্তি স্থগিতে বন্যা পাক-কাশ্মীরে

প্রথম পাতার পর

হাত্তিয়ান বালি এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করছে প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ আসিফকে উদ্ধৃত করে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মুজফফরাবাদ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাত্তিয়ান বালি। সেখানকার একাধিক গ্রাম ঝিলমের গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে। রবিবার ভোর থেকে দ্রুত বাড়তে থাকে ঝিলমের জলস্তর। গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হয়। কার্যত এক কাপড়ে তাঁরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন বলে আসিফ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের আগে থেকে কিছু জানানো হয়নি। ঘর থেকে কিছু বের করতে পারিনি। সব ভেসে গিয়েছে।'

১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যস্থতায় সিন্ধু জল চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ভারত ও পাকিস্তান। এর মাধ্যমে ৬ নদীর জল ভাগাভাগির পাশাপাশি উচ্চপ্রবাহের দেশ ভারত সংশ্লিষ্ট নদীগুলির প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য পাকিস্তানকে সরবরাহ করত। কিন্তু চুক্তি বাতিলের পর সেই তথ্য আদানপ্রদান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পিওকের বন্যা স্বাভাবিকভাবে আতঙ্ক ছড়িয়েছে পাকিস্তানে। সেদেশের অর্থনীতিবিদ ভাকার আহমেদের মতে, ভারত সিন্ধু জল চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রভাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করেনি পাকিস্তান। বন্যার সময় সিন্ধুতে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিকাঠামো এখনও ভারত তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু চুক্তি না থাকায় ভবিষ্যতে ভারত সিন্ধুতে বাঁধ দিলে পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। ব্যাহত হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন। সিন্ধু ও পঞ্জাবের শহরগুলিতে পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে।

করাচির গবেষণাপ্রতিষ্ঠান পাকিস্তান এগ্রিকালচার রিসার্চের গবেষক ঘাশারিব শওকত বলেন, 'ভারতের পদক্ষেপের ফলে এমন এক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যা হওয়াই উচিত ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের কাছে কোনও বিকল্প নেই। সিন্ধু চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নদীগুলির ওপর শুধু পাকিস্তানের কৃষি ব্যবস্থা নয়, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কোটি কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে।'

ট্রাকচালকদের অবরোধ

করণদিঘি, ২৭ এপ্রিল : বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন জেলা ট্রাক ওনার্স অ্যান্ড ড্রাইভার্স সংগঠনের কর্মীরা। রবিবার করণদিঘি থানার রসাখোয়ার কাছে ঝুপড়ি কালিবাড়িতে দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। আন্দোলনকারী চালকদের অভিযোগ, বেঙ্গল টু বেঙ্গল রাজ্য সড়ক দিয়ে ভারী ট্রাক চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। ফলে গত ১০ দিন ধরে ভারী ট্রাক ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধানতলা, বিপ্রীত, রসাখোয়া, শিলিগুড়ি মোড় ও সাবধান হয়ে বোতলবাড়িতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পৌঁছানো যাচ্ছে না। ট্রাকচালক শম্ভু গড়াই বলেন, 'ওই নিষেধাজ্ঞার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চালকদের। পুলিশ গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে রাখছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।' স্থানীয় ট্রাকচালক ধীওন আলি বলেন, 'লোকাল গাড়িও চলাচল করতে দিচ্ছে না পুলিশ। অথচ বাইরের গাড়ি চলাচল করছে। তাই অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছি।' করণদিঘি ট্রাফিক পুলিশের বক্তব্য, তাঁরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করছেন মাত্র।

মোহনায় জমি বিলি নিয়ে সংঘর্ষ

কুমারগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : জমির মাপজোখ এবং বিলি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে গেল দুই পরিবার। কুমারগঞ্জের মোহনার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ময়েজউদ্দিনের চার সন্তান। দুই ছেলে দুই মেয়ে। বাবার মৃত্যুর পর জমি নিয়ে পরিবারের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ছিল। এবার সে অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটল।

জমির চারজনের নামে সমান ভাগে ভাগ করার উদ্দেশ্যে ময়েজউদ্দিনের মেয়ে সেরিনা বিবি সরকার এবং ছেলে মামনুর রশিদ মণ্ডল আমিন নিয়ে মাপজোখ শুরু করেন। অভিযোগ, ময়েজউদ্দিনের অপর ছেলে জসিমুদ্দিন মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সেরিনা বিবি ও মামনুর রশিদের উপর চড়াও হন। তাঁদের মারধর করেন। মামনুর রশিদের স্ত্রী মনোয়ারা বিবি পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এলে তাঁকেও মারধর করা হয়। সেরিনা বিবি সরকার কুমারগঞ্জ থানায় জসিমুদ্দিন মণ্ডল, তাঁর স্ত্রী ছালেমা বিবি সহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কুমারগঞ্জ থানা তদন্ত করছে।

গ্রেপ্তার ওয়ার্ড সভাপতি

ডোমকল, ২৭ এপ্রিল : আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা তথা ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলাম ঘনিষ্ঠ এক। ধৃতের নাম ঋজু পাল ওরফে পাপ্পু। তিনি আবার ডোমকল পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভাপতি। খবর পেয়ে পুলিশের তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর সঙ্গে আরও এক তরুণ ছিল। যদিও ওই তরুণের নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি (এই খবর লেখা পর্যন্ত)। ঘটনায় জেলা রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়। ধৃতকে এদিন এক সপ্তাহের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ঋজুকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেতা প্রদীপকুমার চাকির দাবি, 'ঋজু পালকে ওয়ার্ড সভাপতি কে করেছিল তা জানা নেই।'

নিমাই খুনে ধৃত আরও ২

মালদা, ২৭ এপ্রিল : অমৃতির সেকেন্দরপুর গ্রামের নিমাই মণ্ডল খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দুই জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম উত্তম ঘোষ(৪৮) ও বিশ্বজিৎ রবিদাস(৩০)।

এদিকে অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ রবিদাসকে সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। শুক্রবার গ্রামে গিয়েছিলেন খগেন মুর্মু সহ জেলা বিজেপির নেতৃত্বরা। তাঁদের সঙ্গেই দেখা গিয়েছে বিশ্বজিৎ রবিদাসকে।

এই বিষয়ে দক্ষিণ মালদা বিজেপি সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, 'ঘটনা ঘটেছিল, এলাকায় দেখতে গিয়েছিলাম। সবার সাথে কথা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত দলের কেউ নয়।'

উসকানিমূলক পোস্টে গ্রেপ্তার

পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : নাজিরপুর নিশ্চিন্তা এলাকায় সোশ্যাল মিডিয়ায় উসকানিমূলক পোস্ট করার অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পতিরাম থানার পুলিশ। 'পতিরাম হিন্দু সনাতনী ভাই' সংগঠনের পক্ষ থেকে থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে আটক করে। এদিন বালুরঘাট জেলা আদালতে ওই তরুণকে তোলা হলে, বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অধরা দুই মাদক কারবারি

ডালখোলা, ২৭ এপ্রিল : মাদক কারবারে জড়িত দুই অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হল বিহার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ডালখোলা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের বাইসি থানার পুলিশ দল ডালখোলার লোকনাথ পাড়া ও শান্তিনগর এলাকায় দুই অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত দীপক বৈশ্য ও রহিত সাহানি। অভিযুক্ত দুই তরুণের বিরুদ্ধে বিহারের একাধিক থানায় এনডিপিএস মামলা রয়েছে বলে জানান বাইসি থানার এসআই অবলেশ কুমার।

দানবাক্স চুরি

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : অমাবস্যার পুজো হবে বলে রাখা ছিল ফল। সেই ফল খেয়ে মন্দিরের দানবাক্স ভেঙে চুরির অভিযোগে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম প্রাণনাথ বর্মন। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ভাটোল হাট এলাকায়। রবিবার ধৃতকে রায়গঞ্জের মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

গোটা রাজ্যে বরাদ্দ ৫২ কোটি টাকা

উত্তরের ৬ জেলায় ১৯২ সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

নাগরাকাটা, ২৭ এপ্রিল : গত কয়েক বছর ধরেই ধাপে ধাপে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের কাজ চলছে। এতে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা নানা বাড়তি সুযোগসুবিধার আওতায় আসছেন। এবার চলতি আর্থিক বর্ষে উত্তরবঙ্গের ৬ জেলার ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল। গোটা রাজ্যের ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪। এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ গোটা রাজ্যের সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

একনজরে

- ১৯২টি গ্রামীণ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার প্রশাসনিক অনুমোদন মিলল
- গোটা রাজ্যের ২০ জেলা মিলিয়ে সংখ্যাটি ৭৪৪
- এজন্য প্রতিটি উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্র পিছু বরাদ্দ করা হয়েছে ৭ লক্ষ টাকা
- সবক'টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৫২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা।

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে ২৪টি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২টি, জিটিএ-তে ৩টি, জলপাইগুড়িতে ৭টি, মালদায় ৯২টি ও উত্তর দিনাজপুরে ৬৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বরাদ্দকৃত টাকা দিয়ে কী কী কাজ করতে হবে সেটাও স্বাস্থ্য দপ্তরের জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন শাখার তরফে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির মেরামতি, ইউপিএস-রেফ্রিজারেটরের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দায়িত্বে থাকা কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের (সিএইচও) বসার কেবিন, টিউবওয়েল ও জলের পাম্প সহ নানা কাজ হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসূতিদের পরিচর্যা, শিশুদের টিকাকরণ, নানা রোগের প্রতিষেধক প্রদানের মতো নিয়মিত পরিষেবা তো রয়েইছে। বাড়তি হিসেবে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থাও চলছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এর ফলে গ্রামীণ এলাকার রোগীরা তাঁদের বাড়ির আশপাশের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে অনলাইনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে পারবেন।

জলপাইগুড়ি জেলার মোট ৩৮৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে বেশিরভাগ আগেই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এবার যে ৭টিকে নতুন করে বেছে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লকের ৫টি ও রাজগঞ্জ ব্লকের ২টি। মালদার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকে ১৭টি, দুই নম্বর ব্লকে ১৩টি, তিন নম্বর ব্লকে ১৭টি, মালদা (পুরাতন) ব্লকে ৬টি, মানিকচক ব্লকে ১২টি, রতুয়া এক নম্বর ব্লকে ১৬টি, রতুয়া দুই নম্বর ব্লকে ১১টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীতকরণের তালিকায় রয়েছে।

এছাড়া, কোচবিহার মেখলিগঞ্জ ব্লকে ৫টি, সিতাইয়ে ৫, শীতলকুচিতে ২, তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকে ১১টি ও দুই নম্বর ব্লকে ১টি রয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকে ২টি, জিটিএ এলাকার সুকনায় ১টি, রংলি রংলিয়টে ২টি, উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে ৯টি, হেমতাবাদে ১টি, ইসলামপুরে ১৭টি, ইটাহারে ১২টি, কালিয়াগঞ্জে ১টি, করণদিঘি ব্লকের ২৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রও সংস্কার করা হবে।

অল বেঙ্গল প্যারামেডিক্স অ্যান্ড মেডিকেল টেকনলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'সত্যিই প্রশংসনীয় কাজ। তবে পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

গোরুকে আম খাওয়ানোয় প্রতিবাদী পাহারাদারকে খুন

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৭ এপ্রিল : বাগানের আমগাছ থেকে আম পেড়ে গোরুকে খাওয়াচ্ছিল বাবা এবং ছেলে। আপত্তি জানান বাগানের পাহারাদার। সেই আপত্তিতে মেজাজ হারায় বাবা এবং ছেলে। পাহারাদারকে তারা ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে। সেই অভিযোগে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা হলেন মতিলাল ঘোষ (বাবা) ও রাজকুমার ঘোষ (ছেলে)। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, বাগানের পাহারাদার ৬৩ বছরের রাধেশ্যাম ঘোষকে খুন করার। শনিবার রাতের ঘটনা মহদিপুরের।

মহদিপুর গ্রামের পাশেই একটি আমবাগানের পাহারাদার ছিলেন রাধেশ্যাম ঘোষ। সেই সময় মতিলাল ঘোষ ও রাজকুমার ঘোষ বাগানে গোরু নিয়ে ঢোকেন। গাছ থেকে আম পেড়ে গোরুকে খাওয়াতে শুরু করেন। দেখে ফেলেন রাধেশ্যাম। আম পাড়ার প্রতিবাদ জানালে বাবা-ছেলের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি বাধে।

অভিযোগ, ঝগড়ার মাঝেই রাজকুমার ঘোষ হাঁসুয়া দিয়ে রাধেশ্যাম ঘোষকে কোপান। মতিলাল ঘোষ লাঠি দিয়ে মারধোর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে বাবা-ছেলে বাগান থেকে চম্পট দেয়। সন্ধ্যা নাগাদ স্থানীয়রা বাগানে রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

ইংরেজবাজার থানাকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। শনিবার রাতেই অভিযুক্ত বাবা ও ছেলেকে তারা গ্রেপ্তার করে।

হত্যায় জেরবার উত্তরবঙ্গ

প্রথম পাতার পর

ক্রাইম সিন সরেজমিনে পরিদর্শন করা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'গত দু'বছরে নথিভুক্ত পকসো মামলার মধ্যে ১৫টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা দিয়েছে আদালত। পুলিশ যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত তদন্ত রিপোর্ট আদালতে পেশ করেছে। এই বছর কয়েকমাসে একটি ডাকাতি ও চারটি খুনের ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে আদালতে প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও তথ্যপ্রমাণ জমা দিয়েছে পুলিশ। সময়মতো আদালত সাজাও ঘোষণা করেছে। তবে পকসো মামলা কেন বাড়ছে, কীভাবে মানুষকে সচেতন করা যায় তা নিয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক খুনের ঘটনার নমুনা সবচেয়ে বেশি আসছে মালদা ও কোচবিহার থেকে। এই দুটি জেলাতেই জনবিন্যাস মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পুলিশ ও প্রশাসনের। পুলিশের এক পদস্থ অফিসার জানান, সর্বত্র সামাজিক অবক্ষয় ক্রমাগত বাড়ছে। নমনীয়তা ও সহনশীলতার মতো বিষয়গুলি হারিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে হিংসা, পারিবারিক বিবাদ। সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে সাধারণ মানুষের বড় অংশ প্রভাবিত হচ্ছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বাড়ছে। শুধুমাত্র অভিযুক্তকে সাজা দিলেই সামাজিক অবক্ষয় আটকানো যাবে না। প্রয়োজন সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার।

জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুদীপ ভদ্র বলেন, 'পকসো মামলা উদ্বেগজনকভাবেই সর্বত্র বাড়ছে। এটার অন্যতম কারণ অবশ্যই সামাজিক অবক্ষয়। ৫-৭ বছরের শিশুর সঙ্গে বয়স্ক যারা যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধমূলক কাজ করছে তারা বিকৃত মানসিকতার। সোশ্যাল মিডিয়ায় খারাপ কিছু দেখে অনেক বয়স্ক লোকও প্রভাবিত হচ্ছে। এমন ঘটনা যাতে না বাড়ে তার জন্য আমরাও প্রচার করছি।'

যৌতুক নিয়ে অশান্তি

পতিরাম, ২৭ এপ্রিল : বালুরঘাট মহকুমায় যৌতুকের দাবিতে বছর তেইশের এক গৃহবধূকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল।

নয় বছর আগে চিঙ্গিশপুরের বাসিন্দা সুজাতা মালীর সঙ্গে গোপালবাটী হরিগ্রামের সন্তু ঘোষের বিয়ে হয়। তাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। চার বছর আগে তাদের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়। তাদের একটি চার বছরের পুত্রসন্তান রয়েছে। তবে বিয়ের সময় যৌতুক না পাওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন শুরু থেকেই সুজাতার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ।

সুজাতা জানান, 'পণের দাবিতেই আমাকে মারধর করা হয়। বহুবার আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। তারপরেও সংসার করার জন্য চেষ্টা করে গেছি।' বালুরঘাট মহিলা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

সহিষ্ণুতাই রুখছে বিভেদের আগুন

প্রথম পাতার পর

দাঙ্গা, বিহার শরিফের দাঙ্গা, জব্বলপুরের দাঙ্গা- একটার পর একটা ঘটনা ঘটেছে। আর্ত মানুষের কান্না, হাহাকার দেখেও সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে বারবার রক্তের হোলিতে স্নাত হয়েছে। সেই ১৯৮৩-র অসমের নেলি'র গণহত্যার ঘটনায় আজও শিউরে উঠতে হয়। তাও বারবার ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাটি দাঙ্গার রক্তে সিক্ত হয়েছে।

দেশের সংবিধান, তাতে বর্ণিত বিভিন্ন ধারা, উপধারা, অধিকার, আইনসভা, কত আইন, বিচার ব্যবস্থা- কত ধরনের রক্ষাকবচ কোনওকিছুই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমষ্টিগত হানাহানি বন্ধ করাতে পারেনি। এটা এক নিষ্ঠুর সত্য। ২০০৩ সালে প্রকাশিত পল ব্রাসের লেখা 'দ্য প্রোডাকশন অফ হিন্দু-মুসলিম ভায়োলেন্স ইন কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া' এবং ২০০৪ সালে প্রকাশিত আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার-এর অসামান্য লেখা- 'স্বাধীনতার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : একটি বিস্তৃত বিবরণ'; দুটো বইয়ের ছত্রে ছত্রে দাঙ্গার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। বইগুলি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে আমাদের অসহায়তাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের সহিংসতার আবহে সামগ্রিকভাবে গোটা উত্তরবঙ্গ এক ব্যতিক্রমী ধারা নিয়ে সময়ের স্রোতে এগিয়ে চলেছে। এক অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিষয়টিকে ভারতবর্ষের প্রচলিত ধারার সঙ্গে যেন মেলানো যায় না। ৫০০ বছর ধরে চলা স্বাধীন কোচবিহার রাজ-শাসনের সময় সেইভাবে কোথাও হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ইতিহাস চোখে দূরবিন দিয়ে দেখতে হবে। ২০১৭ থেকে ২০২১-এর মধ্যে দেশজুড়ে যেখানে ২৯০০টি দাঙ্গার ঘটনা পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত হয়েছে, সেখানে উত্তরবঙ্গের অবদান বলতে গেলে শূন্য।

বিভিন্ন সময়ের বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদ দিলে দেশের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঙ্গা থাবা বসাতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত বিশিষ্টতা নিয়ে উত্তরবঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংগঠিত হলেও তার মধ্যে 'ধর্ম' মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়নি। ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাতামাতি, উন্মাদনা, আবেগ থাকলেও এর প্রকাশের মধ্যে এখন পর্যন্ত এই অঞ্চলজুড়ে সেই ধরনের মৌল উগ্রতা নজরে আসেনি। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিবাদ পর্যায়েও উত্তরবঙ্গ সেই অনুপাতে শান্তই ছিল।

ঠিক কী কারণে উত্তরবঙ্গজুড়ে এই সহিষ্ণুতা, তার প্রকৃত সামাজিক কারণ সম্পর্কে সমাজবিদরাই প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করতে পারবেন। তবে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পরম্পরার মধ্যে আবহমানকাল ধরে এক বহুত্ববাদের চর্চা বিরাজমান যা ভারতের অন্যস্থানে বলতে গেলে নেই। গোটা উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সজুড়ে মিশ্র সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি এখনও নজরে পড়ে। যারজন্য এই অঞ্চলে এখনও প্রবলভাবে ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটেনি। যুগের পর যুগ ধরে এই অঞ্চলের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন নানা সম্প্রদায়ের মানুষজন অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করছেন। মাঝে মাঝে রাজনীতির সুড়সুড়ি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত না করলে উত্তরবঙ্গের এই সৌহার্দপূর্ণ সহাবস্থান যে কোনও দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

ইংরেজ শাসনকালে পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স জুড়ে চা বাগানের বিস্তার এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের এখানে বসবাস, তার মধ্য দিয়ে যে জীবনশৈলী এখানে সুদীর্ঘকাল ধরে গড়ে উঠেছে তার শিকড় অনেক গভীরে। ধর্ম ও তার থেকে সৃষ্ট আবেগ এই সম্প্রীতির বন্ধনটাকে নষ্ট করতে পারেনি। যে ধরনের সমষ্টিগত চিন্তা-চেতনা সকলের অজান্তেই এই ভৌগোলিক এলাকায় গড়ে উঠেছে, সেই বোধ উত্তরের সমাজজীবনে ধর্মকে রক্তক্ষয় করতে বাধা দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের লাখো লাখো জনজাতি তথা মূল নিবাসীর প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর খোঁজা ও তাঁর সহজ-সরল উপাসনা পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত সমন্বয়বাদী ঐকতান সৃষ্টি করেছে। যার আবহ এখনও সক্রিয় বলে ধর্মের নামে এখানে রক্তক্ষরণ কম। ঘৃণা, বিভেদ, ধর্মীয় হিংসা, উগ্রতা এখানে কম। এই কম থাকাটাই সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মীয় হানাহানিকে বারবার রুখে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমাজের প্রচ্ছন্ন এই ঐক্যের বাতাবরণকে ভেঙে ফেলবার চক্রান্ত যে হচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে তিস্তা-তোর্সা, কালজানি, মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা, কুলিক, আত্রেয়ী পারের অসংখ্য সাধারণ মানুষের আবহমানকাল ধরে লালিত সহিষ্ণুতা বিভেদের আগুনকে রুখবেই রুখবে।

ভারতীয়দের রক্ত ফুটছে

প্রথম পাতার পর

মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সেই বার্তার পর ভারতের তরফে সিন্ধু জল চুক্তি স্থগিত করে দেয় ভারত। তারপর থেকেই ক্রমাগত ভারতকে চোখ রাঙিয়ে চলেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ সহ বিভিন্ন নেতামন্ত্রী।

রবিবার পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী হানিফ আব্বাসি এককাঠি উঠে ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের অস্ত্রাগারে ঘোরি, শাহিন এবং গজনাভি ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি ১৩০টি পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে।' তাঁর তোপ, 'ভারত যদি পাকিস্তানকে জল দেওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাদের উচিত, পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্য তৈরি হওয়া। আমাদের হাতে যেসব অস্ত্র আছে, ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে সেগুলি শুধু প্রদর্শনের জন্য রাখা নেই। আমরা আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি দেশের কোথায় কোথায় রেখে দিয়েছি সেটা কিন্তু কেউ জানেন না। আমি আবার বলছি, এই ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ভারতের দিকেই তাক করে রাখা আছে।' হুমকির পর নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের বিনা প্ররোচনায় গুলি চালায় পাক সেনা।

পাকিস্তানের হুমকির জবাবে ভারতও আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছে। আরবসাগরে ভারতীয় নৌসেনা ব্রহ্মোস অ্যান্টি শিপ এবং অ্যান্টি সারফেস মিসাইল উৎক্ষেপণের মহড়া করে। নৌসেনা জানিয়েছে, তারা যে কোনও সময়, যে কোনও স্থানে, যে কোনওভাবে দেশের সামুদ্রিক স্বার্থ সুরক্ষা করতে প্রস্তুত।

বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি পহলগামে গিয়ে ঐক্যের বার্তা দিয়ে এসেছিলেন। এদিন মোদির গলাতেও শোনা গিয়েছে ঐক্যের কথা। তিনি বলেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের ১৪০ কোটি ভারতীয়দের ঐক্য আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। এই একতাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াইয়ে আমাদের আধার। আমাদের উচিত, সংকল্পবদ্ধ ভাবে দেশের সামনে আসা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া। আমাদের এক রাষ্ট্র হিসেবে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শন করা উচিত।' প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কাশ্মীরে যখন শান্তি ফিরছিল, স্কুল-কলেজে পড়াশোনার ছন্দ ফিরছিল, নির্মাণকাজে গতি আসছিল, গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছিল, পর্যটকদের সংখ্যা রেকর্ড বৃদ্ধি পাচ্ছিল, মানুষের আয় বাড়ছিল, তরুণদের নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছিল, তখন দেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের শত্রুদের এটা ভালো লাগেনি। জঙ্গি ও তাদের মদতদাতারা চায় কাশ্মীর যেন আবার ধ্বংস হয়ে যায়। তাই এত বড় চক্রান্তকে বাস্তবের রূপ দেওয়া হয়েছে।' বিশ্বের সমর্থন যে ভারতের হাতেই রয়েছে, সেই কথা জানাতে গিয়ে মোদি বলেন, 'ভারতের মানুষের মধ্যে যে আক্রোশ রয়েছে সেটা সারাবিশ্বেই রয়েছে। এই হামলার পর লাগাতার দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক নেতারা আমাকে ফোন করে চিঠি লিখে এই জঘন্য হামলার কঠোর নিন্দা করেছেন। নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন। সারাবিশ্ব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১৪০ কোটি মানুষের পাশে রয়েছে।'

পিচ বুঝি না বলে দেয় যুযিভাই প্রিয়াংশ

সুনীল নারায়ণ, হর্ষিত রানাদের দারুণভাবে সামলে নজর কেড়েছেন প্রিয়াংশ আর্য।

সম্পদ প্রভসিমরান, একসুর যুবি-রিকির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : অর্শদীপ সিং, শুভমান গিল, অভিষেক শর্মার পর কি প্রভসিমরান সিং? পাঞ্জাব থেকে ভারতীয় দলে কি পা রাখা আরও এক তারকা? শনিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই প্রতিশ্রুতিই যেন রেখে গেলেন পাঞ্জাব কিংসের ওপেনিং ব্যাটার প্রভসিমরান।

অতীতে শুভমান, অভিষেককে নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যুবরাজ সিং। বলেছিলেন, দুজনেই ভারতীয় দলে খেলবেন। সেই যুবরাজের মুখে প্রভসিমরানকে নিয়ে প্রশস্তি। একই সুরে দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ হয়ে উঠবে টিম প্রীতি জিন্টার এই ওপেনার।

হেডকোচ রিকি পন্টিংয়ের কাছেও প্রভসিমরান হল রত্ন। ইডেন ম্যাচের আগেই যা নাকি বলেছিলেন প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেনকে। কিংবদন্তি অজি ওপেনার জানান, আইপিএলের আগে রিকি পন্টিংই তাঁকে বলেন, দলে একজন রত্ন পেয়েছেন। কাউকে নিয়ে এরকম কথা সাধারণত বলে না রিকি। কিন্তু প্রভসিমরানের প্রতিভা, দক্ষতা নিয়ে এতটাই মুগ্ধ, বলার সময় রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।

কালবৈশাখী ঝড়ে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচেই ঐতিহাসিক ইডেনে সেই প্রশংসার প্রমাণ প্রভসিমরানের ব্যাটে। কিছুটা মন্থর পিচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের শক্তিশালী বোলিংকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেন ৮৩ রানের ইনিংসে। প্রভসিমরান যদি হয় নায়ক, তবে

> যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।
>
> **প্রিয়াংশ আর্য**

দোসর তাঁর ওপেনিং পার্টনার প্রিয়াংশ আর্য। নিজের যে ইনিংসের জন্য কৃতিত্ব দিয়েছেন দলের লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালকে!

প্রিয়াংশের সাফ কথা, পিচের আচরণ কী হতে পারে, এখনও ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেন না। এই ব্যাপারে যুযিভাই তার 'গুরু'। যুযবেন্দ্র চাহালই তাঁকে ইডেন পিচের হালহকিকত সম্পর্কে অবহিত করেন। সেইমাফিক ব্যাটিং পরিকল্পনা এবং সুফল।

ইডেন দ্বৈরথ শেষে প্রিয়াংশ বলেছেন, 'ম্যাচের আগে যুযিভাইয়া আমাকে এসে পিচ কীরকম আচরণ করবে, তা বুঝিয়ে দেয়। যা আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে। কারণ, আমি পিচ বোঝার ব্যাপারে এখনও ততটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।'

চাহালের পিচ-রিপোর্ট কী ছিল, সেটাও তুলে ধরেন প্রিয়াংশ। ৯ ম্যাচে ৩২৩ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে নবম স্থানে উঠে আসা বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'যুযিভাইয়া জানায়, পিচে বল টার্ন করবে। সময় নিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। হাত খোলার আগে তাই কিছুটা সময় নিয়েছি শুরুর দিকে। যা আমার পক্ষে গিয়েছে। পুরো কৃতিত্বটা তাই যুযি পাজিকে।'

পন্টিংও জানান, ব্যাটিংয়ের জন্য খুব একটা আদর্শ উইকেট ছিল না ইডেনে। তাই পাওয়ার প্লে-তে পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগে জোর দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে নাইট স্পিন-চ্যালেঞ্জ সামলানোকে অগ্রাধিকার দেন। পন্টিং বলে দিয়েছিলেন, ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে টপ অর্ডারকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। হেডস্যরের সেই অঙ্ক মেলানোর কাজটা ১২০ রানের ওপেনিং জুটিতে সেরে দেন প্রভসিমরান-প্রিয়াংশ।

ভেঙ্কিকে ওপেনিংয়ে চাইছেন কুম্বলে

সুনীল নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে ওপেনিংয়ে চান অনিল কুম্বলে।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : 'রোগ'টা সবারই জানা। রোগের পথ্যও অজানা নয়। কিন্তু সঠিকভাবে সেই ওষুধের প্রয়োগটা কীভাবে হবে, সেটা অজানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের।

আর অজানা বলেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে এখনও দিশাহীন ক্রিকেট খেলে চলেছে আজিঙ্কা রাহানের দল। প্রথম একাদশের সঠিক কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা ও বিতর্ক। দলের ব্যাটারদের ছন্দ বলে কিছু নেই। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের কুড়ির ক্রিকেটের মঞ্চে টেস্টের ব্যাটিংও করতে দেখা গিয়েছে।

গতরাতে ইডেন গার্ডেন্সে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কেকেআর বনাম পাঞ্জাব কিংসের ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল। এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্টির কথা রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দলের অন্যতম জোরে বোলার বৈভব অরোরা। তাঁর কথাতেই প্রমাণ, নাইটদের অন্দরে ক্রিকেটীয় আত্মবিশ্বাস এখন তলানিতে। এমন মনোভাব নিয়েই আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে কলকাতা থেকে নয়াদিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা। অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে নাইটদের পরের ম্যাচ মঙ্গলবার। সেই ম্যাচে আবার প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক নাইটদের সংসারে কাঁটা হিসেবে হাজির হতে চলেছেন। শেষ মরশুমে স্টার্কের দুর্দান্ত পারফরমেন্স ছাড়া ট্রফি জয় সম্ভব ছিল না কেকেআরের। সেই স্টার্ক মঙ্গলবারের ম্যাচে বল হাতে বিপক্ষ শিবিরের ভরসা হিসেবে নামবেন মাঠে।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টের কঠিন পরিস্থিতিতে কীভাবে নাইটরা সফল হতে পারেন, আজ তার দিশা দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক অনিল কুম্বলে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কুম্বলে নাইটদের সাফল্যের দাওয়াই দিয়ে জানিয়েছেন, ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো হোক। ভেঙ্কি সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কেকেআর ইনিংসের শুরুটা করুক। ভেঙ্কির মতো ব্যাটার শুরুর পাওয়ার প্লে কাজে লাগাতে পারলে নাইটদের অনেক সমস্যা মিটে যাবে বলে মনে করছেন কুম্বলে। তাঁর কথায়, 'চলতি মরশুমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর তাদের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনটাই ঠিক করতে পারেনি। আমার মনে হয়, নারায়ণের সঙ্গে ভেঙ্কিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানো উচিত। আর অবশ্যই স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার লাভনিত সিসোদিয়াকে খেলানো উচিত। ও দুর্দান্ত প্রতিভা।'

কুম্বলের পরামর্শ কেকেআর

দিল্লি পৌঁছে গেলেন রাহানেরা

টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে নেবে, বাস্তবে এমন পরামর্শ কাজে লাগানোর কথা ভাববে কিনা- মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে অক্ষর প্যাটেলের দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেই বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে অষ্টাদশ আইপিএলে একেবারেই স্বস্তিতে নেই গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। গতরাতের ইডেনে প্রথম একাদশে জোড়া বদল হয়েছিল। চেতন সাকারিয়া ও রোভমান পাওয়েলরা খেলেছিলেন প্রথম একাদশে। চেতনকে বল হাতে দেখা গেলেও বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার কারণে রোভমানের ব্যাটিং দেখা হয়নি ক্রিকেটমহলের। তাই দলের প্রথম একাদশের জোড়া বদল বাস্তবে কতটা কার্যকরী ছিল, সেটাও বোঝা যায়নি।

কালবৈশাখীর প্রভাবে রাতের ইডেনে পাঞ্জাবের ২০২ রানের চ্যালেঞ্জ নাইট ব্যাটাররা কীভাবে সামলাতেন, সেটাও আর জানা যাবে না। তার মধ্যেই গতরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বৈভব অরোরার কথা শুনে অবাক ক্রিকেটমহল। বৈভব বলেছিলেন, 'কোনও পয়েন্ট না পাওয়ার চেয়ে এক পয়েন্ট পাওয়া ভালো।' তারকাখচিত একটা চ্যাম্পিয়ন দলের সেরা বোলারের যদি এমন মনোভাব হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে খেলা হলে ম্যাচ হারের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল কেকেআর। আসলে নয়টি ম্যাচ খেলে ফেলার পরও এখনও দলের কম্বিনেশনটাই তৈরি করতে পারেননি অধিনায়ক রাহানে, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কেকেআরকে।

আজ হারলেই বিদায় দ্রাবিড় ব্রিগেডের

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

'বিদায় ঘণ্টা' কার্যত বেজে গিয়েছে। ৯ ম্যাচে মাত্র দুটি জয়, শেষ পাঁচ ম্যাচে টানা হার। যদিও অঙ্কের নিরিখে এখনও 'বিদায়' বলা যাচ্ছে না। যে অঙ্কে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়েই ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাচ রাজস্থান রয়্যালসের।

প্রতিপক্ষ লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা গুজরাট টাইটান্স। ৮ ম্যাচে হাফ ডজন জয়ে ইতিমধ্যেই ১২ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীকাল নড়বড়ে প্রতিপক্ষ রাজস্থানের 'বিদায়' নিশ্চিত করে নিজেদের পায়ের নীচের জমিটা আরও শক্ত করে নিতে বদ্ধপরিকর শুভমান গিলরা। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনকে সম্ভবত পাচ্ছে না রাজস্থান। রিয়ান পরাগই শুভমানের সঙ্গে টস করতে নামবেন। তবে শুধু সঞ্জু নয়, রাজস্থানের সমস্যার তালিকা রীতিমতো লম্বা। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- তিন বিভাগেই ফিকে গোলাপি ব্রিগেড।

৫ এপ্রিল শেষ জয় পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। তারপর গত পাঁচ

ম্যাচে টানা হার। এরমধ্যে একাধিক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করার খেসারত দিতে হয়েছে। যে হারের পিছনে কেউ কেউ বেটিংয়ের গন্ধও পেয়েছেন।

মাঠ এবং মাঠের বাইরে, ব্যর্থতা, সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হাল। যে ক্ষতে মলম লাগাতে বাকি পাঁচ ম্যাচে জয় দরকার রাজস্থানের। তারপর বাকি দলগুলির ফলাফল, একঝাঁক অঙ্ক মেলানোর প্রার্থনা। তবে হেডস্যর রাহুল দ্রাবিড়ের মূল চ্যালেঞ্জ দলের হারানো আত্মবিশ্বাস ফেরানো।

যশস্বী জয়সওয়াল গত কয়েক ম্যাচে রান পেয়েছেন। কিন্তু সঞ্জু থেকে রিয়ান-ব্যর্থতার লম্বা তালিকা। শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানা, ধ্রুব জুরেলরাও মাঝারিয়ানায় আটকে। বোলিংয়ে জোফ্রা আর্চারকে সরিয়ে রাখলে বাকি ছবিটা হতাশার।

উলটো দিকে, টগবগিয়ে ছুটছে গুজরাট। শুভমান, বি সাই সুদর্শনদের সঙ্গে যে দৌড়ে অক্সিজেন জোগাচ্ছেন স্বয়ং রাজস্থানের প্রাক্তন তারকা জস বাটলার। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে বাটলার নামবেন চেনা সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজে ছড়ি ঘোরাতে।

শুভমান-সুদর্শনরা তো প্রতি ম্যাচে বোঝাচ্ছেন টি২০ মানে শুধু আড়া ব্যাটে চালানো নয়। সোজা ব্যাটে, ক্রিকেটীয় শটেও রং ছড়ানো সম্ভব। বাটলার সেখানে ফিনিশারের ভূমিকা। বাটলারদের সংগত দিচ্ছে বোলিং ব্রিগেডও। নেতৃত্বে প্রসিধ কৃষ্ণা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বুড়োঘোড়া ইশান্ত শর্মা। আছেন ছন্দে ফেরা রশিদ খান। যে চ্যালেঞ্জের সামনে রাজস্থান টিকে থাকবে নাকি চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে আগামীকালই ছুটি হবে, সেটাই দেখার।

এল ক্লাসিকো জিতে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা

জয়সূচক গোলের পর লামিনে ইয়ামালকে নিয়ে উচ্ছ্বাস জুলেস কুন্দের।

সেভিয়া, ২৭ এপ্রিল : রইল বাকি দুই।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোপ ডেল রে-এর শিরোপা ঘরে তুলল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের দল যেভাবে এগোচ্ছে তাতে অঘটন না ঘটলে লা লিগার শিরোপাটাও আসছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও আর মাত্র তিনটি ম্যাচে এই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। ত্রিমুকুট জয়ের দৌড়ে থাকা এই বার্সেলোনাকে থামাবে কে? শনিবার ফাইনালে পিছিয়ে পড়ার পরেও দলটা যেভাবে প্রত্যাবর্তন করল তাতে আরও জোরালো হল এই প্রশ্নটা।

২৮ মিনিটে পেড্রির গোল। প্রথমার্ধটা দেখার পর মনে হয়েছিল বিগত দুই এল ক্লাসিকোর মতোই একপেশেভাবে ম্যাচটা জিতে নেবে বার্সা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে কিলিয়ান এমবাপে মাঠে নামার পর ধার বাড়ে রিয়ালের আক্রমণে। তারই প্রতিফলন পরই রিয়ালকে মোচড়টা দিল ফ্লিকের বার্সেলোনা। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে জুলেস কুন্দের শট জালে ঢুকতেই উৎসব শুরু বার্সেলোনা শিবিরে।

শেষলগ্নে আরও উত্তপ্ত হল পরিস্থিতি। ম্যাচের আগেই রেফারিকে নিয়ে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দেড়েক আগে ফ্রি-কিক না পাওয়ার ক্ষোভে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে রেফারির দিকে তেড়ে যান রিয়ালের অ্যান্টোনিও রুডিগার। পরের মুহূর্তেই রেফারির উদ্দেশে কিছু ছুড়ে মারা হয়। কে মেরেছেন তা বোঝা না গেলেও রুডিগারকেই লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর লাল কার্ড দেখেন লুকাস ভাস্কুয়েজ ও জুডে বেলিংহামও।

স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতলেও বার্সেলোনা কোচ হিসাবে এটাই ফ্লিকের প্রথম বড় কোনও খেতাব জয়। সেখানে এই পর্বে রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে ট্রফি জয়ের এটাই সম্ভবত শেষ সুযোগ ছিল কার্লো আন্সেলোত্তির সামনে। মাদ্রিদের ক্লাবটি থেকে তাঁর বিদায় আসন্ন। ফলে তাঁর ব্রাজিলের কোচ হওয়ার সম্ভাবনা আরও জোরালো হল।

খিলারের রাতে তিন লাল কার্ড রিয়ালের

সাত মিনিটে দুটি গোল। ৭০ মিনিটে মাদ্রিদ জায়েন্টদের এগিয়ে দেন এমবাপে। পরেরটি অরলিয়েন চৌয়ামেনির। তবুও নাছোড় বার্সা গোলশোধ করল ৮৪ মিনিটে। কাতালান জায়েন্টদের হয়ে গোল ফেরান টোরেসের। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে ম্যাচের ফল ২-২। এরপর অতিরিক্ত সময়ের ১১৫ মিনিট পেরোতেই টাইব্রেকারের প্রহর গোনাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার ঠিক

কোপা ডেল রে জয়ের পর ট্রফি নিয়ে সেলিব্রেশন বার্সেলোনার। সেভিয়ায় শনিবার রাতে।

ধোনিদের হারিয়ে মালদ্বীপে কামিন্সরা!

হায়দরাবাদ, ২৭ এপ্রিল : পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। গতবারের রানার্স সানরাইজার্স হায়দরাবাদের প্লে-অফে যাওয়া কার্যত বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে ওঠার মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৯ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট যার প্রমাণ।

কিন্তু তাতে কী?

চাপ কাটানোর জন্য, মানসিকভাবে আরও তরতাজা হয়ে ওঠার জন্য চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর প্যাট কামিন্সদের সাময়িক 'ছুটি' দিয়েছে হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ। আর সেই ছুটি কাজে লাগিয়ে কামিন্সরা পৌঁছে গিয়েছেন মালদ্বীপে। ২ মে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড, ঈশান কিষানদের। তার আগে তাঁরা মানসিকভাবে চাঙ্গা হওয়ার জন্য পৌঁছে গিয়েছেন মালদ্বীপ। মনে করা হচ্ছে, চেন্নাই সুপার কিংসকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে দেওয়ায় পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কামিন্সদের। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে ক্রিকেট মহলকে। যদিও সানরাইজার্সের তরফে দলের ক্রিকেটারদের ছুটিতে মালদ্বীপ পাঠানো নিয়ে সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

নিলামের আসরে গুছিয়ে দল করেছিল হায়দরাবাদ। আইপিএলের শুরুটাও দারুণ হয়েছিল। কিন্তু মাঝের সময়ে গতবারের রানার্সদের শুধুই পিছিয়ে পড়ার ছবি সামনে এসেছে। ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ হারের পর অবশেষে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে জিতেছেন কামিন্সরা। আর সেই জয়ের পর হায়দরাবাদের এখনও প্লে-অফ স্বপ্ন বেঁচে রয়েছে, এমনটাই ধরে নিয়েছে তারা। তাই পুরো দলকে ক্রিকেট থেকে সাময়িক ছুটি দিয়ে মালদ্বীপে ঘুরতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে জয় হরমনপ্রীতদের

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল : ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেল ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার কলম্বোয় শ্রীলঙ্কাকে ৯ উইকেটে হারাল তারা। এদিন পহলগাম হামলার প্রতিবাদে কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নেমেছিলেন হরমনপ্রীতরা।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৯ করা হয়েছিল। টসে জিতে প্রথমে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৭ রানে গুটিয়ে যায় শ্রীলঙ্কার ইনিংস। ওপেনার হাসিনী পেরেরা ৩০ রান করেন। স্নেহ রানা ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। দীপ্তি শর্মা ও নল্লাপুরেড্ডি চারানি ২টি করে উইকেট পান। এদিন কাশভি গৌতম ও নল্লাপুরেড্ডি শ্রী চারানির জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয়।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১ উইকেটে ১৪৯ রান তুলে নেয় ভারত। ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ৫০ ও হার্লিন দেওল ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। তারকা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানা করেন ৪৩ রান।

প্রয়াত প্রাক্তন ব্রাজিল তারকা

ব্রাসিলিয়া, ২৭ এপ্রিল : প্রাক্তন ব্রাজিলিয়ান তারকা জের ডা কোস্টা শনিবার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। ডা কোস্টা কেরিয়ারের একটা বড় সময় খেলেছিলেন ইন্টার মিলানের হয়ে। ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে ইতালিয়ান ক্লাবটির ইউরোপিয়ান কাপ (বর্তমানে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জেতার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৬৪ সালের ফাইনালে তিনি গোল করেছিলেন। এছাড়াও ইন্টারের হয়ে চারটি সিরি আ খেতাব জিতেছেন কোস্টা।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৬২ বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল দলের সদস্য ছিলেন কোস্টা। যদিও একটা ম্যাচেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি তাঁর। কোস্টার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন।

চাপ না নিতে সালাউদ্দিনকে পরামর্শ সাহাল-আশিকের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : জুনিয়ার দলের পারফরমেন্সে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

সেমিফাইনালে এফসি গোয়া। ম্যাচ সহজ নয় জেনেও সবুজ-মেরুন শিবিরে মানসিকতার কোনও বদল নেই। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর নিজের ফুটবলারদের মানসিকতাকে দোষারোপ করেছেন কেরালা ব্লাস্টার্স কোচ ডেভিড কাটালা। আর ঠিক এটাই সম্ভবত সবথেকে বড় অস্ত্র বাস্তব রায়ের। দাদাদের দেখানো পথেই সুপার কাপের প্রথম ম্যাচে বাজিমাত বাগানের রিজার্ভ দলের। এমনিতেও হেড কোচ মোলিনার পরিকল্পনারই সফল প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন বাস্তব। ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র রেখে প্রতিপক্ষের অমনোযোগের সুযোগ নেওয়া। সঙ্গে ওই চ্যাম্পিয়নশিপ মানসিকতা। ম্যাচের পর আশিক কুরনিয়ান বলেও দেন, 'মরশুমের শুরু থেকেই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ট্রফি জয়। আমরা ম্যাচ নিয়ে আলাদা করে স্নায়ুর চাপে ভুগি না। বরং আমাদের মাথায় থাকে যে, ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। এটাই গোটা দলের মানসিকতা।' বড়দের দেখে দেখে এই মানসিকতা নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছেন দীপেন্দু বিশ্বাস-সৌরভ ভানওয়ালা-সালাউদ্দিন আদনানরা।

শনিবার কেরালার বিপক্ষে তিন কেরালাইট এবং এক কাশ্মীরির সম্মিলিত আক্রমণেই শেষ নোয়া সাদাউরা। দুই সিনিয়ার সাহাল আব্দুল সামাদ ও কুরনিয়ান গোটা ম্যাচে যেন দারুণভাবে পাশে থেকে পথ দেখালেন সুহেল আহমেদ বাট ও সালাউদ্দিনকে। এঁদের মধ্যে সুহেল অবশ্য গত মরশুম থেকেই সিনিয়ার দলে খেলছেন। কিন্তু এবারই রিজার্ভ দল থেকে সুপার কাপের জন্যই দলের সঙ্গে অনুশীলন করা সালাউদ্দিনকে দেখে মুগ্ধ বিশেষজ্ঞরা। সাহালকে দিয়ে শুধু গোল করানোই নয়, ক্রমাগত ঝামেলায় ফেলেছেন কেরালা ডিফেন্সকে। অল্পের জন্য গোল পাননি। তাঁর সম্পর্কে

মৃতদের গোল উৎসর্গ সুহেলের

সাহালের মন্তব্য, 'কী বলব, খুবই উচ্চমানের পারফরমেন্স সালাউদ্দিনের। এরকম জুনিয়ারদের পাশে থাকতে হবে আমাদের। ওদের পাশে আমরা আছি। সত্যিই খুব খুশি যে ওর কাছ থেকে ফাইনাল টাচটা এসেছে। একটাই কথা বলব, কোনও চাপ না নিয়ে এগিয়ে চলো।' আশিকও বললেন, 'সালাউদ্দিন এর থেকেও ভালো খেলতে পারে। পরের ম্যাচে আরও ভালো খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' মোহনবাগানের প্রতিটি পজিশনে দুজন কী তিনজন রাখার ভাবনা থাকেই। এতদিন রাইট উইংয়ে মনবীর সিংয়ের পরিবর্ত সেভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আইএসএলের শেষদিকেই মনবীরের চোটের সময়ে সাহাল ও পরে লিস্টন কোলাসোকে দিয়ে ওই জায়গায় কোনওক্রমে কাজ চালাতে হয় মোলিনাকে। হয়তো সালাউদ্দিন শেষপর্যন্ত মনবীরের সত্যিকারের পরিবর্তই হয়ে উঠতে চলার ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন এই ম্যাচে।

আরেক জুনিয়ার সুহেল আবার তাঁর গোল উৎসর্গ করেন পহলগামে মৃত পর্যটকদের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, 'সেইসব মানুষের প্রতি যাঁরা কাশ্মীরে গিয়ে প্রাণ হারালেন, এই গোল তাঁদের অতুলনীয় সাহসিকতার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রথমবার মাঠে নামার সুযোগ পেয়ে খুশি নুনো রিজও। যদিও সেভাবে পরীক্ষিত হননি। তাছাড়া দীপেন্দু এবং ধীরাজ সিং মৈরাংথেম অসাধারণ খেলেন এই ম্যাচে। আর জুনিয়ার ফুটবলারদের এই পারফরমেন্সে খুশি মোলিনাও। তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন, একথা নিজেই জানিয়েছেন বাস্তব। নিশ্চিতভাবেই সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার মোকাবিলা করতে স্প্যানিশ কোচের কাছ থেকে কিছু নির্দেশ নিয়েই এবার সেমিফাইনালের জন্য দলকে তৈরি করবেন তিনি এবং দেগি কার্ডোজো।

সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে উল্লাস মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

বুমরাহ-বোল্ট বিদ্যুতে পাঁচে পাঁচ মুম্বই

এক ওভারে ৩ উইকেট নিয়ে ফুটছেন জসপ্রীত বুমরাহ। মুম্বইয়ে রবিবার।

ব্যর্থ ঋষভ, ফিরলেন মায়াঙ্ক

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-২১৫/৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৬১

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল : কেউ হতে চায় 'মহিলা ক্রিকেটের' জসপ্রীত বুমরাহ। কেউ বা রোহিত শর্মার সঙ্গে হাত মেলাতে পারলেই খুশি। মুম্বইয়ের সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা খুদে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মালকিন নীতা আম্বানি। ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে বিশেষ উদ্যোগ। মাঠে হাজির ১৯ হাজার এমনই সব খুদের দল। গায়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সি। হাতে পতাকা। দুই চোখে আগামীর স্বপ্ন। যাদের উপস্থিতি লখনউ সুপার জায়েন্টস-মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে গোটা গ্যালারির চেহারা বদলে।

হাজারো খুদে সমর্থকদের হতাশ করেননি হার্দিক পান্ডিয়া ব্রিগেডও। প্রথম পাঁচে মাত্র ১টা জয়। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শুরুতেই বাতিলের তালিকায় ফেলে দিয়েছিলেন অনেকেই। সেখান থেকেই শেষ পাঁচ ম্যাচে জয়! দিল্লি ক্যাপিটালস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (দুইবার) পর আজ সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউও উড়ে গেল মুম্বইয়ের দুরন্ত প্রত্যাবর্তন স্ক্রিপ্টের সামনে।

মুম্বইয়ের ২১৬ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে আগাগোড়া খোঁড়াতে থাকা লখনউ ১৬১-তেই গুটিয়ে যায়। ৫৪ রানের বড় জয়ের হাত ধরে পাঁচ থেকে একলাফে দ্বিতীয় স্থানে (দিল্লি-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত) মুম্বই (১০ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট)। ঋষভ পন্থের লখনউ সেখানে ১০ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে।

জয়ের মঞ্চ গড়েন ওপেনার রায়ান রিকেলটন (৩২ বলে ৫৮), সূর্যকুমার যাদব (২৮ বলে ৫৪)। এদিনের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অরেঞ্জ ক্যাপও সূর্যের মাথায়। রোহিত (১২) বড় রান না পেলেও রিংটোন সেট করে দেন মায়াঙ্ক যাদবকে মারা জোড়া ছক্কায়। ডেথ ওভারে নমন ধীর (২০) ও নবাগত করবিন বশ (২০) কার্যকর ইনিংসের হাত ধরে দুশো পার মুম্বই।

মুম্বই ইনিংসের সময় সবার চোখ ছিল মায়াঙ্কের দিকে। দীর্ঘদিন পর মাঠে ফিরছেন। প্রত্যাবর্তনে দেড়শো কিলোমিটার গতি এদিন দেখা না গেলেও জোড়া উইকেট নিয়ে লখনউ টিম ম্যানেজমেন্টকে আশ্বস্ত করলেন মায়াঙ্ক (৪০/২)। আবেশ খানও দুই উইকেট নেন। তবে কমজোরি এবং অনভিজ্ঞ বোলিং যে মাথাব্যথার কারণ লখনউয়ের, তা এদিনের দুপুরের ওয়াংখেড়ে দ্বৈরথে পরিষ্কার।

মুম্বইয়ের বিজয়রথ থামাতে হলে ২১৬ দরকার ছিল ঋষভদের। বদলে জসপ্রীত বুমরাহ-ট্রেন্ট বোল্টের যুগলবন্দির ধাক্কায় শুরু থেকে ব্যাকফুটে লখনউ। দুজনের মিলিত সংগ্রহ ৪২ রানে ৭ উইকেট। বুমরাহর ঝোলায় চার, বোল্টের তিন। এরপর লখনউই জিতবে আশা করা বাড়াবাড়ি। আজকের পারফরমেন্সের সুবাদে লসিথ মালিঙ্গাকে (১৭০ উইকেট) পিছনে ফেলে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের নজির গড়লেন বুমরাহ। টার্নিং পয়েন্ট অবশ্য সপ্তম ওভারে উইল জ্যাকসের জোড়া শিকার। পাওয়ার প্লে-তে ৬০/১। আইডেন মার্করাম (৯) ফেরার পর ক্রিজে জমে যাওয়া মিচেল মার্শ (৩৪)। সঙ্গী নিকোলাস পুরান (২৭)। কিন্তু জ্যাকসের জোড়া ঝটকায় ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়। প্রথমে ফেরেন পুরান। তারপর ঋষভ (৪)। যার সুবাদে ম্যাচের সেরার সম্মানও জ্যাকসের।

ক্রিজে নেমে প্রথম বলেই বাউন্ডারি মারেন ঋষভ। পরের বলে দুঃসাহসী রিভার্স সুইপে উইকেট উপহার। মাথার ওপর চাপটা আরও বাড়িয়ে ডাগআউটে ফেরা। যেখানে বসে থাকা টিম মেন্টর জাহির খানের গুরুগম্ভীর চোখ-মুখে অধিনায়ক ঋষভকে হতাশার প্রতিফলন।

বাকি সময়ে প্রতিরোধ বদলে আয়ুষ বাদোনি (৩৫) ও আব্দুল সামাদের (২৪) ইনিংস। নিটফল, ১৬১ রানে লখনউকে গুটিয়ে দিয়ে শেষ পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয় মুম্বইয়ের। চ্যাম্পিয়নের মেজাজে প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়া। কেউ কেউ তো ষষ্ঠ খেতাবের গন্ধও পাচ্ছেন।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক উইকেট

উইকেট	বোলার
১৭৪	জসপ্রীত বুমরাহ
১৭০	লাসিথ মালিঙ্গা
১২৭	হরভজন সিং
৭১	মিচেল ম্যাক্লানাঘান
৬৯	কায়রন পোলার্ড

ভুবিদের জোশে নাগালে দিল্লি

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৬২/৮
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-৫০/৩
(৮ ওভার পর্যন্ত)

তিন উইকেট নিয়ে ফের ছন্দে ভুবনেশ্বর কুমার।

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : চলতি আইপিএলে সেরা পেস অ্যাটাক রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হাতেই রয়েছে। যার নেতৃত্বে জোশ হ্যাজেলউড ও ভুবনেশ্বর কুমার। রবিবার নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দুই পেসারের দাপটে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নাগালের বাইরে যেতে দিল না আরসিবি।

রাজধানীতে এদিনের দ্বৈরথকে লোকেশ রাহুল-বিরাট কোহলির টক্কর বলা হয়েছিল। তবে নজরে ছিল অস্ট্রেলিয়ার দুই পেসার হ্যাজেলউড ও মিচেল স্টার্কের লড়াইও। এদিন বল হাতে দিল্লিকে হ্যাজেলউডই (৩৬/২) প্রথম ধাক্কা দেন। শুধু তাই নয়, চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেটশিকারি হয়ে গেলেন জোশ। নিজের প্রথম ওভারে হ্যাজেলউড তুলে নেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েলকে (২৮)। চোট সারিয়ে এদিন ফিরেছিলেন ফাফ ডুপ্লেসি (২২)। কিন্তু তিনি সুবিধা করতে পারেননি। অক্ষর প্যাটেলও (১৫) হ্যাজেলউডের শিকার হন।

সপ্তাহ দুয়েক আগে বেঙ্গালুরুতে বিরাটদের হাসি কেড়ে নেওয়া লোকেশ (৪১) যদিও একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রুণাল পান্ডিয়া (২৮/১), সুযশ শর্মাদের (২২/০) স্পিনের সামনে লোকেশ রানের গতি বাড়াতে ব্যর্থ হন। কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস (১৮ বলে ৩৪)।

ফিরতি স্পেলে দিল্লিকে আরও কোণঠাসা করে দেন ভুবনেশ্বর (৩৩/৩)। ১৭ তম ওভারে এসে দ্বিতীয় বলে তিনি ফিরিয়ে দেন রাহুলকে (৪১)। তিন বল বাদে ভুবি পেয়ে যান আশুতোষ শর্মাকে (২)। এখানেই ১৮০-১৯০ স্কোরের আশা শেষ হয়ে যায় দিল্লির। ২০ নম্বর ওভারে মাত্র ৪ রান খরচ করে স্টাবসকে ফিরিয়ে দেন ভুবি। দিল্লি থামে ১৬২/৮ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে অক্ষরের জোড়া ধাক্কায় চাপে আরসিবি-ও। জ্বরের জন্য এদিন নামতে পারেননি আরসিবি-র ওপেনার ফিল সল্ট। তাঁর বদলে অভিষেক হয় জেকব বেথেলের। কিন্তু আইপিএল জার্নির শুরুটা ভালো হল না বেথেলের (১২)। ফিরে গিয়েছেন রজত পাতিদার (৬)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর স্কোর ৮ ওভারে ৫০/৩। ক্রিজে বিরাট (২০) ও ক্রুণাল (১১)।

গম্ভীরকে মৃত্যুহুমকি

গ্রেপ্তার গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হানার পর ভারত বদলা নেবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তারপরই তিনি মৃত্যুহুমকি পেয়েছিলেন। ২৪ এপ্রিল ভারতীয় দলের কোচের অভিযোগ দায়েরের তিনদিনের মাথায় হুমকি দেওয়া ব্যক্তিটিকে দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলল। দিল্লি পুলিশকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, গম্ভীরকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গুজরাটের ২১ বছরের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র জিগনেশ সিং পারমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জিগনেশের পরিবারের দাবি, তিনি মানসিক রোগে ভুগছেন। দিল্লি পুলিশ তাঁদের বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

২২ এপ্রিল বিকেল ও সন্ধ্যায় গম্ভীর দুইটি ই-মেল পেয়েছিলেন। দুটোতেই লেখা ছিল আই কিল ইউ। হুমকি দেওয়া ব্যক্তি নিজেকে আইসিস কাশ্মীরের সদস্য বলে দাবি করেন।

গোল করে স্মৃতির সরণিতে রোনাল্ডো

জেড্ডা, ২৭ এপ্রিল : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো গোল করলেন। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে সেমিফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল তাঁর দল আল নাসের। শনিবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালে ইয়োকোহামা এফ মেরিনোসকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল সিআর সেভেনের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল নাসেরের। তারই ফসল ২৭ মিনিটে জন ডুরানের গোল। সাদিও মানের ক্রস বিপন্মুক্ত করতে নিয়ে নিজেদের পোস্টে মারেন ইয়োকোহামার এক ডিফেন্ডার। ফিরতি বল ফাঁকা গোলে ঠেলে দেন ডুরান। এর মিনিট চারেক পর দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন মানে। এরপর ৩৮ মিনিটে গোল করেন সুযোগসন্ধানী রোনাল্ডো। গোলের পর পরিচিত সিইউ সেলিব্রেশনের পরিবর্তে গোলপোস্টের পিছনে বিলবোর্ডের ওপর বসে গ্যালারির দিকে তাকান সিআর সেভেন। যে সেলিব্রেশন তিনি করতেন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বা রিয়াল মাদ্রিদে খেলার সময়। এদিকে প্রথমার্ধে তিন গোল হজমের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি জাপানের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নাসেরের হয়ে আরও একটি গোল করেন ডুরান।

মাদ্রিদ ওপেনে বিদায় জোকারের

মাদ্রিদ, ২৭ এপ্রিল : শততম এটিপি মাস্টার্স খেতাবের অপেক্ষা বাড়ল নোভাক জকোভিচের।

মাদ্রিদ ওপেনে নিজের ছন্দে ফেরার লক্ষ্যে নেমেছিলেন সার্বিয়ান তারকা। কিন্তু শুরুতেই স্বপ্নভঙ্গ। প্রতিযোগিতার চতুর্থ বাছাই জকোভিচ প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিলেন। ইতালিয়ান খেলোয়াড় মাতেও আর্নল্ডির কাছে ৬-৩, ৬-৪ গেমে পরাজিত হন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে মায়ামি ওপেন এবং মন্টে কার্লোতেও ব্যর্থ হয়েছেন জকোভিচ। নিজের সেরা সময় অনেকদিন আগেই পার করে এসেছেন। তাঁর র‍্যাকেট থেকে আর কোনও জাদু তৈরি হয় না।

শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

গোলের পর রাসমাস হোজলুন্ড।

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল : রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে হার বাঁচাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন এএফসি বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচের ২৩ মিনিটে অ্যান্টোনিও সেমেনিওর গোলে পিছিয়ে পড়েছিল রেড ডেভিলস। ৭০ মিনিটে বোর্নমাউথের এভিলসন লাল কার্ড দেখেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে ম্যাঞ্চেস্টারের হার বাঁচান রাসমুস হোজলুন্ড। এদিন ম্যাচ ড্র করার ফলে ৩৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ১৪তম স্থানেই থেকে গেল তারা।

খেলা চলাকালীন মৌমাছির হানা

সুপার কাপের শেষ চারে মুম্বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : সুপার কাপের তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেল মুম্বই সিটি এফসি। রবিবার তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার কাশীকে। ম্যাচের ৭১ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন লালরিনজুয়ালা ছাংতে।

এদিন ম্যাচের ৩৫ মিনিটে মৌমাছির হানায় খেলা প্রায় দশমিনিট বন্ধ থাকে। মৌমাছির আক্রমণ থেকে বাঁচতে মাটিতে শুয়ে পড়েন লাইন্সম্যান। পরে প্রথমার্ধের শেষে ১৪ মিনিট সংযোজিত সময় দেওয়া হয়। এই ঘটনা কিন্তু আদপে প্রতিযোগিতার বেহাল দশাই তুলে ধরেছে।

এদিকে অপর কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল জামশেদপুর এবং নর্থ ইস্ট। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রথমার্ধের শেষে ম্যাচটি গোলশূন্য রয়েছে।

সোনা মায়ার

কোচবিহার, ২৭ এপ্রিল : দার্জিলিং স্ট্রেংথ লিফটিং সংস্থার ইস্টার্ন ইন্ডিয়া স্ট্রেংথ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার শিলিগুড়িতে মেয়েদের ৫২ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন কোচবিহারের মায়া সাহা। ছাত্রীর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মায়ার কোচ ভবেশ রায়।

মিশন ইংল্যান্ডের অপেক্ষায় প্রসিধ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। নিচ্ছেন নিয়মিত উইকেট। আর মনের অন্দরে জুন মাসে আসন্ন বিলেত সফরের প্রত্যাশা বাড়ছে।

চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন প্রসিধ কৃষ্ণা। প্রত্যাবর্তনের পর গতি আগের তুলনায় বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে বৈচিত্র্যও। যার প্রমাণ, চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে আট ম্যাচে ১৬ উইকেট। দিন কয়েক আগে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচেও জোড়া উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক উইকেট শিকারিদের তালিকায় জোশ হ্যাজেলউড আজই টপকে গিয়েছেন প্রসিধকে। কিন্তু তাতে কী? গুজরাট টাইটান্সের কোচ আশিস নেহেরার নজরদারি ও পরামর্শ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে প্রসিধকে। রবিবার রাতের দিকে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের তরফে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসিধ জানিয়েছেন তাঁর আগামীর স্বপ্নের কথা। বলেছেন, 'শেষ এক-দুই বছর সময়টা ভালো যায়নি আমার। মাঝের এই সময়ে ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছি বারবার। ক্রিকেটে ফেরার পর অনেকের থেকেই সাহায্য, পরামর্শ পেয়েছি। যার মধ্যে আলাদাভাবে গুজরাটের কোচ আশিস নেহেরার কথা বলতেই হবে আমায়। দলে সুযোগ দেওয়ার পাশে সবসময় আমায় ভরসা দিয়ে চলেছেন উনি।'

> বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফরম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।
>
> **প্রসিধ কৃষ্ণা**

আইপিএলের পরই জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার মিশন ইংল্যান্ড রয়েছে। বিলেতের মাটিতে পাঁচ টেস্টের আসন্ন সেই সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজদের পাশে প্রসিধের যাওয়াও প্রায় নিশ্চিত। পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোরকম ওয়াকিবহাল প্রসিধ নিজেও। কিন্তু এখনই তিনি মিশন ইংল্যান্ড নিয়ে স্পষ্টভাবে মন্তব্যে নারাজ। প্রসিধের কথায়, 'আপাতত আইপিএলে একটি করে ম্যাচ ধরে এগিয়ে চলেছি। জুন মাসে ভারতের ইংল্যান্ড সফরের দলে সুযোগ পাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমি শুধু বল হাতে উইকেট নিতে পারি। মাঠে পারফর্ম করতে পারি। সেটাই করে চলেছি।' বছরখানেক আগে যখন প্রসিধ চোটের কবলে পড়েন, তখন তাঁর নামের সঙ্গে 'লাল' বলের বোলার, তকমা ছিল। চোট সারিয়ে মাঠে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের পর সেই তকমা ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া প্রসিধ। তাঁর কথায়, 'বর্তমান ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাটেই নিয়মিত খেলতে চাই আমি। তাই কোনও একটি বিশেষ ফর্ম্যাটের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাই না। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো।'

করোনা পরবর্তী পর্বে চলতি আইপিএলে বলে থুতুর নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। ফলে বোলাররা অতীতের তুলনায় বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। বাকি দুনিয়ার মতো একথা আজ মেনে নিয়েছেন প্রসিধ। বলেছেন, 'বলে থুতুর ব্যবহার সবসময় বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেয়। বিশেষ করে বল একটু পুরোনো হলে সেটা ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। বলে থুতু ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

আইপিএল ফ্যান পার্কে শেষদিনে জনপ্লাবন

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : আইপিএল ফ্যান পার্কের শেষদিন রবিবার কার্যত জনপ্লাবন রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে। এদিন দুপুরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টসের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ। দুপুরের ম্যাচে দর্শকদের ভীড় তুলনামূলক হালকা থাকলেও সূর্য ডোবার পর থেকে কার্যত জনপ্লাবন নেমে আসে ময়দানে। এদিন দুপুরে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন আইপিএল গভর্নিং বডির সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। উৎসাহী ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই পছন্দের দলের জার্সি পরে মাঠে নামেন। ছক্কা ও আউট হওয়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট দলের সমর্থকরা দলের পতাকা নিয়ে মাঠেই নাচতে শুরু করেন। বিশালাকার পর্দায় লাইভ ম্যাচে নজর রাখার সময় বিনোদনেও মেতে ওঠেন অনেকে। গালে, কপালে পছন্দের দলের নাম লেখা, ফলিং ব্যাটস সহ বিভিন্ন বিনোদনে মেতে ওঠে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

৫ উইকেট শচীনের

জলপাইগুড়ি, ২৭ এপ্রিল : জলপাইগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার জন্নত রয়্যালস ৪ উইকেটে মেটেলি ব্লু স্যাফায়ার্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। জেওয়াইএমএ মাঠে স্যাফায়ার্স প্রথমে ১৮ ওভারে ১৪২ রানে অল আউট হয়। আদিত্য শর্মা ২৯ রান করেন। শচীন সিং ৩৭ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে রয়্যালস ৬ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে নেয়। অমিত রায় ৪৩ রান করেন। শুভম দাস ৫ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে আরএস গ্ল্যাডিয়েটর ৩ রানে এএএ সাকসেসকে হারিয়েছে। প্রথমে গ্ল্যাডিয়েটর ১৮ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৩ রান তোলে। প্রসেনজিৎ সরকার ২৭ রান করেন। শুভদীপ সেন ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে সাকসেস ৬ উইকেটে ১৪০ রানে আটকে যায়। রজত নাগ ৩৬ রান করেন। সাকিবুল গনি ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দৈবগনাপুর-এর এক বাসিন্দা

31.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 84J 06650 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ করতে এবং ডিয়ার লটারি ও সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে যে টাকা জিতেছি তা দিয়ে আমার সমস্ত আর্থিক সমস্যা সমাধান করতে চাই। আমার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হওয়ায় এখন আমার অনেক স্বস্তি লাগছে। এর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, দৈবগনাপুর - এর একজন বাসিন্দা রাকেশ মুরমু - কে

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

তাইকোন্ডোতে ২৩৫ জন

বালুরঘাট, ২৭ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ও ইউনিভার্সাল তাইকোন্ডো ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় জেলা পর্যায়ের তাইকোন্ডো রবিবার হল। আয়োজকদের তরফে দিবাকর মণ্ডল জানিয়েছেন, বালুরঘাটে সাহেব কাছারি উৎসব ভবনে জেলার আটটি ব্লকের পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে ২৩৫ জন অংশ নিয়েছিলেন। বয়সের ভিত্তিতে ছেলেদের পাঁচটি ও মেয়েদের পাঁচটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়েছে। দৈহিক ওজনের নিরিখে ৫০ টি ইভেন্ট রাখা হয়েছিল।

ট্রফি নিয়ে গাজোল কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। - পঙ্কজ ঘোষ

চ্যাম্পিয়ন কলেজ মাঠ ক্যাম্প

গাজোল, ২৭ এপ্রিল : দেশবন্ধু ক্লাব ও লাইব্রেরির পুলিন-হেমপ্রভা ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল গাজোল কলেজ মাঠ ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প। রবিবার ফাইনালে তারা ৩৫ রানে চাঁচল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। প্রথমে কলেজ মাঠ ১৮৮ রানে অল আউট হয়। ব্রজগোপাল সরকার ৪৫ ও রকিনুর ইসলাম ৩৭ রান করেন। শুভজিৎ সরকার ও নাজিবুল শেখ ২ উইকেট নেন। জবাবে চাঁচল ১৫৩ রানে সব উইকেট হারায়। মনয় রায়চৌধুরী ৩৩ ও সেরা ব্যাটার অসিত রাজ ৩২ রান করেন। সেরা বোলার সৌম্যদীপ গুপ্ত পেয়েছেন ৩ উইকেট। ফাইনালের সেরা রকিনুর ইসলাম ২ উইকেট নেন। সেরা ফিল্ডার কলেজ মাঠের ব্রজগোপাল সরকার। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৫ হাজার টাকা। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ১০ মে দেশবন্ধুর গাজোল ব্লক লিগ কাম নকআউট ফুটবল শুরু হবে।

যোগাসনে ষষ্ঠ পরম

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : বোলপুরে সারা বাংলা যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের স্বামী বিবেকানন্দ রাজ্য পর্যায়ের ওপেন যোগাসনে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-৭ বিভাগে ষষ্ঠ হয়েছে রায়গঞ্জের পরম মণ্ডল। উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রতিযোগীদের মধ্যে পরম একাই প্রথম দশে জায়গা পেয়েছে। অন্যদিকে একই বয়স ক্যাটেগোরির মেয়েদের বিভাগে উত্তর দিনাজপুরের আহিড়ি দাস রাজ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করেছে।

ম্যাচ স্থগিত

রায়গঞ্জ, ২৭ এপ্রিল : রায়গঞ্জ টাউন ক্লাবের রায়গঞ্জ সুপার লিগ ফুটবলে রবিবার চেকপোস্ট ফুটবল ক্লাব ও সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের ম্যাচ বিশেষ অসুবিধার কারণে স্থগিত করা হয়। ম্যাচটি ১০ মে হবে। সোমবার খেলবে ইটাহারের এসটি ইউনাইটেড এবং কেএমএস ক্লাব।